শরী'আহ্ ম্যানুয়াল

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

আইবিবিএল

শরী'আহ্ ম্যানুয়াল

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

আইবিবিএল
শরী'আহ্
ম্যানুয়াল

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২০

প্রকাশনায়

শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার (১১ তলা)
৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
ই-মেইল : shariah@islamibankbd.com
ফোন : ৪৭১১৯২২৮
www.islamibankbd.com

ডিজাইন ও মুদ্রণ : কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড প্রিন্টার্স
ফোন : ৫৮৩১০২৫১, ৪৮৩১৮৬৫৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

ইসলামী শরী'আহ্ পরিপালনের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম শরী'আহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। সূচনালগ্ন থেকেই ব্যাংকটি ইসলামী শরী'আহ্‌র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃপ্ত প্রত্যয়ে তিন যুগের বেশি সময় পাড়ি দিয়ে ব্যাংকটি বর্তমানে দেশের বেসরকারি খাতের সবচেয়ে বড় ব্যাংক এবং দেশে-বিদেশে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের অনন্য মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের বিকাশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মূলত পথিকৃৎ হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এ ব্যাংকের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা ৮টি এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংক ১৮টি (৩১.১২.২০১৯)। ইতোমধ্যে আরো কয়েকটি প্রচলিত ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার এবং কয়েকটি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডো খোলার অনুমোদন পেয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট ব্যাংকব্যবস্থার প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিচালিত হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অধীনে।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় শরী'আহ্‌র সার্থক প্রয়োগ ও সফলতার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ফিকহুল মু'আমালাত (অর্থনৈতিক লেনদেন-সংক্রান্ত ইসলামী বিধিবিধান) সম্পর্কে গ্রাহক, ব্যাংকার ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ধারণা এবং তা পরিপালনের সদিচ্ছা। এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিকাশ ও প্রসারে গবেষণা ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ প্রকাশনার প্রসার ঘটেছে। এটা অত্যন্ত উৎসাহ ও আশাব্যঞ্জক।

বাংকের কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনের দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের শরী'আহ্ বোর্ড/কাউন্সিল/সুপারভাইজরি কমিটি রয়েছে। এ বোর্ড/কাউন্সিল/কমিটি যে নির্দেশনা দেয় তার সাথে দেশী-বিদেশী ইসলামী ব্যাংকসমূহের অনুশীলন ও দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের গাইডলাইন/নির্দেশনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি স্বতন্ত্র শরী'আহ্ ম্যানুয়াল রচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, যা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য গাইড-বুক হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইতঃপূর্বে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক Guidelines for Islamic Banking জারি করে। তা ছাড়া ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সংবলিত একটি সংকলনের ৪টি সংস্করণ ২০০২, ২০০৩, ২০১৫ ও ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের অনুশীলিত বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে ২০১১ সালে 'ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহ্‌র নীতিমালা' শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং ২০১৫ সালে অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকগণের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব সংবলিত 'ইসলামী ব্যাংকিং : জিজ্ঞাসা ও জবাব' শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এ সকল রচনা ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা পূরণে ভূমিকা

রাখলেও তা স্বতন্ত্র শরী'আহ্ ম্যানুয়ালের বিকল্প নয়। তাই ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক শরী'আহ্ ম্যানুয়াল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি ও অন্যান্য কার্যক্রমের ওপর পৃথক পৃথক ম্যানুয়াল রয়েছে। এসব ম্যানুয়ালে শরী'আহ্র বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরপরও ইসলামী ব্যাংকারদের জন্য স্বতন্ত্র গাইড-বুক হিসেবে একটি শরী'আহ্ ম্যানুয়াল রচনা সময়ের দাবি।

আইবিবিএল শরী'আহ্ ম্যানুয়াল সম্পাদনার জন্য শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির পক্ষ থেকে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ-এর সভাপতিত্বে একটি সম্পাদনা কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, শায়খ মুফতি ছাঈদ আহমদ, শায়খ ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও মুফতি মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহিল বাকী। এ ছাড়া ব্যাংকের সম্মানিত উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আব্দুল জব্বার ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান সম্পাদনা কমিটির সভাগুলোতে উপস্থিত থেকে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন। এ কমিটি পরপর ১২টি সভায় মিলিত হয়ে ম্যানুয়ালটির সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেন। ব্যাংকের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জনাব মোঃ মাহবুব উল আলম এবং ব্যাংকের সম্মানিত অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা বিভিন্ন সময়ে এরূপ একটি শরী'আহ্ ম্যানুয়াল রচনায় অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। ম্যানুয়ালটি রচনার ক্ষেত্রে AAOIFI Shari`ah Standards-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডকে সামনে রাখা হয়েছে।

১০টি অধ্যায় সংবলিত এ ম্যানুয়ালে ব্যাংকে শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রমসহ শরী'আহ্ পরিপালনের বিভিন্ন দিক ও বিষয় সন্নিবেসিত হয়েছে। ম্যানুয়ালের অধ্যায়সমূহে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'আহ্র মৌলিক বিষয়, ইসলামী ব্যাংকের জমাগ্রহণ পদ্ধতি, বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ, শরী'আহ্ পরিপালনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর নীতি ও অবস্থান, শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট, শরী'আহ্ পরিপালন বিষয়ক বুকস অ্যান্ড ফরমস, শরী'আহ্ বিষয়ক ইন্সট্রাকশন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহ, ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষা ইত্যাদি বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচনা ও বিন্যাসের সুবিধার্থে ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের কার্যক্রমকে ম্যানুয়ালের 'ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

আশা করি, ম্যানুয়ালটি ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নীতিনির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যবৃন্দ- সকলের জন্য সহায়ক হবে। বিশেষভাবে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনের সকল ক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী এ ম্যানুয়াল থেকে ইসলামী শরী'আহ্র প্রায়োগিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

ম্যানুয়ালটি সংকলন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যবৃন্দ ও শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট এর নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দসহ যারাই আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার
চেয়ারম্যান
শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ
সদস্য সচিব
শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি

শরী'আহ্ ম্যানুয়াল সম্পাদনা পরিষদ

০১। **প্রফেসর ড. মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার**
আরবি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
চেয়ারম্যান, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

০২। **মুফতী ছাঈদ আহমদ**
প্রধান মুফতী, আল-জামিয়াতুস সিদ্দীকিয়া দারুল উলুম
(মাদ্রাসা-ই-ফুরফুরা), দারুসসালাম, মিরপুর, ঢাকা।
ভাইস চেয়ারম্যান, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

০৩। **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ**
টিচার, রিলিজিয়াস এটাচে অফিস
এ্যাম্বেসি অব কিংডম অব সৌদি এরাবিয়া, ঢাকা
সদস্য সচিব, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

০৪। **ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী**
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

০৫। **মুফতি মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহিল বাকী**
ইমাম, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ
সদস্য, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'আহ্‌র মৌলিক বিষয়

১.১	শরী'আহ্ কী	১১
১.২	ইসলামী শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য	১১
১.৩	ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'আহ্ পরিপালন	১১
১.৪	ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় শরী'আহ্ পরিপালনের গুরুত্ব	১২
১.৫	ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনের উপকারিতা	১২
১.৬	ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালন না করার ক্ষতি	১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের জমা (Deposit) গ্রহণ পদ্ধতি

২	দুই ধরনের জমা পদ্ধতি	১৫
২.১	মুদারাবা	১৫
২.১.১	মুদারাবার সংজ্ঞা	১৫
২.১.২	মুদারাবা বৈধ হওয়ার দলিল	১৫
২.১.৩	ডিপোজিট গ্রহণে মুদারাবা পদ্ধতির প্রয়োগ	১৬
২.১.৪	মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাগ্রহণের শর'ঈ নীতিমালা	১৬
২.১.৫	মুদারাবা নীতিতে ব্যাংকের মুনাফা বণ্টন	১৭
২.১.৬	বিনিয়োগ আয়ে মুদারাবা জমার অংশ হিসাব করার পদ্ধতি	১৭
২.১.৭	মুদারাবা হিসাবে লাভ বণ্টনের 'ওয়েটেজ' (weightage) পদ্ধতি	১৭
২.২	অদী'য়াহ্	১৭
২.২.১	অদী'য়াহ্‌র অর্থ ও সংজ্ঞা	১৭
২.২.২	অদী'য়াহ্ চলতি হিসাবের শর'ঈ নীতিমালা	১৮

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি

৩.	ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি	১৯
	ইসলামী ব্যাংকে অনুশীলিত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ	২০
	ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি	২০
	ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতি	২০
	অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতি	২০

৩.১	বাই মুরাবাহা	২১
৩.১.১	ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত মুরাবাহা বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য	২১
৩.১.২	বাই মুরাবাহা বৈধ হওয়ার দলিল	২২
৩.১.৩	বাই মুরাবাহার প্রকারভেদ	২২
৩.১.৪	ইসলামী ব্যাংকে অনুশীলিত মুরাবাহা	২৩
৩.১.৫	মুরাবাহা শুদ্ধ হওয়ার বিশেষ শর্তাবলি	২৩
৩.১.৬	বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সম্পর্কিত বিষয়	২৪
৩.১.৭	বাই মুরাবাহা অনুশীলনের ধারাবাহিকতা	২৫
৩.১.৮	মুরাবাহা ইমপোর্ট বিল (Murabaha Import Bill) বিনিয়োগ	২৮
৩.১.৯	মুরাবাহা পোস্ট-ইমপোর্ট (Murabaha Post Import-MPI) বিনিয়োগ	২৮
৩.১.১০	এমপিআই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে করণীয়	২৮
৩.২	বাই মুয়াজ্জাল	২৯
৩.২.১	বাই মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার দলিল	২৯
৩.২.২	ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত বাই মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য	২৯
৩.২.৩	বাই মুয়াজ্জাল ও বাই মুরাবাহার মৌলিক পার্থক্য	৩০
৩.২.৪	বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতির কয়েকটি সাধারণ শর্ত	৩০
৩.২.৫	বাই মুয়াজ্জাল অনুশীলনের ধারাবাহিকতা	৩০
৩.৩	বাই সালাম	৩৪
৩.৩.১	বাই সালাম বৈধ হওয়ার দলিল	৩৫
৩.৩.২.	ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত বাই সালামের বৈশিষ্ট্য	৩৬
৩.৩.৩	বাই সালামের শর্তাবলি	৩৬
৩.৩.৪	বাই সালামের কয়েকটি শর'ঈ দিক	৩৭
৩.৩.৫	সমান্তরাল বাই সালাম	৩৮
৩.৩.৬	ইসলামী ব্যাংকে বাই সালামের অনুশীলন	৩৯
৩.৪	বাই ইসতিসনা'	৩৯
৩.৪.১	ইসতিসনা' বৈধ হওয়ার দলিল	৪০
৩.৪.২	ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত বাই ইসতিসনা'র বৈশিষ্ট্য	৪০
৩.৪.৩	বাই ইসতিসনা'র শর্তাবলি	৪০
৩.৪.৪	প্যারালাল/সমান্তরাল ইসতিসনা'	৪১
৩.৪.৫	বাই সালাম ও বাই ইসতিসনা'র মধ্যে পার্থক্য	৪১
৩.৫	বাই সরফ	৪২
৩.৫.১	বাই সরফের বৈশিষ্ট্য	৪২
৩.৫.২	বাই সরফ বৈধ হওয়ার শর্তাবলি	৪২
৩.৫.৩	বাই সরফ বৈধ হওয়ার দলিল	৪২
৩.৬	হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইজারা ও বিক্রয়)	৪৩
৩.৬.১	শিরকাতুল মিল্ক বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব	৪৩

৩.৬.২	ইজারা বা ভাড়ায় প্রদান	৪৪
৩.৬.৩	ক্রয়-বিক্রয়	৪৪
৩.৬.৪	হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (এইচপিএসএম) এর বৈশিষ্ট্য	৪৫
৩.৬.৫	হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক বৈধ হওয়ার দলিল	৪৫
৩.৬.৬	ইসলামী ব্যাংকে এইচপিএসএম বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ	৪৬
৩.৬.৭	এইচপিএসএম পদ্ধতিতে চুক্তিসংক্রান্ত শর‘ঈ নীতিমালা	৪৭
৩.৬.৮	এইচপিএসএম পদ্ধতিতে ভাড়াসংক্রান্ত শর‘ঈ নীতিমালা	৪৮
৩.৬.৯	এইচপিএসএম পদ্ধতিতে মালিকানা সম্পর্কিত শর‘ঈ নীতিমালা	৪৯
৩.৬.১০	এইচপিএসএম পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত শর‘ঈ নীতিমালা	৪৯
৩.৬.১১	এইচপিএসএম পদ্ধতিতে খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত শর‘ঈ নীতিমালা	৫০
৩.৬.১২	এইচপিএসএম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদানের প্রক্রিয়া	৫০
৩.৬.১৩	এইচপিএসএম বিনিয়োগে বন্ধক/জামানত গ্রহণ	৫১
৩.৬.১৪	ইজারা মুনতাহিয়া বিত্‌তামলিক	৫১
৩.৬.১৫	শরী‘আহ্‌র দৃষ্টিতে ‘ইজারা’ ও ‘ইজারা মুনতাহিয়া বিত্‌তামলিক’ এর বৈধতা	৫৪
৩.৭	মুশারাকা	৫৬
৩.৭.১	ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত মুশারাকার বৈশিষ্ট্য	৫৬
৩.৭.২	মুশারাকা বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল	৫৬
৩.৭.৩	মুশারাকার প্রকারভেদ	৫৭
৩.৭.৪	ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে মুশারাকার প্রয়োগ	৫৮
৩.৭.৫	মুশারাকা মুতানাকিছার কতিপয় শর‘ঈ দিক	৫৯
৩.৭.৬	মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট শর‘ঈ দিকসমূহ	৬০
৩.৭.৭	মুশারাকার মূলধন-সংশ্লিষ্ট শর‘ঈ দিকসমূহ	৬০
৩.৭.৮	মুশারাকার লাভ-লোকসান বন্টনসংশ্লিষ্ট শর‘ঈ দিকসমূহ	৬০
৩.৭.৯	মুশারাকা চুক্তির সমাপ্তি	৬১
৩.৭.১০	মুশারাকা কারবারে ক্ষতিপূরণ আরোপ	৬২
৩.৭.১১	মুশারাকা বিনিয়োগে বন্ধক/জামানত গ্রহণ	৬২
৩.৭.১২	মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিল (এমডিবি)	৬২
৩.৮	মুদারাবা	৬৩
৩.৮.১	ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুদারাবার বৈশিষ্ট্য	৬৩
৩.৮.২	মুদারাবা বৈধ হওয়ার দলিল	৬৩
৩.৮.৩	মুদারাবার প্রকারভেদ	৬৪
৩.৮.৪	মুদারাবা কারবারের শর্তাবলি	৬৪
৩.৮.৫	মুদারিবের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৬৭
৩.৮.৬	মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গের কারণ	৬৮
৩.৮.৭	মুদারাবা চুক্তির সমাপ্তি	৬৮
৩.৮.৮	মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গের পর করণীয়	৬৮

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি

৪.১	ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অপরিহার্যতা	৬৯
৪.২	শরী'আহ্ পরিপালনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এর নীতি	৬৯
৪.৩	শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি গঠন	৭০
৪.৪	শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যগণের যোগ্যতা	৭০
৪.৪.১	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৭০
৪.৪.২	অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা	৭১
৪.৪.৩	ট্র্যাক রেকর্ড	৭১
৪.৪.৪	আর্থিক স্বচ্ছতা ও সততা	৭১
৪.৪.৫	ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও সুনাম	৭১
৪.৫	ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামোতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অবস্থান	৭১
৪.৬	বোর্ড অব ডিরেক্টরস ও অন্যান্য উচ্চতর কমিটিতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির প্রতিনিধিত্ব	৭২
৪.৭	শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির স্বকীয়তা	৭৩
৪.৮	শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির মর্যাদা	৭৩
৪.৯	শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সভা	৭৪
৪.১০	শরী'আহ্ সাব-কমিটি	৭৪
৪.১১	সিদ্ধান্ত গ্রহণে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির নীতিমালা	৭৪
৪.১২	শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির কার্যাবলি	৭৫
৪.১২.১	ফতোয়া বা শরী'আহ্ বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রদান	৭৫
৪.১২.২	শরী'আহ্ নিরীক্ষা ও পরিদর্শন	৭৬
৪.১২.৩	ইজতিহাদ বা গবেষণা	৭৬
৪.১২.৪	শরী'আহ্ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম	৭৬
৪.১২.৫	শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অন্যান্য কার্যক্রম	৭৭
৪.১৩	শরী'আহ্ পরিপালনে ব্যাংকের গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ	৭৮
৪.১৩.১	বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (ACR)	৭৮
৪.১৩.২	পদোন্নতি (Promotion)	৭৮
৪.১৩.৩	প্রশিক্ষণ (Training)	৭৮
৪.১৪	শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট	৭৮
৪.১৪.১	শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েটের কার্যক্রম	৭৯
৪.১৫	শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি	৮০
৪.১৬	শরী'আহ্ রেটিং ও শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন/অডিট	৮১
৪.১৭	অফসাইট শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রচলন	৮১
৪.১৮	ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে শরী'আহ্র অনুমোদন	৮১
৪.১৯	শরী'আহ্ ওয়ার্কশপ/শরী'আহ্ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি	৮২

পঞ্চম অধ্যায়

শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট

৫	শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট	৮৩
৫.১	অভ্যন্তরীণ শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট	৮৩
৫.২	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট এর বিশেষত্ব	৮৩
৫.৩	শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট কিভাবে পরিচালিত হয়	৮৩
৫.৪	শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত কারণে উদ্ভূত ঝুঁকির ভিত্তিতে শরী'আহ্ পরিদর্শন এবং শরী'আহ রেটিং	৮৪
৫.৪.১	শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকি	৮৪
৫.৪.২	শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শনের উদ্দেশ্য	৮৪
৫.৪.৩	শরী'আহ্ পরিদর্শনের পরিধি	৮৫
৫.৪.৪	শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকির রেটিং	৮৫
৫.৫	অভ্যন্তরীণ শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট নীতিমালা	৯২
৫.৫.১	শরী'আহ্ পরিদর্শনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	৯২
৫.৫.২	পরিদর্শন পরিকল্পনা	৯২
৫.৫.৩	পরিদর্শন পদ্ধতি	৯৩
৫.৫.৪	প্রতিবেদন তৈরিকরণ ও উপস্থাপন	৯৩
৫.৫.৫	মনিটরিং	৯৪
৫.৬	শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার নীতিমালা	৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায়	: বুক্স অ্যান্ড ফরম্স	৯৭
সপ্তম অধ্যায়	: বিআরপিডি সার্কুলার-০৩ (০৮.০৩.২০১৬)-এর ঝুঁকিভিত্তিক শরী'আহ্ পরিদর্শন	১৪৯
অষ্টম অধ্যায়	: শরী'আহ বিষয়ক সার্কুলার	১৬৪
নবম অধ্যায়	: জেনারেল ব্যাংকিং ও অন্যান্য বিষয়	২২৮
দশম অধ্যায়	: ম্যানুয়ালে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা (Glossary)	২৩৪
পরিশিষ্ট-১	: আরবি টেক্সট্ ও রেফারেন্সসমূহ	২৩৮
পরিশিষ্ট-২	: সুদ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি	২৪৩

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'আহ্‌র মৌলিক বিষয়

১.১ শরী'আহ্ কী

শরী'আহ্ (شَرِيْعَةٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ পথ, পন্থা, আইন-কানুন, জীবনপদ্ধতি ইত্যাদি। পরিভাষায় 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে দ্বীন নির্ধারণ করেছেন ও তাদেরকে তা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন তা-ই শরী'আহ্।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১)। বস্তুত ইসলামী শরী'আহ্ হলো ইসলামের সেই সকল বিধিবিধান ও নিয়ম-নীতি যা ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক জীবন এবং কল্যাণমুখী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে। আর এসব বিধি-বিধান ঈমান-আকিদা, ইবাদাত, মু'আমালাহ্, পারস্পরিক লেনদেন, কর্ম-সংস্কৃতি, আখলাক ও নৈতিকতা, আচার-আচরণসহ জীবনের নানা দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১.২ ইসলামী শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য

ইসলামী শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.২.ক) মহান আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.২.খ)। তিনি আরও বলেন, নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি- যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.২.গ)। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলেমগণ দ্বীন, জীবন, বংশ, সম্পদ ও বিবেক-বুদ্ধি এ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের সংরক্ষণকে ইসলামী শরী'আহ্‌র অতীব জরুরি উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। (দেখুন আল মুওয়াফাকাত, শাতিবি- ১ নং খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১)।

১.৩ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'আহ্ পরিপালন

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'আহ্ পরিপালন বলতে আর্থিক লেনদেন বিশেষত ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহ্‌র নিয়ম-কানুন মেনে চলাকে বুঝায়। ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC) প্রণীত ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, মূলনীতি এবং কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহ্‌র নীতি মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে।' (এপ্রিল ১৯৭৮-এ সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ওআইসি সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত সংজ্ঞা)। এই সংজ্ঞায় প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে ইসলামী শরী'আহ্‌র নিয়ম-কানুন মেনে চলা এবং অপরটি সুদ বর্জন করা।

১.৪ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় শরী'আহ্ পরিপালনের গুরুত্ব

নিম্নোক্ত কারণে ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহ্র বিধি-বিধান মেনে চলা ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ:

১.৪.১ **আইনগত বাধ্যবাধকতা:** ইসলামী ব্যাংকসমূহকে ইসলামী শরী'আহ্র নিয়ম-কানুন মেনে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার শর্তেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিয়েছে। সুতরাং শরী'আহ্ পরিপালন করার ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

১.৪.২ **মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা:** ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো ইসলামী ব্যাংকে শরী'আহ্ পরিপালনের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি শুধু আইনগত নয়; বরং এর জন্য মহান আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে। শরী'আহ্ পরিপালিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন এবং পরিপালনকারীকে পুরস্কৃত করবেন। আর শরী'আহ্ লঙ্ঘন করলে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন এবং লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দিবেন।

১.৪.৩ **সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ব্যাংকের দায়বদ্ধতা:** আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করাই শুধু নয়; বরং দুনিয়াতেও ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষ যেমন: নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, শেয়ার হোল্ডার, ডিপোজিটর, বিনিয়োগ গ্রাহক সকলের কাছেও শরী'আহ্ পরিপালনের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকসমূহের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

১.৫ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনের উপকারিতা

ইসলামী শরী'আহ্ এসেছে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য। কাজেই শরী'আহ্ পরিপালিত হলে তা অবশ্যই ব্যাংক ও ব্যাংকের সাথে জড়িত সকল পক্ষের জন্য কল্যাণকর হবে। ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনের সুফলগুলো নিম্নরূপ:

ক) ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

খ) সুদের কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর বাণিজ্য-চক্র (trade cycle) থেকে ইসলামী ব্যাংক মুক্ত থাকে।

গ) সমাজের সকল মানুষের প্রকৃত চাহিদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করা যায়।

ঘ) ইসলামী ব্যাংক মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের সহজাত প্রক্রিয়ায় পণ্য কেনাবেচা, ইজারা ও অংশীদারি পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসরণ করে। এসব প্রকৃত লেনদেন (real transaction)-এর কারণে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি লেনদেন হয় বস্তুনিষ্ঠ ও উৎপাদনমুখী। ফলে এ ব্যবস্থা গোটা অর্থনীতিকে সমৃদ্ধি ও ভারসাম্যের দিকে নিয়ে যায়।

ঙ) ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা পদ্ধতির জমা (deposit) গ্রহণ নীতিতে জমাকারীগণ আর্থিক ঝুঁকি গ্রহণ করে। ফলে ব্যাংক জনকল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে পারে। অন্যদিকে বহু জমাকারী কর্তৃক ঝুঁকি গ্রহণ করার কারণে ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়।

চ) ইসলামী শরী'আহ্ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দিয়েছে। এ নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়বৈষম্য হ্রাস এবং ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে অবদান রাখা যায়।

ছ) ইসলামী শরী'আহ্‌তে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, প্রতারণা, অস্বচ্ছতা ইত্যাদি উপাদান নিষিদ্ধ। ফলে ইসলামী ব্যাংক জাতীয় অর্থনীতিকে মন্দার কবল থেকে সুরক্ষিত রাখে।

জ) ইসলামী শরী'আহ্‌ সম্পদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের ওপর জোর দেয়। ফলে তা মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বেকারত্ব দূরীকরণ ও পূর্ণ-কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঝ) ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে গ্রাহকদের নিকট মুনাফার ভিত্তিতে পণ্য বিক্রি করা হয়। তাই গ্রাহক সাধারণত সংশ্লিষ্ট ব্যবসার পরিবর্তে বিনিয়োগের অর্থ অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারে না। তাই বিনিয়োগগ্রহীতা বিনিয়োগ পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক উক্ত পণ্য বিক্রি করে অর্থ আদায় করতে পারে। এ কারণে বিনিয়োগের অর্থ অনাদায়জনিত ক্ষতি থেকে ব্যাংক ও জমাকারীগণ নিরাপদ থাকে এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে ঝুঁকি হ্রাস পায়।

ঞ) বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংককে বিনিয়োগগ্রাহকের দক্ষতা ও কারবারের উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করতে হয়। ফলে অনুৎপাদনশীল ও বিলাসিতামূলক খাতে অর্থ ব্যবহারের সুযোগ কমে যায়।

১.৬ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্‌ পরিপালন না করার ক্ষতি

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্‌ লঙ্ঘনের কারণে যেসব প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা নিম্নরূপ:

ক) শরী'আহ্‌র কোনো বিধান লঙ্ঘন সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশেরই লঙ্ঘন যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

খ) শরী'আহ্‌ লঙ্ঘনের কারণে প্রতিষ্ঠান ও এতে কর্মরত জনশক্তি আল্লাহর রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

গ) ইসলামী ব্যাংকের কোনো কার্যক্রমে শরী'আহ্‌র নীতি লঙ্ঘন হলে তা হবে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালা ও গাইডলাইনের পরিপন্থী, যা ইসলামী ব্যাংকের জন্য প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

ঘ) শরী'আহ্‌ লঙ্ঘিত হলে ব্যাংকের Asset Quality খারাপ হয়, অলস সম্পদ বেড়ে যায়, বিনিয়োগ হ্রাস পায় ও স্থবির হয়, ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ও সামগ্রিকভাবে খেলাপি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ঙ) শরী'আহ্‌র নীতিমালা লঙ্ঘনের ফলে ইসলামী ব্যাংকের সুনাম নষ্ট হতে পারে, যার নেতিবাচক প্রভাব সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের উপর পড়তে পারে।

চ) চুক্তি সম্পাদন এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শরী'আহ্‌র বিধি-বিধান পরিপালিত না হলে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে উক্ত চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা হালাল হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে।

ছ) ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্‌ লঙ্ঘিত হলে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, শরী'আহ্‌ লঙ্ঘনের মাধ্যমে অর্জিত আয় ব্যাংকের নিয়মিত ও হালাল আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। ফলে ব্যাংকের বণ্টনযোগ্য মুনাফা বা আয় কমে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের জমা (Deposit) গ্রহণ পদ্ধতি

২ দুই ধরনের জমা পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকের জমা (deposit) গ্রহণের পদ্ধতি প্রচলিত ব্যাংকিং নীতি ও পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্সম্মত দুটি পদ্ধতিতে জমা (deposit) গ্রহণ করে থাকে। পদ্ধতি দুটি হচ্ছে: (ক) মুদারাবা পদ্ধতি ও (খ) অদী'য়াহ্ পদ্ধতি।

২.১ মুদারাবা

২.১.১ মুদারাবার সংজ্ঞা

'মুদারাবা' ইসলামী ব্যাংকের জমাগ্রহণের শরী'আহ্সম্মত একটি পদ্ধতি। মুদারাবা শব্দটি আরবি ضَرْبٌ (দারব) শব্দমূল থেকে গঠিত। এর আভিধানিক অর্থ (ব্যবসা বা যে কোনো উদ্দেশ্যে) যমিনে বিচরণ করা। পরিভাষায়, মুদারাবা হল একটি অংশীদারি কারবার যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্বচুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তা বহন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারীকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল' বা 'রব্বুল মাল' অর্থাৎ 'মূলধন সরবরাহকারী' আর ব্যবসা পরিচালনাকারীকে বলা হয় 'মুদারিব' অর্থাৎ উদ্যোক্তা।

২.১.২ মুদারাবা বৈধ হওয়ার দলিল

আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করলে মুদারিবের ওপর শর্ত আরোপ করতেন যে, তার পণ্য নিয়ে মুদারিব সমুদ্রপথে যাতায়াত করবেন না, তা নিয়ে কোন উপত্যকায় অবস্থান করবেন না এবং কোন জীবন্ত প্রাণী ক্রয় করবেন না। এরূপ করলে তিনি দায়ী থাকবেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক এরূপ শর্ত করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হলে তিনি তা বৈধ বলেছেন। (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৩.ক)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন প্রেরণ করা হয় তখন মানুষ মুদারাবা কারবার করত। কিন্তু তিনি তাদেরকে নিষেধ করেননি। এটি এক প্রকার অনুমোদন। আর অনুমোদনও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৩.খ)

বস্তুত মুদারাবার শর্তাবলি সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্তে সরাসরি কিছু পাওয়া যায় না, তবে ইসলাম-পূর্ব যুগে মুদারাবা কারবারের প্রচলন ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরেও তা চালু ছিল। তিনি উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবসা করতে নিষেধ করেননি এবং কোনোরূপ শর্তারোপ করেননি। বরং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মুদারিবের প্রতি যে শর্ত আরোপ করতেন তিনি তা-ও অনুমোদন করেছিলেন।

২.১.৩ ডিপোজিট গ্রহণে মুদারাবা পদ্ধতির প্রয়োগ

ইসলামী ব্যাংকে ডিপোজিট গ্রহণের ক্ষেত্রে মুদারাবা হলো এমন একটি চুক্তি যেখানে সাহিবুল মাল বা জমাকারী তার অর্থ ব্যাংকে জমা করেন এবং মুদারিব বা ব্যাংক তার অর্থ দিয়ে শরী'আহ্সম্মত পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালনা করেন। চুক্তি অনুসারে ব্যবসায়ের লাভ ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে তা জমাকারী বহন করেন।

মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা সঞ্চয়ী জমা হিসাব, মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব ও মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদী ও বিশেষ ধরনের হিসাব খুলে থাকে।

২.১.৪ মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাগ্রহণের শর'ঈ নীতিমালা

ক) জমাকারী মুদারাবা জমা হিসাবে যে টাকা জমা রাখেন তা ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে।

খ) ইসলামী ব্যাংকে সাধারণত নির্ধারিত মেয়াদ বা বছর শেষে মুদারাবা হিসাবের মুনাফা চূড়ান্ত হয়।

গ) চুক্তি সম্পাদন অর্থাৎ মুদারাবা হিসাব খোলার সময় উভয় পক্ষের প্রাপ্য চূড়ান্ত মুনাফার হার বা পরিমাণ উল্লেখ করা যাবে না।

ঘ) তবে উভয়পক্ষের মধ্যে মুনাফা বন্টনের অনুপাত চুক্তি সম্পাদনের সময়ই নির্ধারণ করতে হবে এবং বিনিয়োগলব্ধ মুনাফা চুক্তিতে উল্লেখিত অনুপাতে বণ্টিত হবে। আর মুদারিব (ব্যাংক) এর অবহেলা ব্যতীত লোকসান হলে তা সাহিবুল মাল (জমাকারী গ্রাহক) বহন করবেন।

ঙ) ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন ওয়েটেজ বা গুরুত্বের ভিত্তিতে মুনাফা নির্ধারণ করতে পারে। তবে ওয়েটেজভিত্তিক মুনাফা প্রদানের বিষয়টি মুদারাবা হিসাবের আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

চ) সম্ভাব্য মুনাফার হার অথবা মুনাফার সাময়িক হার (provisional rate) উল্লেখ করা যেতে পারে এবং ব্যাংকের বার্ষিক হিসাব চূড়ান্তকরণের পরই কেবল চূড়ান্ত মুনাফার হার ঘোষণা করা হবে।

ছ) জমা হিসাব খোলার সময় চুক্তিপত্রের (AOF) ধারাগুলো সম্পর্কে গ্রাহককে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে মুদারাবা জমা হিসাবে মুনাফা দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকগণকে অবহিত করতে হবে।

জ) চূড়ান্ত লাভের হার ঘোষিত হওয়ার পূর্বে কোন মুদারাবা সঞ্চয়ী/মেয়াদী আমানত হিসাব বন্ধ করার সময় উক্ত হিসাবে চলতি বছরে বিদ্যমান সাময়িক হার ও পূর্ববর্তী বছরে প্রদত্ত চূড়ান্ত হারের গড়কে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য চূড়ান্ত হার ধরে তদনুযায়ী মুনাফা প্রদান করে উক্ত হিসাব বন্ধ কিংবা নগদায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে কোন বছর উল্লিখিত গড় হার বিদ্যমান সাময়িক হারের চেয়ে কম হলে বিদ্যমান সাময়িক হারই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য চূড়ান্ত হার বিবেচিত হবে। বছর শেষে ঘোষিত চূড়ান্ত লাভের হার উক্ত (প্রদত্ত) হারের চেয়ে কম/বেশি হলেও ব্যাংক ও গ্রাহক কারো দাবি থাকবে না মর্মে চুক্তিপত্র (AOF)-এ উল্লেখ থাকতে হবে।

ঝ) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুদারাবা তহবিল অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ, অন্য সকল তহবিল বিনিয়োগের পূর্বে মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ করতে হবে।

ঞ) ব্যাংক জমাকারীকে মুদারাবা চুক্তির অতিরিক্ত কোনো সেবা প্রদান করলে তার বিনিময়ে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করতে পারবে।

ট) মুদারাবা হিসাবের বিপরীতে চেক বই, এটিএম কার্ড, ভিসা কার্ড ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবধারীর নিকট থেকে ফি/চার্জ আদায় করতে পারবে।

২.১.৫ মুদারাবা নীতিতে ব্যাংকের মুনাফা বণ্টন

মুদারাবা তহবিলের বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় ব্যাংক ও জমাকারীর মধ্যে চুক্তির শর্ত অনুসারে আনুপাতিক হারে বণ্টিত হবে।

২.১.৬ বিনিয়োগ আয়ে মুদারাবা জমার অংশ হিসাব করার পদ্ধতি

মুদারাবা জমাকারীগণ চুক্তি অনুযায়ী মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ আয়ের একটি পূর্বনির্ধারিত অংশ পাবেন। আর বাকি অংশ ব্যাংক আয় হিসেবে পাবে।

২.১.৭ মুদারাবা হিসাবে লাভ বণ্টনের 'ওয়েটেজ' (weightage) পদ্ধতি

ক) মুদারাবা হিসাব দীর্ঘমেয়াদী হলে ব্যাংক সেই হিসাবের অর্থ বেশি সময়ের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে। অন্যদিকে জমাকারী দীর্ঘমেয়াদে অর্থ জমা করে ব্যাংকের ব্যবসায়ে বেশি ঝুঁকি নেন। এ কারণে ব্যাংক প্রধানত মেয়াদকাল বিবেচনা করে বিভিন্ন হিসাবের ভিন্ন ভিন্ন ওয়েটেজ বা গুরুত্ব দিতে পারে।

খ) কোনো সামাজিক কল্যাণমূলক জমাকে ব্যাংক বাড়তি ওয়েটেজ দিতে পারে।

২.২ অদী'য়াহ্

২.২.১ অদী'য়াহ্র অর্থ ও সংজ্ঞা

চলতি হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক 'অদী'য়াহ্' নীতি অনুসরণ করে। 'অদী'য়াহ্' আরবি وَدْعٌ ('অদয়ুন') শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ সংরক্ষণ করা, আমানত রাখা, গচ্ছিত রাখা, জমা করা ইত্যাদি। পরিভাষায় অদী'য়াহ্ হলো, কোনো জিনিস কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে গচ্ছিত রাখা।

ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে অদী'য়াহ্ হলো এমন একটি চুক্তি যেখানে দুটি পক্ষ থাকে- জমাকারী ও ব্যাংক। যিনি ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন তাকে বলা হয় মূদি' (مُوْدِعٌ)। আর ব্যাংককে বলা হয় মূদা' ইলাইহি (مُوْدَعٌ إِلَيْهِ)। আর যে জিনিস জমা রাখা হয় তাকে বলা হয় মূদা' (مُوْدَعٌ)।

অদী'য়াহ্ চলতি হিসাবে জমাকৃত অর্থ জমাকারীগণ যে কোনো সময় উত্তোলন করতে পারেন এবং ব্যাংক জমাকারীর দাবির ভিত্তিতে তাদের জমাকৃত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। এই পদ্ধতিতে জমাকারীগণ ব্যাংক থেকে কোনো মুনাফা পান না। আর ব্যাংকের কোনো লোকসান হলেও জমাকারীগণ তা বহন করেন না।

অদী'য়াহ্ এক ধরনের আমানত। ইসলামী শরী'আহ্তে আমানতদারির ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২.২.২ অদী'য়াহ্ চলতি হিসাবের শর'ঈ নীতিমালা

ক) তহবিল ব্যবহারের অনুমতি ও ফেরত দানের শর্ত থাকায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে অদী'য়াহ্ কার্যত ঋণ (করদ্)।

খ) জমাকারীদের নিকট থেকে অদী'য়াহ্ হিসাবের অর্থ ব্যবহারের অনুমতি নিতে হয় বিধায় হিসাব খোলার আবেদনপত্রে একটি শর্ত সংযুক্ত করতে হবে, যা জমাকারী জেনে-বুঝে স্বাক্ষর করবেন।

গ) অদী'য়াহ্র মাধ্যমে জমাকারী ব্যাংকের সাথে কোনো ব্যবসায়ে অংশ নেন না, ফলে ব্যাংকের ব্যবসায়ের কোনোরূপ ঝুঁকিও তার ওপর বর্তায় না।

ঘ) জমাকারী জমাকৃত অর্থ যে কোনো সময় ফেরত নেয়ার অধিকার রাখেন।

ঙ) ব্যাংক জমাকারীকে তার জমাকৃত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য। এই পদ্ধতিতে জমাকারীকে ব্যাংক থেকে কোনো মুনাফা দেয়া হয় না।

চ) অদী'য়াহ্ হিসাবের সকল শর্ত ও নিয়ম-কানুন জমাকারীদেরকে জানাতে হবে।

ছ) চুক্তিপত্রে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা রাখা যাবে না।

জ) অদী'য়াহ্ হিসাবের বিপরীতে চেক বই, এটিএম কার্ড, ভিসা কার্ড ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবধারীর নিকট থেকে ফি/চার্জ আদায় করতে পারবে।

ঝ) প্রচলিত ব্যাংকের মতো অতিরিক্ত কোনো কিছু আদায়ের বিপরীতে এ হিসাবে জমাতিরিক্ত উত্তোলন (overdraft) সুবিধা দেয়া যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি

৩. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

ক) ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামী শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে হালাল হতে হয়। একই সাথে বিনিয়োগের খাতও হতে হয় শরী'আহ্ অনুমোদিত।

খ) ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণেও দৃষ্টি রাখা হয়।

গ) সম্পদ বণ্টনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও কার্যক্রম বিশেষভাবে প্রভাবিত।

ঘ) মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করা হয়।

ঙ) বিনিয়োগের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে মূলধন ও দক্ষতা সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ননীতি গ্রহণ।

চ) পুঁজির মালিক যেন অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকৃত ও বাস্তব ভূমিকা রেখে মুনাফা পেতে পারেন সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করে সমাজকে কর্মচঞ্চল করে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করা।

ছ) পারিপার্শ্বিকতা, পরিবেশ ও দেশের সামগ্রিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগ করা।

জ) সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত করার চেয়ে সমাজের বেশিরভাগ মানুষের কাজে লাগানোর ইসলামী নীতিকে অগ্রাধিকার দান।

ঝ) উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনমুখী শিল্পের সংখ্যা বাড়ানো ও তাদের ভিত মজবুত করা।

ঞ) বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সামাজিক অবকাঠামো গঠনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ।

ট) লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব ভিত্তিক মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা।

ঠ) বিনিয়োগ গ্রাহককে বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম প্রভৃতি কেনাবেচা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা। এ ধরনের পদ্ধতির বিনিয়োগ প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে।

ড) ইজারাভিত্তিক 'মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইজারা ও বিক্রয়' পদ্ধতিতে বিনিয়োগ।

ঢ) ব্যাংকের সব ধরনের বিনিয়োগ কার্যক্রম ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী পরিচালনা করা। মুনাফার আধিক্য থাকলেও শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে অবৈধ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর খাতে বিনিয়োগ না করা।

ণ) মুনাফা কম হলেও সমাজকল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

ইসলামী ব্যাংকে অনুশীলিত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ

ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

৩.১ বাই মুরাবাহা (লাভে ক্রয়-বিক্রয়)
৩.২ বাই মুয়াজ্জাল (বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়)
৩.৩ বাই সালাম (আগাম ক্রয়-বিক্রয়)
৩.৪ বাই ইসতিসনা' (পণ্য তৈরির আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়)
৩.৫ বাই সরফ (মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়)

ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতি

৩.৬ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক বা ইজারা ওয়াল বাই তাহতা শিরকাতিল মিল্ক (মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইজারা ও বিক্রয়)

অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতি

৩.৭ মুশারাকা (অংশীদারি কারবার)
৩.৮ মুদারাবা (মুনাফায় অংশীদারি কারবার)

৩.১ বাই মুরাবাহা

আরবি بَيْعٌ (বাইউন) ও رِبْحٌ (রিবহুন) শব্দ থেকে بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ (বাই মুরাবাহা) পরিভাষাটি উদ্ভূত। 'বাই' অর্থ কেনাবেচা। 'রিবহুন' অর্থ মুনাফা। ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে 'মুরাবাহা' এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি, যার অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত পণ্য কিনে ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত লাভ যোগ করে তা সেই গ্রাহকের কাছে নগদে বা বাকিতে বিক্রি করে। চুক্তি মোতাবেক গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাম পরিশোধের শর্তে ব্যাংক থেকে পণ্য কিনে নিতে বাধ্য থাকেন।

৩.১.১ ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত মুরাবাহা বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য

ক) ব্যাংকিং মুরাবাহায় তিনটি পক্ষ থাকে: ক. ব্যাংক (অর্থায়নকারী), খ. বিক্রেতা (যার কাছ থেকে ব্যাংক মাল কেনে) এবং গ. ক্রেতা বা গ্রাহক (যার কাছে ব্যাংক মাল বিক্রি করে)।

খ) বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনার সময় ব্যাংক গ্রাহকের ব্যবসায়িক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, বাজারে তার সুনাম ইত্যাদির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়।

গ) গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য কেনার আগে বাজারে সেই মালের কাটতি, মূল্য, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি বিষয়ে সতর্কতার সাথে যাচাই করে দেখা ব্যাংকের দায়িত্ব।

ঘ) পণ্যের কেনা দাম ও লাভের পরিমাণ ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েরই জানা থাকা মুরাবাহা পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য।

ঙ) পণ্যের প্রকৃত কেনা দামের সাথে পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করে নিট ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক এই নিট ক্রয়মূল্যের ওপর সম্মত লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে।

চ) ব্যাংক মাল রাখার জন্য গুদাম ভাড়া, গুদাম কর্মচারীদের বেতন, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি খরচ গ্রাহকের কাছ থেকে নিতে পারে।

ছ) ব্যাংক বিনিয়োগ পণ্যকে গ্রাহকের কাছ থেকে প্রাথমিক জামানত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

জ) গ্রাহক সম্পূর্ণ দাম পরিশোধ করে জামানতকৃত সকল বিনিয়োগ পণ্য এক সাথে গ্রহণ করতে পারেন অথবা কিস্তিতে আনুপাতিক দাম পরিশোধ করে আংশিক পণ্যও গ্রহণ করতে পারেন।

ঝ) ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানতও গ্রহণ করতে পারে।

ঞ) বিনিয়োগের অর্থে ক্রয় করা পণ্যের উপর ব্যাংকের মালিকানা অর্জন করে তা গ্রাহকের কাছে বিক্রয় ও হস্তান্তরিত হয়।

ট) চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে পণ্যের সরবরাহ নিতে ও দাম শোধ করতে বাধ্য থাকেন।

ঠ) বিক্রয়-চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর শর্তের কোনো পরিবর্তন করা যায় না।

৩.১.২ বাই মুরাবাহা বৈধ হওয়ার দলিল

বাই মুরাবাহা ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত একটি কেনাবেচা পদ্ধতি।

আল কুরআনের বিধান

কেনাবেচাকে হালাল ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন : 'আর আল্লাহ কেনাবেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৪.ক)।

সুন্নাহ্র বিধান

দাউদ বিন সালিহ আল মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন, আমি আবু সা'ঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেনাবেচা সম্পাদিত হয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৪.খ)

বাই মুরাবাহায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে ক্রয়মূল্যের ওপর লাভ যোগপূর্বক কেনাবেচা সম্পাদিত হয় বলে তা বৈধ।

হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে-

হাকিম ইবনু হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য একটি কুরবানির পশু কেনার উদ্দেশ্যে তাকে একটি দিনারসহ বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দিনারে তা ক্রয় করে দুই দিনারে বিক্রি করলেন। এরপর তিনি ফিরে এলেন। আবার গিয়ে এক দিনারে একটি কুরবানির পশু কিনলেন। তারপর পশু ও অতিরিক্ত দিনার নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটি দান করে দিলেন এবং তার ব্যবসায়ে বরকতের জন্য দু'আ করলেন।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৪.গ)

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে লাভে কেনাবেচা করা বৈধ।

৩.১.৩ বাই মুরাবাহার প্রকারভেদ

বাই মুরাবাহা প্রথমত দু'প্রকার। যথা:

ক) মুরাবাহা মুতলাকাহ (সাধারণ মুরাবাহা)

খ) মুরাবাহা লিল্ আমিরি বিশ্‌শিরা (ক্রয়ের আদেশদাতার নিকট লাভে বিক্রি)

ক) মুরাবাহা মুতলাকাহ (সাধারণ মুরাবাহা)

ক্রেতার অনুরোধ ছাড়াই বিক্রেতা কর্তৃক কোনো পণ্য কিনে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে বিক্রি করাকে বাই আল মুরাবাহা আল মুতলাকাহ (بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ الْمُطْلَقَةِ) বা 'সাধারণ মুরাবাহা' বলা হয়। ফিক্হের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে মুরাবাহা বলতে এ ধরনের মুরাবাহার কথাই বলা হয়েছে।

খ) **মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্‌শিরা** (ক্রয়ের আদেশদাতার নিকট লাভে বিক্রি)

ক্রেতার অনুরোধে তার চাহিদা মোতাবেক বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে সম্মত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্রেতার কাছে বিক্রি করাকে বাই আল মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্‌শিরা (بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ لِلْآمِرِ بِالشِّرَاءِ) বা 'ক্রয়ের আদেশদাতার নিকট লাভে বিক্রি' বলা হয়। এ ধরনের মুরাবাহাকে ব্যাংকিং মুরাবাহাও বলা হয়ে থাকে।

মুরাবাহার ক্ষেত্রে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নগদে পরিশোধিত হতে পারে আবার বাকিতেও হতে পারে। ব্যাংকিং মুরাবাহাতে সাধারণত পণ্যের মূল্য ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট সময় বা বাকিতে পরিশোধের শর্ত করা হয়।

৩.১.৪ ইসলামী ব্যাংকে অনুশীলিত মুরাবাহা

ইসলামী ব্যাংকে সাধারণ মুরাবাহার পরিবর্তে মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরা বা ক্রয়ের আদেশদাতার নিকট লাভে বিক্রয় পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়।

এ পদ্ধতিতে দুটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সংঘটিত হয়। প্রথমটি ব্যাংক ও সরবরাহকারীর মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের মধ্যে। ব্যাংক প্রথমে নগদ মূল্যে সরবরাহকারী বা উৎপাদকের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে। এটি নগদে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সাধারণ ক্রয় (বাই মুতলাক)। এরপর ব্যাংক ক্রয়কৃত পণ্যটি নির্ধারিত সময়ে বাকিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করে। এ দুটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতেই শরী'আহ্‌র সব নিয়ম-কানুন পরিপালন করা জরুরি।

৩.১.৫ মুরাবাহা শুদ্ধ হওয়ার বিশেষ শর্তাবলি

মুরাবাহা পদ্ধতির সাধারণ ও বিশেষ শর্তাবলির মধ্যে রয়েছে:

ক) পণ্যটির ব্যয়-ব্যবহার শরী'আহ্‌সম্মত হতে হবে।

খ) লাভের পরিমাণ ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

গ) সুদের আশঙ্কা থাকায় মুরাবাহাতে সমজাতীয় জিনিস মূল্য হিসেবে ধার্য করা যাবে না।

ঘ) একই জাতীয় মুদ্রা বাই মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা যাবে না। কেননা, একই জাতীয় বস্তু বিক্রির শর্ত হলো সমান সমান ও নগদ হওয়া। অথচ বাই মুরাবাহা হলো ক্রয়মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে বিক্রি করা।

ঙ) প্রথম ক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হতে হবে। প্রথম ক্রয় চুক্তি ফাসিদ (অশুদ্ধ) হলে দ্বিতীয় চুক্তি অর্থাৎ মুরাবাহায় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

চ) মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয়কৃত পণ্য বিদ্যমান থাকতে হবে যাতে ক্রেতা পণ্য সম্পর্কে জানতে বা তা দেখতে পারেন। এক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য পণ্যের ক্রয়মূল্য ও লাভের অংশ জানা জরুরি।

৩.১.৬ বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সম্পর্কিত বিষয়

ক) ব্যাংকিং মুরাবাহাতে তিনটি পক্ষ থাকা প্রয়োজন। ক. ব্যাংক (অর্থায়নকারী ও প্রথম ক্রেতা) খ. বিক্রেতা (যার নিকট থেকে প্রথমবার মাল ক্রয় করা হয়েছে) এবং গ. ক্রেতা (বিনিয়োগ গ্রাহক)।

খ) বাই মুরাবাহা হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত একটি কেনাবেচার চুক্তি, যেখানে ক্রেতা হচ্ছে বিনিয়োগ গ্রাহক এবং বিক্রেতা হচ্ছে ব্যাংক।

গ) বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংক প্রথমে আগ্রহী গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্যের আদেশ নেয়। এরপর গ্রাহকের আদেশমতো ব্যাংক বাজার থেকে পণ্য কেনার পর ক্রয়মূল্যের ওপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে তা গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে।

ঘ) বিক্রির সময় মুরাবাহা পণ্যের ক্রয়মূল্য অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

ঙ) বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে পণ্যের ওপর ধার্যকৃত লাভ মূল্যের ওপর শতকরা হারে হতে পারে কিংবা নির্ধারিত পরিমাণেও হতে পারে।

চ) মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদনের সময় সংশ্লিষ্ট পণ্য বিদ্যমান থাকতে হয়।

ছ) বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পণ্যের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংককেই বহন করতে হয়।

জ) ইসলামী শরী'আহ্ ও দেশীয় আইন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাহক বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারবেন। সুতরাং শরী'আহ্র দৃষ্টিতে হারাম কিংবা দেশীয় আইনে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ এমন কোনো পণ্যের জন্য বিনিয়োগ গ্রহণ কিংবা প্রদান বৈধ নয়।

ঝ) বিনিয়োগ গ্রাহক ও সরবরাহকারী একই ব্যক্তি হওয়া বৈধ নয়। কেননা, তা বাই'উল 'ঈনা (buy back) বলে গণ্য।

ঞ) ব্যাংক গ্রাহককে ক্রয়প্রতিনিধি নিয়োগ করার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে সরবরাহকারীকে সরাসরি মূল্য পরিশোধ করবে।

ট) বাই মুরাবাহার ক্ষেত্রে ক্রয়সংক্রান্ত দলিলাদি যেমন ক্যাশ মেমো/বিল/চালান ইত্যাদি ব্যাংকের নামে হতে হবে। কোথাও বাস্তব সমস্যা থাকলে ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

ঠ) বিশেষ ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ব্যাংকের পক্ষে পণ্য ক্রয় করার জন্য বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যেতে পারে।

ড) ক্রয়প্রতিনিধি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাংক সরাসরি সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করবে এবং পণ্যের দাম, ধরন, পরিমাণ ইত্যাদি চূড়ান্ত করে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে ক্রয় সম্পন্ন করবে।

ঢ) চুক্তিতে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিনিয়োগ গ্রাহক পণ্যের মূল্য বা ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করে দিলে তাকে ইব্রা (ছাড়/rebate) প্রদান করা যাবে।

ণ) সামর্থ্যবান বিনিয়োগ গ্রাহকগণ নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য খেলাপি/মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে। তবে ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়কৃত অর্থ শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যয় করতে হবে।

ত) এলসি-র ক্ষেত্রে জাহাজীকরণ ডকুমেন্ট পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করবে। অর্থাৎ ডকুমেন্ট গ্রহণ করার মাধ্যমে পণ্য গ্রহণ করা গণ্য হবে।

৩.১.৭ বাই মুরাবাহা অনুশীলনের ধারাবাহিকতা

৩.১.৭.১ কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে করণীয়

ক) গ্রাহক প্রথমে তার প্রার্থিত পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যাংক বরাবর আবেদন করবেন।

খ) গ্রাহক ব্যাংককে এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করবেন যে, ব্যাংক কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের পর গ্রাহক তা কিনে নিবেন।

গ) অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে পণ্য ক্রয়ের পর গ্রাহক তা ব্যাংক থেকে কিনে না নেয়ার কারণে ব্যাংক কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে গ্রাহক তার দায়-দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য থাকবেন।

৩.১.৭.২ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয়

ক) অঙ্গীকারনামা বা ওয়াদা চুক্তির আলোকে গ্রাহকের অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয় করবে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো ব্যাংক সরাসরি সরবরাহকারীর কাছ থেকে নিজেই পণ্য ক্রয় করবে।

খ) ব্যাংক সরাসরি কিংবা পত্র আদান-প্রদান করে অথবা প্রচলিত যে কোনো আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেও সরবরাহকারীর সাথে ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব প্রদান ও গ্রহণ) সম্পাদনপূর্বক পণ্য ক্রয় করতে পারবে।

৩.১.৭.৩ প্রতিনিধির মাধ্যমে পণ্য ক্রয়

ক) ব্যাংক সরাসরি গ্রাহকের আদেশকৃত কাঙ্ক্ষিত পণ্য সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করতে অপারগ হলে বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যতীত তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে।

খ) তবে একান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহককে সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যেতে পারে। ক্রয় প্রতিনিধি কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি ব্যাংকের পক্ষে ক্রয় করবেন।

গ) ব্যাংক ক্রয় প্রতিনিধির নিকট থেকে পণ্য বুঝে নেয়ার পর তার কাছে বিক্রি করতে পারবে।

৩.১.৭.৪ পণ্যের ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল লাভ

ক) বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রির পূর্বে ব্যাংকের জন্য উক্ত পণ্যের ওপর মালিকানা এবং প্রত্যক্ষ (physical) বা পরোক্ষ (constructive) দখল (possession) অর্জন করা বাধ্যতামূলক।

খ) সাধারণত ব্যাংক নিজের কোনো কর্মকর্তা কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে পণ্যের ওপর দখল লাভ করবে।

গ) পণ্যের ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই কেবল মুরাবাহা পদ্ধতিতে তা গ্রাহকের কাছে বিক্রি করা যাবে।

ঘ) ব্যাংক কোনো পরিবহণ কোম্পানিকে পণ্য বুঝে নেয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে এবং কোম্পানি সেভাবে তা বুঝে নিলে ব্যাংক তা বিক্রি করতে পারবে।

ঙ) পণ্য বিক্রেতা ব্যাংকের অনুমতিক্রমে পণ্য পরিবহণে উঠিয়ে দিলে কিংবা চিহ্নিত/আলাদা করে দিলে অথবা বিক্রেতার দখলমুক্ত করে ক্রেতার ব্যবহার করার বা বুঝে নেয়ার উপযুক্ত হলেই পণ্য ব্যাংকের দখলে এসেছে বলে গণ্য হবে।

চ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে জাহাজীকরণ দলিল (bill of lading) গ্রহণের দ্বারা পরোক্ষ মালিকানা অর্জিত হয়। অনুরূপভাবে গুদাম কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত গুদামজাতকরণের সার্টিফিকেট প্রাপ্তির মাধ্যমেও মালিকানা অর্জিত হবে।

৩.১.৭.৫ ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের মাঝে মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদন

ক) ব্যাংক সরবরাহকারী বা উৎপাদনকারী থেকে পণ্য কিনে তার ওপর মালিকানা ও দখল লাভের পর গ্রাহকের সাথে কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদন করবে।

খ) শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে কেনাবেচা চুক্তি মৌখিক ইজাব-কবুল (প্রস্তাব প্রদান ও গ্রহণ)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু ব্যাংক একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় চুক্তি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ) পণ্য ক্রয়সংক্রান্ত যেসব খরচ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সাধারণ খরচ হিসেবে বিবেচিত যেমন, পরিবহণ খরচ, গোডাউন খরচ, এলসি ফি, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম ইত্যাদি চুক্তিতে উল্লেখ না করা হলেও তা বিক্রয়মূল্যের সাথে যুক্ত করা যাবে।

ঘ) মুরাবাহা বিনিয়োগ চুক্তিপত্রে পণ্যের ক্রয়মূল্য ও মুনাফার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং তা ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জানা থাকতে হবে। কোনো অবস্থায়ই পণ্যের বিক্রয় মূল্য ও মুনাফা নির্ধারণের বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া যাবে না।

ঙ) ব্যাংক ও গ্রাহক এই মর্মে সম্মত হতে পারে যে, মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রীত পণ্যের মূল্য স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। এ অবস্থায় পণ্যের বিক্রয়মূল্য গ্রাহকের জিম্মায় ঋণ বা দায় হিসেবে গণ্য হবে এবং নির্ধারিত সময়ে তা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হবে।

চ) মুরাবাহা চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণীয় কিংবা শুধু স্বাক্ষর নিয়ে (blank & undated) রাখা যাবে না।

ছ) মুরাবাহা চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, মুনাফা ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হবে।

৩.১.৭.৬ মুনাফা নির্ধারণ ও আদায়ের শর'ঈ নীতিমালা

ক) গ্রাহকের নিকট পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য, আনুষঙ্গিক খরচ, আমদানি খরচ ও মুনাফার পরিমাণ প্রকাশ করতে হবে। পণ্য সংগ্রহে প্রকৃত ব্যয়ই ক্রয়মূল্য হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এই ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতেই (ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মুনাফা যুক্ত করে) বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক চুক্তিপত্র সম্পাদিত হবে।

খ) চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে পণ্যের ক্রয়মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক খরচ পণ্যের বিক্রয়মূল্য হিসেবে আদায় করা যাবে।

গ) মুরাবাহা পণ্য যখন যার মালিকানায় থাকবে, নিরাপত্তা ও সংরক্ষণজনিত আনুষঙ্গিক খরচও তাকে বহন করতে হবে।

ঘ) গ্রাহকের অনুরোধে পণ্য ক্রয়ের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক তা ব্যাংকের নিকট হতে কিনে নিতে অপারগ হলে চুক্তিতে উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক বিলম্বজনিত আনুষঙ্গিক খরচ আদায় করতে পারে।

ঙ) মুরাবাহা পদ্ধতির বিনিয়োগে পণ্যের ওপর শুধু একবারই মুনাফা ধার্য করা যাবে।

৩.১.৭.৭ ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ গ্রাহককে পণ্য বুঝিয়ে দেয়া

ক) ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদন করে ব্যাংক গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট পণ্য বুঝিয়ে দিবে ও গ্রাহক তা বুঝে নিবে।

খ) বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রি ও হস্তান্তরের পর ব্যাংক তার কাছে মূল্য ও লাভ বাবদ অর্থের পাওনাদার হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের হিসাবে গ্রাহকের নামে বিনিয়োগ দায় সৃষ্টি হবে।

৩.১.৭.৮ বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধ

ক) মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংক চুক্তি অনুযায়ী লাভসহ মূল্য পরিশোধের জন্য গ্রাহককে নির্দিষ্ট সময় প্রদান করবে।

খ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাহক পণ্যের মূল্য বা দায় পরিশোধে বাধ্য। কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের কথা চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে গ্রাহক সে অনুসারে মূল্য পরিশোধ করবেন। কিস্তি ঠিকমত না দিলে গ্রাহক চুক্তি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হবেন।

গ) নির্ধারিত সময়ে গ্রাহক পণ্যের মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ঘ) গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করলে ব্যাংক তাকে পুরস্কৃত করার জন্য রেয়াত (rebate) দিতে পারে। তবে রেয়াত দেয়া শরী'আহ্র দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক নয়। তাড়াতাড়ি পাওনা পরিশোধকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক এ ধরনের রেয়াত দিতে পারবে।

ঙ) সামর্থ্যবান বিনিয়োগ গ্রাহকগণ নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য খেলাপী/মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে। তবে ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়কৃত অর্থ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত খাতে ব্যয়-ব্যবহার করতে হবে।

৩.১.৮ মুরাবাহা ইমপোর্ট বিল (Murabaha Import Bill) বিনিয়োগ

ক) এলসির শর্তানুযায়ী পণ্যসামগ্রীর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ব্যাংকের নিকট পৌঁছলে ব্যাংক এমআইবি (মুরাবাহা ইমপোর্ট বিল) পদ্ধতিতে গ্রাহককে বিনিয়োগ দিতে পারে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক পণ্য পৌঁছার পূর্বেই বিলের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করে থাকে।

খ) এমআইবি (Murabaha Import Bill-MIB) ও এমপিআই (Murabaha Post Import-MPI) আলাদা দুটি প্রক্রিয়া হলেও মুরাবাহা পদ্ধতিতে তা একই ধরনের বিনিয়োগ। তাই এক্ষেত্রে সিঙ্গেল ডিল (single deal) হতে হবে। অর্থাৎ বিনিয়োগটিতে শুধু একবারই মুনাফা ধার্য করা যাবে।

গ) বিনিয়োগের ওপর ধার্যকৃত মুনাফা থেকে এমআইবি সময়ের মুনাফা আদায় করা যেতে পারে এবং ধার্যকৃত অবশিষ্ট মুনাফা এমপিআইতে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

৩.১.৯ মুরাবাহা পোস্ট-ইমপোর্ট (Murabaha Post Import-MPI) বিনিয়োগ

পণ্য শিপমেন্ট হওয়ার পর বিক্রেতা/সরবরাহকারীকে পণ্যের মূল্য পরিশোধ এবং কাস্টমস ডিউটি, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচসহ পণ্যের চালান মূল্য পরিশোধ করার জন্য 'সিঙ্গেল ডিল কনসেপ্ট'-এর ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের আবেদন সাপেক্ষে তাকে বাই মুরাবাহা বিনিয়োগের সুবিধা দিতে পারে। এলসি, বিলস ও মুরাবাহা (MPI) -পোস্ট ইমপোর্ট পর্যায়ের এ তিনটি লেনদেনকে একটি লেনদেন বিবেচনা করে একই ডিলের আওতায় বিনিয়োগ দেয়াকে 'সিঙ্গেল ডিল কনসেপ্ট' বলা হয়। এ ডিলের আওতায় মুরাবাহা ইমপোর্ট (এলসি), মুরাবাহা ইমপোর্ট বিলস (এমআইবি) এবং মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট (এমপিআই)-এ একবারই মাত্র মুনাফা ধার্য করা যায়।

৩.১.১০ এমপিআই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে করণীয়

ক) এলসি খোলার সময়ই গ্রাহক ব্যাংক থেকে মুরাবাহা পদ্ধতিতে পণ্য কিনে নেয়ার অঙ্গীকার করবেন।

খ) এলসিকৃত পণ্যসামগ্রী বা তার ডকুমেন্ট ব্যাংকের কাছে পৌঁছলে ব্যাংক এমপিআই (মুরাবাহা পোস্ট-ইমপোর্ট) বিল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ দিতে পারবে।

গ) চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, পরিবহণের ধরন ও স্থান, মুনাফা ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।

ঘ) চুক্তিপত্রে পণ্যের কাস্টমস্ ডিউটি, ট্যাক্স ও ভ্যাট বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক প্রদানের কথা উল্লেখ থাকলে তা মূল বিনিয়োগের সাথে যোগ করা যাবে।

ঙ) চুক্তিপত্রে পণ্যের পরিবহণ, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদির খরচ কে বহন করবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩.২ বাই মুয়াজ্জাল

আরবি بَيْعٌ (বাই) ও أَجَلٌ (আজল) শব্দ থেকে 'বাই মুয়াজ্জাল' পরিভাষাটি উদ্ভূত হয়েছে। বাই শব্দের অর্থ কেনাবেচা আর আজল শব্দের অর্থ নির্ধারিত সময়, অবকাশ, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, বাকি, নগদের বিপরীত ইত্যাদি।

পরিভাষায় বাই মুয়াজ্জাল হল এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে হস্তান্তর করা হয় এবং মূল্য বাকিতে (বিলম্বে) পরিশোধ করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক পণ্য কেনাবেচার মাধ্যমে গ্রাহককে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে বাই মুরাবাহার পাশাপাশি বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিও অনুসরণ করে। বাই মুরাবাহাতে যেমন ক্রেতার নির্দেশের ভিত্তিতে ব্যাংক পণ্য ক্রয়ের পর উক্ত ক্রেতার কাছে লাভে বিক্রয় করে, তেমনি বাই মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রেও ক্রেতার ক্রয়ের আবেদনের ভিত্তিতে ব্যাংক অন্য স্থান থেকে পণ্য ক্রয়ের পর তা উক্ত গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রি করে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয়পূর্বক গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের শর্তে বাকিতে বিক্রি করে।

৩.২.১ বাই মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার দলিল

আল্লাহ তা'আলার বাণী

বাই মুয়াজ্জাল ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত একটি কেনাবেচা পদ্ধতি। কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলা বাই বা কেনাবেচাকে হালাল ঘোষণা করে বলেছেন-

'আর আল্লাহ কেনাবেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৫.ক)

সুন্নাহ্র বিধান

বাই মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার পক্ষে হাদীসে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদির নিকট থেকে বাকিতে খাদ্য কিনেছিলেন এবং তার কাছে তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৫.খ)

৩.২.২ ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত বাই মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য

ক) ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত বাই মুরাবাহার মতো বাই মুয়াজ্জালেও তিনটি পক্ষ থাকে-

- ব্যাংক বা অর্থায়নকারী
- বিক্রেতা বা পণ্য সরবরাহকারী
- ক্রেতা বা বিনিয়োগ গ্রাহক

খ) বাই মুরাবাহার মত বাই মুয়াজ্জালেও পণ্যের মূল্য বাকিতে পরিশোধ করা হয়।

গ) ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধে সরবরাহকারী থেকে পণ্য কিনে তা গ্রাহকের কাছে লাভের ভিত্তিতে বাকিতে বিক্রি করে।

ঘ) ব্যাংক পণ্য কিনে তাতে মালিকানা ও ক্ববদ (দখল) নিশ্চিত করার পর চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মতমূল্যে পণ্য সরবরাহ করে।

ঙ) চুক্তিতে পণ্যের ধরন, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

চ) ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্যের ক্রয়মূল্য প্রকাশ করতে বাধ্য নয়।

ছ) ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয়।

৩.২.৩ বাই মুয়াজ্জাল ও বাই মুরাবাহার মৌলিক পার্থক্য

মুরাবাহা চুক্তিতে পণ্যের ক্রয়মূল্য, মুনাফা আলাদাভাবে উল্লেখ করা অপরিহার্য কিন্তু বাই মুয়াজ্জাল চুক্তির বেলায় এসব তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক নয়। শুধু বিক্রয়মূল্য ঘোষণা করলেই চলে।

৩.২.৪ বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতির কয়েকটি সাধারণ শর্ত

ক) গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রির আগেই সংশ্লিষ্ট পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় ও দখলে থাকতে হবে। শরী'আহ্‌র বিধান অনুসারে যা নিজের মালিকানায় নেই তা বিক্রি করা যায় না।

খ) পণ্য ক্রয়ের পর থেকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পণ্যের হারিয়ে যাওয়া, চুরি বা নষ্ট হওয়া ইত্যাদি যে কোনো ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত্ব বিক্রেতা বহন করবে।

গ) বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতির বিনিয়োগে পণ্যের ওপর শুধু একবারই মুনাফা ধার্য করা যাবে। মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের ওপর পুনরায় মুনাফা ধার্য করা যাবে না।

৩.২.৫ বাই মুয়াজ্জাল অনুশীলনের ধারাবাহিকতা

৩.২.৫.১ কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে করণীয়

ক) বাই মুরাবাহার মতো বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতেও বিনিয়োগ গ্রাহক প্রথমে তার প্রার্থিত পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যাংক বরাবর আবেদন করবেন।

খ) গ্রাহক ব্যাংককে এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করবেন যে, ব্যাংক কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের পর গ্রাহক তা কিনে নিবেন।

গ) অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে পণ্য ক্রয়ের পর গ্রাহক তা ব্যাংক থেকে কিনে না নেয়ার কারণে ব্যাংক কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে গ্রাহক তার দায়-দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য থাকবেন।

৩.২.৫.২ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয়

ক) গ্রাহকের অঙ্গীকার বা ওয়াদার আলোকে গ্রাহকের অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয় করবে।

খ) ব্যাংক সরাসরি কিংবা পত্র আদান-প্রদান করে অথবা প্রচলিত যে কোনো আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেও সরবরাহকারীর সাথে ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব প্রদান ও গ্রহণ) সম্পাদন পূর্বক পণ্য ক্রয় করতে পারবে।

গ) অপারগতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহককে সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যেতে পারে। ক্রয় প্রতিনিধিও কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি ব্যাংকের পক্ষে ক্রয় করবেন।

ঘ) ব্যাংক ক্রয় প্রতিনিধির নিকট থেকে পণ্যের ওপর প্রত্যক্ষ (physical) অথবা পরোক্ষ (constructive) দখল অর্জন করে তা গ্রাহকের কাছে বিক্রি করতে পারবে।

৩.২.৫.৩ পণ্যের ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল লাভ

ক) বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রির পূর্বে ব্যাংকের জন্য উক্ত পণ্যের ওপর মালিকানা এবং প্রত্যক্ষ (physical) বা পরোক্ষ (constructive) দখল অর্জন করা বাধ্যতামূলক।

খ) সাধারণত ব্যাংক নিজের কোনো কর্মকর্তা কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে পণ্যের ওপর দখল লাভ করবে।

গ) পণ্যের ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে তা গ্রাহকের কাছে বিক্রি করা যাবে।

ঘ) ব্যাংক কোনো পরিবহণ কোম্পানিকে পণ্য বুঝে নেয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে এবং কোম্পানি সেভাবে তা বুঝে নিলে ব্যাংক তা বিক্রি করতে পারবে।

ঙ) পণ্য বিক্রেতা ব্যাংকের অনুমতিক্রমে পণ্য পরিবহণে উঠিয়ে দিলে কিংবা চিহ্নিত/আলাদা করে দিলে অথবা বিক্রেতার দখলমুক্ত করে ক্রেতার ব্যবহার করার বা বুঝে নেয়ার উপযুক্ত হলেই পণ্য ব্যাংকের দখলে এসেছে বলে গণ্য হবে।

চ) ব্যাংক সরবরাহকারীর কাছ থেকে ডকুমেন্টস গ্রহণ করবে যাতে ক্রয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

৩.২.৫.৪ ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের মাঝে বাই মুয়াজ্জাল চুক্তি সম্পাদন

ক) ব্যাংক সরবরাহকারী বা উৎপাদনকারী থেকে পণ্য কিনে তার ওপর মালিকানা ও দখল লাভের পর গ্রাহকের সাথে কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদন করবে। চুক্তিতে পণ্যের পরিমাণ, ক্রয়মূল্য, লাভের পরিমাণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করবে।

খ) শরী'আহ্র দৃষ্টিতে কেনাবেচা চুক্তি মৌখিক ইজাব-কবুল (প্রস্তাব প্রদান ও গ্রহণ)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু ব্যাংক একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় চুক্তি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ) বাই মুয়াজ্জাল চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণীয় কিংবা শুধু স্বাক্ষর নিয়ে (blank & undated) রাখা যাবে না।

ঘ) চুক্তিপত্রে পণ্যের ক্রয়মূল্য উল্লেখ করা জরুরি নয়।

ঙ) ব্যাংক ও গ্রাহক এই মর্মে সম্মত হতে পারে যে, বাই মুয়াজ্জাল ভিত্তিতে বিক্রিত পণ্যের মূল্য স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। এ অবস্থায় পণ্যের বিক্রয়মূল্য গ্রাহকের জিম্মায় ঋণ হিসেবে গণ্য হবে এবং নির্ধারিত সময়ে তা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হবে।

চ) বাই মুয়াজ্জাল চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, মুনাফা ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হবে।

৩.২.৫.৫ ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ গ্রাহককে পণ্য বুঝিয়ে দেয়া

ক) ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ব্যাংক গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট পণ্য বুঝিয়ে দেবে।

খ) বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রি ও হস্তান্তরের পর ব্যাংক তার কাছে বিক্রয়মূল্যের পাওনাদার হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের নামে বিনিয়োগ দায় সৃষ্টি হবে।

৩.২.৫.৬ বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধ

ক) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাহক পণ্যের মূল্য পরিশোধে বাধ্য। কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের কথা চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে গ্রাহক সে অনুসারে মূল্য পরিশোধ করবেন। কিস্তি ঠিকমত না দিলে গ্রাহক চুক্তি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হবেন।

খ) গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করলে ব্যাংক তাকে পুরস্কৃত করার জন্য রেয়াত (rebate) দিতে পারে। তবে রেয়াত দেয়া শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক নয়। তাড়াতাড়ি পাওনা পরিশোধকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক এ ধরনের রেয়াত দিতে পারবে।

গ) নির্ধারিত সময়ে গ্রাহক পণ্যের মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ঘ) সামর্থ্যবান বিনিয়োগ গ্রাহকগণ নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য খেলাপী/মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে। তবে ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়কৃত অর্থ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত খাতে ব্যয়-ব্যবহার করতে হবে।

৩.২.৫.৭ বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ

বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক সরবরাহকারী থেকে পণ্য কিনে তা বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার কারণে ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সরবরাহকারী থেকে সরাসরি পণ্য কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ব্যাংক নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে পণ্য ক্রয় করতে পারে-

ক) ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে কেনার সময় পণ্যের গুণগতমান, বাজারমূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা জরুরি। এ ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক থেকে ব্যাংক কর্মকর্তার চেয়ে বিনিয়োগ গ্রাহকই বেশি পারদর্শী হয়ে থাকেন। কাজেই ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্য ক্রয় করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

খ) অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পণ্য বিভিন্ন সরবরাহকারী, বাজার বা এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে দর কষাকষির মাধ্যমে কিনতে হয়, যা ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

গ) অনেক বিক্রেতা নগদ টাকা ছাড়া ডিমান্ড ড্রাফ্ট, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করতে চান না। তাই ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে নগদ টাকা নিয়ে বিভিন্ন বাজার বা এলাকা থেকে পণ্য ক্রয় করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

ঘ) অনেক সময় একাধিক ছোট ছোট পণ্য বিভিন্ন দোকান থেকে নগদ টাকায় কিনতে হয়, যা ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৩.২.৫.৮ বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের শর্তাবলি

ক) প্রথমে গ্রাহক ক্রয় প্রতিনিধিরূপে সংশ্লিষ্ট পণ্য ক্রয় করে ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করবেন। অতঃপর ইজাব ও কবুল (বাই মুরাবাহা/বাই মুয়াজ্জাল চুক্তিপত্র পূরণ)-এর মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত দামে নিজের জন্য তা ক্রয় করে নিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহকের দুটি বৈশিষ্ট্যের একটিকে অন্যটি হতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক রাখা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ তিনি কখনো একজন গ্রাহক এবং কখনো একজন প্রতিনিধি। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি প্রতিনিধিরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর প্রতিনিধিত্বের বিধান বলবৎ থাকবে। অতঃপর যখন তিনি ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পণ্য ব্যাংক থেকে ক্রয় করে নিবেন তখন থেকে উক্ত পণ্যের মালিকানা ও ঝুঁকি গ্রাহককেই বহন করতে হবে।

খ) শাখার আওতা বহির্ভূত স্থান এবং স্থানীয় বিক্রেতা হতে খুচরা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই শুধু গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহক বা প্রতিনিধির ক্রয়কৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট শাখার একজন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে নির্ধারিত সময়েই পণ্য ক্রয় করতে হবে। কোনোভাবেই তা দীর্ঘ দিন গ্রাহকের হিসাবে ফেলে রাখা যাবে না। কিংবা তা দিয়ে গ্রাহকের অন্য বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয় করা যাবে না।

ঘ) স্থানীয় একজন সরবরাহকারী, যার নিকট থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় করা সম্ভব তার থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে না।

৩.২.৫.৯ বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগে করণীয়

ক) গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ মঞ্জুরি ও গ্রাহক কর্তৃক উক্ত মঞ্জুরিপত্রে স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদিত হতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট থেকে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য ক্রয়ের জন্য আবেদনপত্র নিতে হবে।

খ) গ্রাহকের কাছ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য ক্রয়ের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর গ্রাহককে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য ক্রয়ের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান পূর্বক নিয়োগপত্র দিতে হবে।

গ) পণ্য ক্রয়ের জন্য গ্রাহকের বিনিয়োগ হিসাব বিকলন (debit) করে বিনিয়োগের অর্থ সরবরাহকারীর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে। অথবা তার অনুকূলে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার, ডিমান্ড ড্রাফট্ ইত্যাদি ইস্যু করবে, যা প্রতিনিধির নিকট যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকারের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যাবে। প্রয়োজনে পণ্যের ক্রয়মূল্য ব্যাংকের নিকট রক্ষিত প্রতিনিধির হিসাবে আকলন (credit) করা যেতে পারে অথবা যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকারপূর্বক প্রতিনিধিকে নগদ অর্থও প্রদান করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে শাখা ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ঘ) ক্রয় প্রতিনিধি পণ্য ক্রয়ের পর ব্যাংককে পণ্যের দখল বুঝিয়ে দিবে। ব্যাংক যথারীতি তা বুঝে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তা গ্রাহককে বুঝিয়ে দিবে ও তার কাছে হস্তান্তর করবে।

ঙ) ক্রয় প্রতিনিধি কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের পর শাখা কর্তৃক তা বাস্তবে পরিদর্শন করে একটি পরিদর্শন রিপোর্ট ডিল-ডকুমেন্টের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) পণ্য ক্রয়ের পরই কেবল শাখা কর্তৃক তা পরিদর্শন করতে হবে। পণ্য পরিদর্শন রিপোর্ট যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। কোনোভাবেই তা স্বাক্ষর ও তারিখবিহীন রাখা যাবে না।

ছ) বিনিয়োগ গ্রাহকের সাথে একান্ত আলোচনার মাধ্যমে পণ্যের অস্তিত্ব ও সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েই বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে।

জ) ক্রয় প্রতিনিধিকে তার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

ঝ) যে গ্রাহক ক্রয় প্রতিনিধি সংক্রান্ত নীতিমালা লঙ্ঘন করে তাকে পুনরায় ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে শাখাকে আরো সতর্ক হতে হবে।

ঞ) ক্রয় প্রতিনিধির হিসাব থেকে বিনিয়োগের অর্থ এমন কোনো হিসাবে স্থানান্তর/প্রদান করা যাবে না যার নিকট থেকে পণ্য ক্রয়ের রেকর্ড নেই। সঙ্গত কারণে এরূপ করতে হলে উক্ত হিসাবে মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে সরবরাহকারীর পক্ষ থেকে লিখিত অনুরোধের রেকর্ড রাখতে হবে।

ট) বিভিন্ন সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হলেও যদি স্থানীয় একজন সরবরাহকারী থেকে সকল পণ্য পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ক্রয় প্রতিনিধি বিষয়টি শাখাকে অবহিত করবে এবং সম্ভব হলে শাখা উক্ত সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করে পণ্য ক্রয় করে তা গ্রাহককে বুঝিয়ে দিবে।

৩.৩ বাই সালাম

আরবিতে 'বাই' অর্থ কেনাবেচা আর 'সালাম' অর্থ অগ্রিম। অতএব, বাই সালাম অর্থ হচ্ছে অগ্রিম কেনাবেচা। বাই সালাম এমন একটি কেনাবেচার চুক্তি যেখানে ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ করার শর্তে ব্যাংক গ্রাহককে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য আগাম পরিশোধ করে। চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বলে একে বাই সালাম বলা হয়।

বাই সালাম পদ্ধতিতে ব্যাংক বিনিয়োগের অর্থ সরাসরি গ্রাহককে প্রদান করে। এটা অনেকটা বাই মুয়াজ্জালের বিপরীত। বাই মুয়াজ্জালে বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রি করে তাকে বাকিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু বাই সালামে পণ্যের মূল্য বিনিয়োগ গ্রাহককে অগ্রিম প্রদান করা হয় এবং তার নিকট থেকে পণ্য নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে গ্রহণ করা হয়। বাই মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহক পণ্যের ক্রেতা আর ব্যাংক হয় বিক্রেতা, কিন্তু বাই সালামে বিনিয়োগ গ্রাহক বিক্রেতা এবং ব্যাংক ক্রেতা।

ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করে তা অন্যত্র অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যে বিক্রি করে থাকে। এ বেশিটাই ব্যাংকের মুনাফা।

৩.৩.১ বাই সালাম বৈধ হওয়ার দলিল

আল্লাহ তা'আলার বাণী

বাই সালাম একটি শরী'আহ্সম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি। কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা এর বৈধতা স্বীকৃত। আল কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

'আল্লাহ্ তা'আলা কেনাবেচাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৬.ক)।

বাই সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে আরো একটি দলিল হলো:

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদে কোনো ঋণের লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখ।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৬.খ)।

উল্লিখিত আয়াত প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন-

'আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সালাফ (বাই সালাম) নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানকৃত একটি চুক্তি। একে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত 'হে মুমিনগণ। যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৬.গ) তিলাওয়াত করেন।' ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেছেন, 'এই আয়াত বিশেষভাবে বাই সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।' (ইবন কাসির)

সুন্নাহর বিধান

বাই সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস রয়েছে-

'ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করলে লোকেরা এক বছর ও দুই বছরের জন্য সালাফ (বাই সালাম) করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খেজুরের ক্ষেত্রে কেউ সালাফ করলে সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ ও নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের মধ্যে করে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, কোনো বস্তুতে কেউ সালাফ করলে সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ, ওজন ও নির্দিষ্ট মেয়াদে করে।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৬.ঘ)।

৩.৩.২ ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত বাই সালামের বৈশিষ্ট্য

ক) বাই সালাম এমন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি যেখানে কেনাবেচার চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যটি বিদ্যমান না থাকলেও চলে তবে তা সময়মত সরবরাহযোগ্য হওয়া জরুরি।

খ) বাই সালাম পদ্ধতিতে ব্যাংক সাধারণত কৃষি ও শিল্পপণ্য অগ্রিম ক্রয় করে।

গ) বাই সালাম পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে ক্রেতা এবং বিনিয়োগ গ্রাহক হচ্ছেন বিক্রেতা।

ঘ) এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহককে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রীম প্রদান করে।

ঙ) চুক্তির সময় ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যের দাম ঠিক করা হয়।

চ) চুক্তিতে পণ্যের ধরন, শ্রেণি, পরিমাণ, সরবরাহের সময় ও স্থান উল্লেখ করতে হবে।

ছ) চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ করবেন।

জ) বিনিয়োগ গ্রাহক পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে অগ্রিম গৃহীত মূল্য ফেরৎ দেবেন।

ঝ) ব্যাংক ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট সময়ে বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নেয়ার বিপরীতে তা সমান্তরাল সালাম (Parallel Salam) বা তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে বাই সালাম পদ্ধতিতে অগ্রিম বিক্রি করতে পারে।

৩.৩.৩ বাই সালামের শর্তাবলি

বাই সালাম শরী'আহ্‌সম্মত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো নিম্নরূপ-

৩.৩.৩.১ পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

ক) বাই সালামের পণ্যটি সরবরাহকালে সহজলভ্য হওয়া। অর্থাৎ যে পণ্য অগ্রিম ক্রয়ের জন্য বাই সালাম করা হবে সেটি সরবরাহের সময়ে সহজলভ্য হতে হবে।

খ) পণ্যকে বিক্রেতার দায় হিসেবে গণ্য করা। যে পণ্য সরবরাহের চুক্তি হয়েছে কেবল সেটা সরবরাহ করাই তার দায়িত্ব।

গ) পণ্য সরবরাহ ও উৎপাদনের জন্য কোন কারখানা ও খামার ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা যাবে না।

ঘ) পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে। কারণ পণ্যের পরিমাণ সম্পর্কে অস্পষ্টতা পরবর্তীতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিবাদের কারণ হতে পারে।

ঙ) পণ্য সরবরাহের সময় সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

চ) চুক্তিতে পণ্যের নাম, ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ ইত্যাদির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। চুক্তিতে এগুলোর উল্লেখ না থাকলে পরবর্তীকালে বিবাদ হতে পারে।

ছ) পণ্য সরবরাহের স্থান নির্দিষ্ট হতে হবে। উভয়পক্ষ যদি পণ্য সরবরাহের স্থান সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকেন তাহলে চুক্তির স্থানটিই সরবরাহের স্থান বলে গণ্য হবে। তবে তাতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে উরফ বা প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে সরবরাহের স্থানটি নির্ণীত হবে এবং সেখানেই বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করবেন।

৩.৩.৩.২ মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

ক) বাই সালামে পণ্যের মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জানা থাকতে হবে; যাতে অস্পষ্টতা দূর হয় এবং বিবাদের আশঙ্কা হতে মুক্ত থাকা যায়। মূল্য নগদ হওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রার ধরন, পরিমাণ ও পরিশোধের পন্থা, উপায়/ধরনও উল্লেখ থাকতে হবে। আর মূল্য পণ্য হলে তার প্রকৃতি, শ্রেণি, বিবরণ ও পরিমাণের উল্লেখ থাকতে হবে।

খ) বাই সালাম চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করা না হলে সালাম চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা অধিকাংশ ফকিহ্‌র মত। অবশ্য ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি মূল্য পরিশোধে তিন দিন পর্যন্ত বিলম্ব করাকে বৈধ বলেছেন। তার মতে চুক্তির তিন দিনের মধ্যে মূল্য প্রদান করলে বাই সালাম শুদ্ধ হবে।

৩.৩.৩.৩ অন্যান্য শর্ত

ক) বাই সালাম চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে। এর কার্যকারিতাকে কোনো শর্তের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। ভবিষ্যতের তারিখ থেকে কার্যকারিতা দিয়ে বাই সালাম করা যাবে না।

খ) পণ্য উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী তথা বিনিয়োগ গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে উক্ত পণ্য অন্য কারো কাছে বিক্রির জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করা যাবে।

৩.৩.৪ বাই সালামের কয়েকটি শর'ঈ দিক

ক) বাই সালামে পণ্য অথবা সেবাকেও মূল্য হিসেবে গণ্য করা বৈধ। পণ্য- যেমন, গম ও অনুরূপ দানাদার শস্য অথবা পশু-পাখিকে মূল্য হিসেবে প্রদান করা যাবে। অনুরূপভাবে নির্ধারিত সময়ের জন্য ভাড়াযোগ্য বাসা ব্যবহার কিংবা বিমান বা জাহাজ ভ্রমণ ইত্যাদি সেবাও বাই সালামের ক্ষেত্রে মূল্য হতে পারে।

খ) ঋণকে বাই সালামের পণ্যের মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা বৈধ হবে না।

গ) পরিমাণযোগ্য (مَكِيْلَاتْ), ওজনযোগ্য (مَوْزُوْنَاتْ), গণনাযোগ্য (مَعْدُوْدَاتْ), পরিমাপযোগ্য (مَذْرُوْعَاتْ) ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে বাই সালাম করা বৈধ।

ঘ) বাই সালামে বিক্রির জন্য কারো মালিকানাধীন কোনো পণ্যকে নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। যেমন, বিক্রেতা কারো মালিকানাধীন কোনো গাড়ি দেখিয়ে বললেন যে, এই গাড়ি বাই সালামে বিক্রি করা হবে। এরূপ নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। তবে গাড়িতে বাই সালাম করার ক্ষেত্রে গাড়ির ধরন, বিবরণ, ব্র্যান্ডের নাম ইত্যাদি উল্লেখ করা বৈধ এবং তা জরুরিও।

ঙ) কোনো নির্দিষ্ট গাছের ফল বা ভূমির ফসলকে বাই সালামের জন্য নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। বাই সালামে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পণ্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়াই বিক্রেতার দায়িত্ব। বিক্রেতা সে পণ্য তার নিজের শস্যক্ষেত বা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদান করতে পারেন আবার অন্য কারো ভূমি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রদান করতে পারেন।

চ) বাই সালামে পণ্যটি নগদ অর্থ, স্বর্ণ অথবা রৌপ্য হওয়া বৈধ নয় যদি মূল্যও অনুরূপ নগদ অর্থ, স্বর্ণ অথবা রৌপ্য হয়।

ছ) বাই সালামে পণ্য পাওয়ার নিশ্চয়তাস্বরূপ বিক্রেতার নিকট থেকে বন্ধক, গ্যারান্টি অথবা এ জাতীয় যে কোনো বৈধ দলিল গ্রহণ করা যেতে পারে।

জ) বাই সালামে বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্য ক্রেতার কবদ বা দখলে আসার পূর্বে ক্রেতা ঐ পণ্য অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবেন না।

ঝ) বাই সালামে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে বিক্রেতা চুক্তিতে উল্লেখিত পণ্যের পরিবর্তে বিকল্প পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন।

ঞ) ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরতসাপেক্ষে বিক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে অর্থাৎ চুক্তিটি বাতিল করা যাবে। অনুরূপভাবে উভয়ের সম্মতিক্রমে মূল্য আংশিক ফেরতসাপেক্ষে আংশিক পণ্য সরবরাহ থেকেও তাকে অব্যাহতি দেয়া যাবে।

ট) চুক্তিতে উল্লেখিত বর্ণনা ও পরিমাণ অনুযায়ী মেয়াদান্তে ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ করা বিক্রেতার কর্তব্য। অনুরূপভাবে চুক্তিতে উল্লেখিত বর্ণনা মোতাবেক হলে পণ্য গ্রহণ করাও ক্রেতার কর্তব্য। এক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে।

ঠ) বিক্রেতা চুক্তিতে উল্লেখিত পণ্যের মানের চেয়ে ভালো মানের পণ্য সরবরাহ করলে তা গ্রহণ করা ক্রেতার জন্য আবশ্যক। তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য দাবি করতে পারবেন না। এটাকে উত্তমভাবে পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতি থাকতে হবে।

ড) বর্ণনা ও পরিমাণ অনুযায়ী হলে নির্ধারিত মেয়াদের আগে পণ্য সরবরাহ করা বৈধ। তবে তা গ্রহণ করতে ক্রেতার আপত্তি থাকলে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

৩.৩.৫ সমান্তরাল বাই সালাম

ক) বাই সালামের প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য সরবরাহের কথা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী পণ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল সালাম চুক্তি করা বিক্রেতার জন্য বৈধ, যাতে বিক্রেতা প্রথম চুক্তির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

খ) প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য ক্রয়ের কথা বলা হয়েছে সে পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল বাই সালাম করা ক্রেতার জন্যও বৈধ, যাতে তিনি পণ্যটি বিক্রি করতে পারেন।

গ) উপরিউক্ত উভয় ক্ষেত্রেই একটি বাই সালাম চুক্তিকে আরেকটি বাই সালাম চুক্তির সাথে যুক্ত করা বৈধ নয়; বরং উভয় চুক্তিতেই পক্ষদ্বয়ের অধিকার ও কর্তব্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। সুতরাং প্রথম বাই সালাম চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষ চুক্তির শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে অপর পক্ষ (শর্ত পালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ) তা সমান্তরাল সালাম চুক্তির পক্ষের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবেন না।

ঘ) বাই সালামের অন্যান্য বিধান সমান্তরাল বাই সালামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৩.৩.৬ ইসলামী ব্যাংকে বাই সালামের অনুশীলন

ক) বাই সালাম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই প্রথমে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের মধ্যে বাই সালাম চুক্তি সম্পাদিত হবে।

খ) বাই সালাম চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, গুণগতমান, মূল্য ও সরবরাহের সময় ও স্থান উল্লেখ করতে হবে।

গ) চুক্তি সম্পাদনের পর পণ্যের অগ্রিম মূল্য বিনিয়োগ গ্রাহককে একত্রে পরিশোধ করতে হবে।

ঘ) পণ্য উৎপাদিত বা প্রস্তুত হওয়ার পর ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে তা বুঝে নেবে।

ঙ) পণ্যের সরবরাহ কিস্তিতে বা এককালীন হতে পারবে তবে তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

চ) বিনিয়োগ গ্রাহক থেকে পণ্য বুঝে নেয়ার মাধ্যমে ব্যাংক তার ওপর মালিকানা অর্জন করে তৃতীয় পক্ষের কাছে বাই মুরাবাহা কিংবা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে।

ছ) বাই সালামের পণ্য বিক্রির জন্য বিনিয়োগ গ্রাহককে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে।

জ) রফতানি এলসির শর্ত মোতাবেক বিনিয়োগ গ্রাহক বা বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য নির্ধারিত দামে রফতানি বা বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবেন এবং এক্ষেত্রে গ্রাহকের ইচ্ছাকৃত অপারগতা, অদক্ষতা ও অসুবিধার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

ঝ) বাই সালাম পদ্ধতিতে নির্ধারিত পণ্য নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত স্থানে সরবরাহে ব্যর্থ হলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৃষ্ট প্রকৃত আর্থিক ক্ষতি বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে আদায় করা যাবে।

ঞ) বিনিয়োগ গ্রাহক ইচ্ছাকৃতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ না করলে মূল বিনিয়োগের ওপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করা যাবে। তবে তা ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর না করে দাতব্য কাজে ব্যয় করতে হবে।

৩.৪ বাই ইসতিসনা‘

‘ইসতিসনা‘’ শব্দটি আরবি صنع (সনউ‘ন) শব্দ থেকে উদ্ভূত। সনউ‘ন শব্দের অর্থ কাজ, শিল্প, পেশা, কারিগরি দক্ষতা ইত্যাদি। আর বাই ইসতিসনা‘ হলো শিল্পে দক্ষ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে এই মর্মে চুক্তি করা যে, সে কোনো কিছু তৈরি করে দেবে।

বাই ইসতিসনা‘ এমন একটি কেনাবেচা চুক্তি যেখানে ক্রেতার নির্দেশে বিক্রেতা কোনো বস্তু তৈরি করে দেয়ার অঙ্গীকার করেন। এ ক্ষেত্রে ক্রয়ের আদেশদাতা বা ব্যাংককে বলা হয় মুসতাসনি‘। আদেশগ্রহীতা বা গ্রাহক হলেন সানে‘। আদেশের মাধ্যমে তৈরি করা পণ্যকে বলা হয় মাসনু‘।

ইসতিসনা‘ হলো উৎপাদনের বা নির্মাণের এমন এক চুক্তি যেখানে উৎপাদনকারী (বিক্রেতা) নির্দিষ্ট বিবরণ অনুযায়ী কোনো পণ্য তৈরি করে তা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত দামে ক্রেতাকে সরবরাহ করতে সম্মত হয়।

ইসতিসনা‘ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বাই সালামের মতোই বিনিয়োগের অর্থ গ্রাহককে সরাসরি প্রদান করে। বিনিয়োগ গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্য তৈরি বা সংগ্রহের পর ইসলামী ব্যাংককে সরবরাহ করেন। বিনিয়োগ গ্রাহক থেকে পণ্য বুঝে নেয়ার পর ব্যাংক উক্ত পণ্য তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করে থাকে।

৩.৪.১ ইসতিসনা' বৈধ হওয়ার দলিল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নলিখিত হাদীস থেকে ইসতিসনা' বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল গ্রহণ করা যায়-

আবু হাযিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক সাহ্‌ল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন আনসারী মহিলার কাছে সংবাদ পাঠালেন, 'তোমার সূত্রধর গোলামকে বলো, সে যেন আমার জন্য কাঠ দিয়ে একটি মিম্বার তৈরি করে দেয়- লোকদের সাথে কথা বলার সময় যার উপর আমি বসতে পারি।' সাহ্‌ল রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত মহিলার নামও উল্লেখ করেছিলেন। সে মহিলা তার গোলামকে গাবা নামক স্থানের কাঠ দিয়ে মিম্বার বানানোর নির্দেশ দিলেন। তারপর সে (গোলামটি) তা নিয়ে এলো এবং সে মহিলা এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তার নির্দেশক্রমে তা স্থাপন করা হলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর উপবেশন করলেন। (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৭)

৩.৪.২ ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত বাই ইসতিসনা'র বৈশিষ্ট্য

ক) বাই ইসতিসনা' অনুশীলন করা হয় শিল্প পণ্যের ক্ষেত্রে।

খ) বাই ইসতিসনা' পদ্ধতিতে ব্যাংক এমন পণ্য অগ্রিম ক্রয় করে যা এখনো উৎপাদিত হয়নি।

গ) বাই ইসতিসনা' পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে ক্রেতা এবং বিনিয়োগ গ্রাহক হচ্ছেন বিক্রেতা।

ঘ) বাই ইসতিসনা' চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহককে পণ্যের মূল্য আংশিক কিংবা পুরোপুরি প্রদান করে।

ঙ) চুক্তির সময় ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে পণ্য ও মজুরির দাম ঠিক করা হয়।

চ) চুক্তির সময় পণ্যের মান, শ্রেণি, পরিমাণ, সরবরাহের ধরন, সময় ও স্থান নির্ধারণ করা হয়।

ছ) চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক তৈরি পণ্য ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করেন।

জ) ব্যাংক সমান্তরাল ইসতিসনা'র মাধ্যমে অন্য কারো সাথে পণ্য বিক্রির জন্য চুক্তি করতে পারে।

৩.৪.৩ বাই ইসতিসনা'র শর্তাবলি

ক) বাই ইসতিসনা' চুক্তিতে পণ্যের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। পণ্যের ধরন, শ্রেণি, পরিমাণ ও গুণাগুণ চুক্তিতে উল্লেখ করা জরুরি।

খ) চুক্তিতে পণ্যের মূল্য এবং পরিশোধের ধরন ও সময় উল্লেখ করতে হবে।

গ) চুক্তিতে পণ্য কখন, কোথায়, কার খরচে সরবরাহ করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

ঘ) বিক্রেতাকে পণ্যের আংশিক বা পুরো দাম আগাম দেয়া যেতে পারে অথবা বাকি রাখা যেতে পারে।

ঙ) যদিও মেয়াদ নির্ধারণ না করেও ইসতিসনা' চুক্তি করা যায় তবু বিরোধ এড়ানোর জন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারিত থাকা জরুরি।

চ) চুক্তি অনুযায়ী নির্বাচিত পণ্য যথাসময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে অথবা কোনো পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করলে দায়ী পক্ষের ওপর প্রকৃত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে। কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে (force majeure) চুক্তি ভঙ্গ হলে সে জন্য কারো ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে না।

ছ) ইসতিসনা'র ক্ষেত্রে আরোপিত প্রকৃত ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের বৈধ আয়রূপে বিবেচিত হবে।

জ) ব্যাংকের কাছে পণ্য হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত উৎপাদিত/নির্মিত পণ্যের পরিমাণ, গুণাগুণ বজায় রাখা স্বতন্ত্রভাবে বিক্রেতার দায়িত্বে থাকবে।

ঝ) সমান্তরাল ইসতিসনা'র মাধ্যমে ক্রেতার কাছে বিক্রির জন্য ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহককে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবে।

৩.৪.৪ প্যারালাল/সমান্তরাল ইসতিসনা'

ক) বাই ইসতিসনা'র প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য সরবরাহের কথা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী বিক্রেতা পণ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল ইসতিসনা' চুক্তি করতে পারবে, যাতে বিক্রেতা প্রথম চুক্তির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

খ) প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য ক্রয়ের কথা বলা হয়েছে সে পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল ইসতিসনা' করা ক্রেতার জন্যও বৈধ, যাতে তিনি পণ্যটি বিক্রি করতে পারেন।

গ) উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই একটি ইসতিসনা' চুক্তিকে আরেকটি ইসতিসনা' চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করা বৈধ নয়; বরং উভয় চুক্তি স্বতন্ত্র হওয়ার কারণে পক্ষদ্বয়ের অধিকার ও কর্তব্যও স্বতন্ত্র হবে। সুতরাং কোন ইসতিসনা' চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষ চুক্তির শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে অপর পক্ষ তা সমান্তরাল ইসতিসনা' চুক্তির পক্ষের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না।

ঘ) বাই ইসতিসনা'র অন্যান্য বিধান সমান্তরাল ইসতিসনা'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৩.৪.৫ বাই সালাম ও বাই ইসতিসনা'র মধ্যে পার্থক্য

ক) বাই সালামের ক্ষেত্রে পণ্যের পুরো দাম চুক্তির সময় পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু ইসতিসনা'র ক্ষেত্রে পণ্যের আংশিক বা পুরো দাম চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিম কিংবা পণ্য সরবরাহের সময় অর্থাৎ বাকীতে পরিশোধ করা যায়।

খ) বাই সালাম সাধারণত কৃষিপণ্য আগাম কেনার চুক্তি। আর ইসতিসনা'র সম্পর্ক প্রধানত শিল্প-পণ্যের উৎপাদন বা নির্মাণের সাথে।

৩.৫ বাই সরফ

আরবি بَيْع (বাই) শব্দের অর্থ কেনাবেচা আর صَرْف (সরফ) শব্দের অর্থ হচ্ছে হস্তান্তর করা, স্থানান্তর করা, বৃদ্ধি হওয়া ইত্যাদি। মুদ্রার কেনাবেচা অথবা সোনা, রুপা বা মুদ্রার পরস্পর বিনিময় করাকে বাই সরফ বলা হয়।

৩.৫.১ বাই সরফের বৈশিষ্ট্য

ক) ইসলামী ব্যাংকে সাধারণত মুদ্রা ও বিনিময় বিলের মূল্য কেনাবেচার ক্ষেত্রে বাই সরফ পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়।

খ) ব্যাংক তার গ্রাহকের নিকট থেকে উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় বিলের মূল্য ক্রয় করে থাকে।

গ) বাই সরফের ক্ষেত্রে গ্রাহক ও ব্যাংকারের মধ্যে একজন ক্রেতা এবং অন্যজন বিক্রেতা।

৩.৫.২ বাই সরফ বৈধ হওয়ার শর্তাবলি

বাই সরফ বা মুদ্রা লেনদেন শরী'আহসম্মত হওয়ার শর্তগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

ক) ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বে মুদ্রা ও তার বিনিময় মূল্য হস্তান্তর হতে হবে।

খ) সমজাতীয় মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান সমান অর্থাৎ সমমূল্যমানের হতে হবে।

গ) মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খিয়ার বা option না থাকা।

ঘ) কেনাবেচা নগদে হতে হবে, বাকিতে হতে পারবে না।

ঙ) মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ, জুয়া কিংবা অজ্ঞতার কোন উপাদান থাকতে পারবে না।

৩.৫.৩ বাই সরফ বৈধ হওয়ার দলিল

উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সোনার বিনিময়ে সোনা, রুপার বিনিময়ে রুপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করার ক্ষেত্রে পরিমাণে সমান সমান ও হাতে হাতে বা নগদে হতে হবে। অবশ্য এগুলো ভিন্ন জাতীয় হলে যেভাবে ইচ্ছা কেনাবেচা করতে পার; যদি তা নগদে হয়।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৮.ক)

আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সমান সমান ব্যতীত সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করো না, পরস্পরের বিনিময়ে কমবেশি করো না এবং সমান সমান ব্যতীত রুপার বিনিময়ে রুপা বিক্রি করো না। পরস্পরের মধ্যে কমবেশি করো না এবং নগদের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করো না।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৮.খ)

৩.৬ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক (মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইজারা ও বিক্রয়)

ইসলামী ব্যাংকের একটি বিশেষ বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে ইজারা ওয়াল বাই তাহ্‌তা শিরকাতিল মিল্‌ক (إِجَارَةٌ وَالْبَيْعِ تَحْتَ شِرْكَةِ الْمِلْكِ) । এটি 'হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক' বা এইচপিএসএম (Hire Purchase Under Shirkatul Melk-HPSM) নামে পরিচিত। ইজারা বা লিজিংয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুশীলিত হয়ে থাকে। অবশ্য বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ইজারা ওয়াল বাই তাহ্‌তা শিরকাতিল মিল্‌ক পদ্ধতির পরিবর্তে ইজারা মুনতাহিয়া বিত্‌তামলিক (اَلْإِجَارَةُ الْمُنْتَهِيَةُ بِالتَّمْلِيْكِ) পদ্ধতি অনুশীলন করে থাকে।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক বা ইজারা ওয়াল বাই তাহ্‌তা শিরকাতিল মিল্‌ক বিনিয়োগ পদ্ধতি মূলত তিনটি পদ্ধতির সমন্বিত রূপ। সেগুলো হলো-

ক. শিরকাতুল মিল্‌ক বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব

খ. ইজারা বা ভাড়া

গ. বাই বা কেনাবেচা

৩.৬.১ শিরকাতুল মিল্‌ক বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব

আরবি شِرْكَة (শিরকাত) শব্দের অর্থ অংশীদারিত্ব। 'শিরকাতুল মিল্‌ক' অর্থ মালিকানায় অংশীদারিত্ব। ক্রয়, হাদিয়া বা উত্তরাধিকার সূত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক কোনো সম্পদ বা বস্তুর যৌথভাবে মালিকানা লাভ করা। শিরকাতুল মিল্‌ক দু'রকমের হতে পারে। যথা-

ক) শিরকাতুল মিল্‌ক আল ইখতিয়ারিয়্যা (স্বেচ্ছামূলক শিরকাতুল মিল্‌ক)

খ) শিরকাতুল মিল্‌ক আল জাবরিয়্যা (বাধ্যতামূলক শিরকাতুল মিল্‌ক)

হেবা বা অছিয়ত সূত্রে কোন সম্পদে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মালিকানা অর্জিত হলে তাকে শিরকাতুল মিল্‌ক আল ইখতিয়ারিয়্যা (شِرْكَةُ الْمِلْكِ اَلْإِخْتِيَارِيَّةُ) বলে। অনুরূপভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক যৌথভাবে ক্রয়কৃত সম্পদের ওপর অর্জিত মালিকানাও হবে শিরকাতুল মিল্‌ক আল ইখতিয়ারিয়্যা। এক্ষেত্রে অছিয়ত বা হেবাকারী স্বেচ্ছায় অছিয়ত বা হেবা করেছেন এবং যাদের জন্য অছিয়ত বা হেবা করা হয়েছে তারাও স্বেচ্ছায় গ্রহণের মাধ্যমে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে এটা স্বেচ্ছামূলক। অন্যদিকে বাধ্যতামূলক শিরকাতুল মিল্‌ক বা শিরকাতুল মিল্‌ক আল জাবরিয়্যা (شِرْكَةُ الْمِلْكِ اَلْجَبْرِيَّةُ) হচ্ছে মালিকানা প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ বা কাজ ব্যতীত বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদের ওপর দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যেমন : উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পদের ওপর একাধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা।

৩.৬.২ ইজারা

আরবি أجر (আজর) বা أجرة (উজরা) শব্দ হতে ইজারা পরিভাষাটি উদ্ভূত। 'আজর' মানে প্রতিদান, লাভ, মজুরি বা ভাড়া। ইজারা হলো এমন এক ধরনের ভাড়া চুক্তি যেখানে বিনিময়মূল্য, লাভ বা ভাড়ার বিনিময়ে কোনো সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করা যায়। এখানে সম্পদের মালিককে বলা হয় ভাড়াদাতা আর সম্পদ ব্যবহারকারীকে বলা হয় ভাড়াগ্রহীতা। ইজারার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়-

ক) মুআজ্জির (مؤجر) তথা ভাড়াদাতা (lessor): যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ ভাড়ায় দেন।

খ) মুছতা'জির (مستأجر) তথা ভাড়াগ্রহীতা (lessee): যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ ভাড়ায় গ্রহণ করেন।

গ) মুছতা'জার (مستأجر) তথা ভাড়ায় দেয়া বস্তু (leased): যে সম্পদটি ভাড়ায় দেয়া হয়।

ঘ) মা'জুর (مأجور): ভাড়ায় প্রদত্ত সম্পদের ব্যবহারযোগ্যতা/উপকার (usufruct) যার ওপর ভাড়ার চুক্তি করা হয়।

ঙ) উজরা (أجرة) তথা ভাড়া (rent): উপকার ভোগ করার বিনিময় হিসেবে যা আদায় করা হয়।

৩.৬.৩ ক্রয়-বিক্রয়

আরবি 'বাই' শব্দের অর্থ কেনাবেচা বা কোন কিছুর বিনিময়ে মালিকানা হস্তান্তর করা।

এইচপিএসএম পদ্ধতিতে প্রতি কিস্তির মধ্যে গ্রাহক ব্যাংকের সম্পদ ব্যবহারের বিনিময়ে ভাড়া পরিশোধের পাশাপাশি সম্পদের অংশ কেনার বিপরীতে ব্যাংককে ক্রয়মূল্যও প্রদান করেন।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক পদ্ধতির মধ্যে ইজারা বা ভাড়ার বিষয়টি মুখ্য। বাকি বিষয় দুটি আনুষঙ্গিক। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক কোনো সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হন গ্রাহক আর অবশিষ্টাংশের মালিক হয় ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট সম্পদে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে, সে পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যাংক। এরপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে ইজারা প্রদান এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে।

ইজারা পদ্ধতির আয়কে বলা হয় ভাড়া (rent)। প্রকল্পে ব্যাংকের মালিকানা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াও কমে যায়। কিন্তু গ্রাহকের সুবিধার্থে গড় ভাড়ার ভিত্তিতে প্রতিটি কিস্তি সমপরিমাণে পরিশোধ করার সুযোগ দেয়া হয়। এ পদ্ধতিকে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি (reducing method) বলা হয়।

৩.৬.৪ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক এর বৈশিষ্ট্য

ক) হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক মূলত ইজারা, শিরকাতুল মিল্‌ক ও বাই- এই তিন পদ্ধতির সমন্বিত রূপ।

খ) এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন, অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় বা নির্মাণ করে তা গ্রাহকের কাছে ভাড়ায় প্রদান ও কিস্তিতে বিক্রি করতে পারে।

গ) এইচপিএসএম-এর সম্পদটি পচনশীল বা একবার ব্যবহারের ফলে যার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এমন হবে না। অর্থাৎ সম্পদটি একাধিকবার ব্যবহারযোগ্য হবে।

ঘ) বিনিয়োগ গ্রাহক ভাড়ার বিনিময়ে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে তার মালিকানা অর্জন করেন।

ঙ) ব্যাংক যৌথ মালিকানাধীন এ সম্পদে তার নিজের অংশটি গ্রাহকের কাছে চুক্তির শর্ত অনুসারে ভাড়া দিবে।

চ) বিনিয়োগ গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া ও ব্যাংকের অংশের মূল টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করবেন।

ছ) বিনিয়োগ গ্রাহকের প্রতিটি কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে সম্পদে ব্যাংকের মালিকানার অংশ কমতে থাকবে এবং গ্রাহকের মালিকানা সে অনুপাতে বাড়তে থাকবে।

জ) গ্রাহকের মালিকানা বাড়ার সাথে সাথে ব্যাংকের প্রাপ্য ভাড়ার পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমে যাবে।

ঝ) সম্পদে ব্যাংকের অংশের মূল্য পুরো পরিশোধ হলে গ্রাহক তাতে পূর্ণ মালিকানা লাভ করবেন।

ঞ) মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যাংকের অংশের পুরো দাম পরিশোধ করে গ্রাহক সম্পদের পূর্ণ মালিকানা পেতে পারেন।

ট) গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী ভাড়া অব্যাহত থাকবে।

ঠ) চুক্তির শর্ত পালনে গ্রাহক ব্যর্থ হলে ব্যাংক গ্রাহকের সম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে।

ড) ভাড়া হিসেবে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয় হিসেবে গণ্য হবে।

৩.৬.৫ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক বৈধ হওয়ার দলিল

ইজারা (hire), বাই (purchase) ও শিরকাতুল মিল্‌ক (share in ownership)-এ তিন পদ্ধতির সমন্বয়ে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক' (hire purchase under shirkatul melk) পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিগুলো বৈধ হওয়ার পক্ষে শরী'আহ্‌র দলিল রয়েছে।

৩.৬.৫.১ ইজারা বৈধ হওয়ার দলিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি যাদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত করেন তাদের মধ্যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্তরাই উত্তম।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.৯)।

শুআইব আলাইহিস সালাম কর্তৃক মূসা আলাইহিস সালামকে শ্রমিক নিযুক্ত করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরত করার সময় পথ দেখানোর জন্য একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে পথনির্দেশক নিয়োগ করেছিলেন (বুখারি, কিতাবুল ইজারা)। অতএব হাদীসের বর্ণনানুযায়ী মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করা বৈধ।

প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের মজুরি হচ্ছে তার সেবার বিনিময়মূল্য। একজন শ্রমিক মজুরির বিনিময়ে তার শ্রম বা সেবা বিক্রি করে থাকে। ইসলামী শরী'আহ্তে এটাকে বৈধ বলা হয়েছে।

৩.৬.৫.২ বাই বৈধ হওয়ার দলিল

বাই হালাল হওয়ার ব্যাপারে আল কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন-

'আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১০.ক)

৩.৬.৫.৩ শিরকাতুল মিল্ক বৈধ হওয়ার দলিল

কোনো সম্পদের ওপর যৌথ মালিকানা অর্জনে শরী'আহ্তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

'তারা (উত্তরাধিকারীরা) এক-তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১০.খ)

এখানে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে যৌথ অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। এটা শিরকাতুল মিল্ক।

৩.৬.৬ ইসলামী ব্যাংকে এইচপিএসএম বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ

ইসলামী ব্যাংক শিল্প প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট, পরিবহণ ইত্যাদি খাতে এইচপিএসএম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে পারে।

৩.৬.৬.১ এইচপিএসএম (শিল্প)

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক কোনো প্রকল্পের যন্ত্রপাতি (mechineries) বা স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগ গ্রাহকের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ক্রয় বা নির্মাণ করবে। অতঃপর ব্যাংক তার অংশ গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দিবে এবং বিভিন্ন কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে গ্রাহকের কাছে তা ক্রমান্বয়ে বিক্রি করবে। গ্রাহক প্রতিটি কিস্তি পরিশোধ করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের অংশ কিনে নিবেন। পাশাপাশি সম্পদে ব্যাংকের অংশটি ব্যবহারের বিনিময়ে গ্রাহক ব্যাংককে ভাড়া (rent) পরিশোধ করবেন।

৩.৬.৬.২ এইচপিএসএম (পরিবহণ)

একই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক গাড়ি, জাহাজ ইত্যাদি পরিবহণ খাতেও বিনিয়োগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে ক্রয়ের মাধ্যমে কোনো গাড়ির মালিকানায় অংশীদার হবে। ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দিবে এবং ব্যাংকের অংশ গ্রাহকের কাছে কিস্তিতে ক্রমান্বয়ে বিক্রয়ের চুক্তি করবে। বিনিয়োগের মেয়াদের মধ্যে ব্যাংকের অংশটি কিস্তিতে ভাগ করে দেয়া হবে। গ্রাহক প্রতি কিস্তি পরিশোধ করার মাধ্যমে ব্যাংকের মালিকানাধীন একেকটি অংশ ক্রয় করে নিবেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে জাহাজ/গাড়িতে ব্যাংকের মালিকানা কমতে থাকবে এবং গ্রাহকের অংশ বাড়তে থাকবে।

৩.৬.৬.৩ এইচপিএসএম (রিয়েল এস্টেট/গৃহনির্মাণ)

রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংক এইচপিএসএম পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবে। এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে কোনো বাড়ি নির্মাণ বা অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করবে। অতঃপর ব্যাংক তার অংশটি গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দিবে এবং তা গ্রাহকের কাছে ক্রমান্বয়ে বিক্রির চুক্তি করবে। বিনিয়োগের মেয়াদের মধ্যে ব্যাংকের অংশটি কিস্তিতে ভাগ করে দেয়া হবে। গ্রাহক প্রতি কিস্তি পরিশোধ করার মাধ্যমে ব্যাংকের মালিকানাধীন একেকটি অংশ ক্রয় করে নিবেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট-এ ব্যাংকের মালিকানা কমতে থাকবে এবং গ্রাহকের অংশ বাড়তে থাকবে।

৩.৬.৭ এইচপিএসএম পদ্ধতিতে চুক্তিসংক্রান্ত শর'ঈ নীতিমালা

ক) অস্তিত্বহীন, কল্পিত, হস্তান্তরঅযোগ্য ও নামসর্বস্ব কোনো পণ্য বা সম্পদের ওপর হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক চুক্তি সম্পাদন শরী'আহ্সম্মত নয়।

খ) চুক্তি এবং সম্পদ (asset)-এর বিবরণ সম্পর্কে উভয়পক্ষের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

গ) চুক্তি সম্পাদন কিংবা সম্পদ ব্যবহারের দিন থেকে চুক্তিটি কার্যকর হবে।

ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভাড়াকৃত সম্পদ নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে ভাড়াদাতা যদি তার পরিবর্তে একই মানসম্পন্ন আরেকটি সম্পদ ভাড়াগ্রহীতাকে প্রদান করেন তাহলে ভাড়াচুক্তি বাতিল হবে না।

ঙ) ভাড়াগ্রহীতা এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন যে, তিনি ভাড়াদাতার কাছ থেকে এককালীন অথবা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে ভাড়াকৃত সম্পদ ক্রয় করে নেবেন।

চ) ভাড়াচুক্তি ও ক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণ আলাদা হবে। ফলে ভাড়া কোনোক্রমেই পণ্যের মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে না।

ছ) এইচপিএসএম চুক্তির কোনো ধারা বা উপধারা ইসলামী শরী'আহ্বিরোধী হতে পারবে না।

জ) সম্পদটি বা এর ব্যবহার শরী'আহ্সম্মত হতে হবে।

ঝ) কোনো কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা সম্পদে গ্রাহকের পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হওয়ার পূর্বে চুক্তিটি বাতিল করতে হলে উক্ত সম্পদে উভয় পক্ষের অংশীদারিত্ব থাকবে।

ঞ) ভাড়া চুক্তি একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি। কোনো পক্ষই এককভাবে তা বাতিল করতে পারবে না।

ট) বিনিয়োগের মূলধন অনুপাতে গ্রাহকের আনুপাতিক মালিকানার স্বীকৃতি থাকা আবশ্যক।

৩.৬.৮ এইচপিএসএম পদ্ধতিতে ভাড়াসংক্রান্ত শর'ঈ নীতিমালা

ক) এইচপিএসএম-এর সম্পদ অবশ্যই ভাড়াযোগ্য হতে হবে। সম্পদের ব্যবহারযোগ্যতা না থাকলে তার ওপর ভাড়া আদায় করা বৈধ নয়।

খ) এইচপিএসএম-এর সম্পদ তৈরি, নির্মাণ বা ভাড়াযোগ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংক গ্রাহককে অবকাশকাল (gestation period) দিতে পারবে। অবকাশকালে সম্পদের বিপরীতে ব্যাংক কোন ভাড়া আরোপ করবে না।

গ) কোনো সম্পদ ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পর তার মূল্য স্বভাবতই পূর্বের তুলনায় বেড়ে যায়। কাঁচামালের তুলনায় তৈরি পণ্য (finished goods)-এর মূল্য বেশি। তাই অবকাশকাল (gestation period)-এর পর উক্ত সম্পদ ব্যবহারের উপযোগী হলে সম্পদটির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য (যদি হয়) ব্যাংক গ্রাহক থেকে আদায় করতে পারবে।

ঘ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য (value addition) একবারে কিংবা কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্ত ব্যাংক গ্রাহককে করতে পারবে। আর কেউ অবকাশকালের পরপরই বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয় করতে চাইলে তাকে সম্পদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য ব্যাংককে পরিশোধ করে সম্পদটি ক্রয় করে নিতে হবে।

ঙ) ব্যাংক সম্পদের বর্ধিত মূল্য (value addition amount) অর্জনের ভিত্তিতে (accrual basis) আয় হিসেবে গ্রহণও করতে পারবে।

চ) চুক্তি অনুসারে ভাড়া অগ্রিম, বিলম্বে কিংবা কিস্তিতে প্রদান করা বৈধ।

ছ) ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের সম্মতিক্রমে ভাড়ার পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে।

জ) উপযুক্ত কারণে ব্যাংক পরবর্তীতে যৌক্তিক হারে ভাড়া কম বা বেশি করতে পারবে।

ঝ) যদি সম্পদের কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে ব্যাংকের সম্মতি সাপেক্ষে গ্রাহক ভাড়ার মেয়াদের ভেতরে তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে সম্পদটি পুনরায় ভাড়া দিতে পারবেন।

ঞ) ভাড়াকৃত সম্পদ থেকে উপকার লাভ করাটা শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে বৈধ হতে হবে।

ট) ব্যাংকের কোনো একটি অংশের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরিত হলে গ্রাহক উক্ত অংশের মালিক হবেন। হস্তান্তরিত উক্ত অংশের ওপর গ্রাহকের নিকট থেকে আর কোনো ভাড়া আদায় করা যাবে না।

ঠ) সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলে তার ভাড়া আদায় করা যাবে না।

ড) এইচপিএসএম পদ্ধতিতে ভাড়ায় প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেলে তার ভাড়া আদায় করা বৈধ হবে না। তবে সম্পদ ব্যবহারযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহক তা ব্যবহার না করলে সেটার দায়-দায়িত্ব তার। এ জন্য তিনি ভাড়া পরিশোধ করার দায় থেকে অব্যাহতি পাবেন না।

৩.৬.৯ এইচপিএসএম পদ্ধতিতে মালিকানা সম্পর্কিত শর'ঈ নীতিমালা

ক) সম্পদে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের মালিকানা থাকতে হবে। শুধু ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে শিরকাতুল মিল্‌ক হবে না।

খ) ক্রয়কৃত সম্পদে ব্যাংক ও গ্রাহকের অংশ ও মালিকানার পরিমাণ চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) এইচপিএসএম চুক্তিপত্রে ভাড়া প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়পক্ষের প্রকৃত মালিকানা অবশ্যই স্বীকৃত হতে হবে। অবশ্য উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে তাদের যৌথ নামে অথবা তাদের যে কোনো একজনের নামে সম্পদটি রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করা যাবে।

ঘ) সম্পদের ভাড়ায় প্রদত্ত অংশের মালিকানা ব্যাংকের থাকবে এবং সম্পদ ব্যবহারের বিনিময়ে গ্রাহক ভাড়া প্রদান করবেন।

৩.৬.১০ এইচপিএসএম পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত শর'ঈ নীতিমালা

ক) শিরকাতুল মিল্‌ক পদ্ধতিতে সম্পদ ক্রয়ের জন্য যে কোনো অংশীদারকে দায়িত্ব দেয়া শরী'আহ্‌তে বৈধ। তাই এ পদ্ধতিতে মঞ্জুরিকৃত টাকা সরাসরি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে কিংবা তাকে নগদ প্রদান করা যাবে।

খ) কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ব্যাংকের অংশের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরের অঙ্গীকার কার্যকর হবে।

গ) সম্পদ ক্রয় থেকে শুরু করে ব্যাংকের অংশ গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া পর্যন্ত এইচপিএসএম চুক্তিটি বলবৎ থাকবে।

ঘ) ভাড়াদাতা ভাড়াযোগ্য সম্পদটি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় যেদিন গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করবেন, সেদিন থেকেই ভাড়া চুক্তিটি কার্যকর হবে।

ঙ) প্রতিটি কিস্তি প্রদানের সাথে সাথে সম্পদের ওপর আনুপাতিক হারে গ্রাহকের আংশিক মালিকানা অর্জিত হবে।

চ) এইচপিএসএম চুক্তিটি কার্যকর করা ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক।

ছ) এই চুক্তি অনুসারে ব্যাংক অংশীদার, লিজদাতা ও বিক্রেতা হিসেবে গণ্য হবে। অন্যদিকে গ্রাহক অংশীদার, লিজগ্রহীতা ও ক্রেতা গণ্য হবেন।

জ) ইক্যুইটি অনুসারে উভয় অংশীদার সম্পদের মালিকানা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বহন করবেন।

ঝ) এই চুক্তি অনুসারে লিজগ্রহীতার ভূমিকা একজন ট্রাস্টির মতো। সম্পদটি তার কাছে ট্রাস্টের সম্পত্তির মতো। তিনি উক্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ নির্বাহ করবেন।

৩.৬.১১ এইচপিএসএম পদ্ধতিতে খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত শর‘ঈ নীতিমালা

ক) সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণজনিত দৈনন্দিন সাধারণ ব্যয় বহনের দায়িত্ব ভাড়াগ্রহীতার ওপর অর্পণ করা বৈধ ।

খ) হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে লিজ চলাকালীন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লিজগ্রহীতার। বিনিয়োগকৃত কোনো সম্পদ প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ক্ষতির সম্মুখীন হলে অথবা গ্রাহকের ইখতিয়ার বহির্ভূত কোনো কিছু ঘটলে ব্যাংক ও গ্রাহক ইক্যুইটি অনুসারে ক্ষতির দায়ভার বহন করবে। তবে গ্রাহকের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অবহেলা ইত্যাদি কারণে উক্ত বিনিয়োগকৃত সম্পদ ক্ষতির সম্মুখীন হলে কেবল গ্রাহক ক্ষতির দায়ভার বহন করবেন। এ ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ নির্ণয়ে শরী‘আহ্‌র আদল ও ইনসাফের নীতি অবলম্বনের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

গ) ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়া গ্রাহক ভাড়াকৃত সম্পদের কোনো পরিবর্তন সাধন কিংবা স্থানান্তর করতে পারবেন না।

ঘ) এইচপিএসএম পদ্ধতিতে বিনিয়োগকৃত কোনো সম্পদ বা মেশিনারিজের বীমা দাবি পাওয়া গেলে তা গ্রাহক ও ব্যাংকের মালিকানার আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে।

৩.৬.১২ এইচপিএসএম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদানের প্রক্রিয়া

ক) বিনিয়োগ গ্রাহক তার চাহিদা অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট সম্পদ বা পণ্য ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে ক্রয় বা তৈরি করার জন্য আবেদন করবেন এবং পুনরায় ব্যাংকের অংশ ভাড়া গ্রহণ ও কিস্তিতে ক্রয়ের জন্য আবেদন করবেন।

খ) বিনিয়োগ মঞ্জুরি লাভের পর গ্রাহক তার অংশের ইক্যুইটি ব্যাংক হিসাবে জমা করবেন এবং ব্যাংক তার অংশের টাকা যুক্ত করে নির্দিষ্ট সম্পদ ক্রয় করবে অথবা তৈরির জন্য গ্রাহককে দায়িত্ব অর্পণ করবে।

গ) বিনিয়োগের অর্থ সম্পদ বা পণ্যের সরবরাহকারীকে সরাসরি প্রদান করতে হবে। তবে শিরকাতুল মিল্‌ক হওয়ার কারণে এ পদ্ধতিতে মঞ্জুরিকৃত টাকা সরাসরি গ্রাহকের একাউন্টে কিংবা তাকে নগদও প্রদান করা যাবে।

ঘ) বিনিয়োগের অর্থ প্রস্তাবিত সম্পদ ক্রয় বা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজেই ব্যবহার করতে হবে।

ঙ) সম্পদ ক্রয় বা নির্মাণের পর ব্যাংক সম্পদে তার অংশটি গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেবে এবং একই সঙ্গে তা গ্রাহকের কাছে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে বিক্রি করবে।

চ) চুক্তি অনুসারে ব্যাংক সম্পদের মালিকানা ক্রমান্বয়ে গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করবে।

ছ) গ্রাহক সম্পদে ব্যাংকের অংশ ব্যবহারের বিপরীতে নির্দিষ্ট ভাড়া এবং সম্পদের মূল্যের কিস্তি পরিশোধ করবেন।

জ) প্রতিটি কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে গ্রাহক ক্রয়সূত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পদের কিস্তির সমপরিমাণ অংশের মালিক হবেন। ক্রমান্বয়ে সকল কিস্তি পরিশোধ করা হলে গ্রাহক সম্পদটির পূর্ণ মালিকানা লাভ করবেন।

ঝ) মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও বিনিয়োগ গ্রাহক ইচ্ছা করলে ব্যাংকের পাওনা অংশের পুরো টাকা পরিশোধ করে সম্পদের পুরো মালিকানা অর্জন করতে পারবেন।

ঞ) চুক্তির শর্তানুসারে বিনিয়োগ গ্রাহক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক বিনিয়োগকৃত সম্পদটি নিজ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে এবং তা বিক্রি ও হস্তান্তর করে ব্যাংকের পাওনা সমন্বয় করতে পারবে।

৩.৬.১৩ এইচপিএসএম বিনিয়োগে বন্ধক/জামানত গ্রহণ

এইচপিএসএম বিনিয়োগ আদায়ের নিশ্চয়তাস্বরূপ ব্যাংক গ্রাহকের যে কোনো সম্পদ জামানত হিসেবে নিতে পারে এবং চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে ব্যাংক উক্ত জামানত বিক্রয় করে বিনিয়োগের অর্থ সমন্বয় করে নিতে পারে।

৩.৬.১৪ ইজারা মুনতাহিয়া বিত্তামলিক

৩.৬.১৪.১ ইজারা (লিজ বা ভাড়ায় প্রদান)

ইজারা শব্দটি দ্বারা কোন সুনির্দিষ্ট বিনিময়ের বিপরীতে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য শরী'আহ্সম্মত সুনির্দিষ্ট উপকার লাভ করার নিমিত্তে কোন সম্পদ ভাড়া প্রদান করাকে বুঝায়।

৩.৬.১৪.২ ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক

ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচলিত 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক' এমন এক ধরনের ইজারা যেখানে ইজারাপ্রদানকারী (ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক ইজারাগ্রহীতা (গ্রাহক)-কে পর্যায়ক্রমে অথবা চুক্তির মেয়াদান্তে ইজারায় প্রদত্ত সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

৩.৬.১৪.৩ ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্র

'ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক' বা 'মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে সমাপ্ত ভাড়া চুক্তি' ভাড়াযোগ্য সম্পদে বিনিয়োগের একটি শরী'আহসম্মত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন ভাড়াযোগ্য সম্পদ বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়। ভাড়া (কিস্তি) নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত মূলধন ও কাঙ্ক্ষিত মুনাফা বিবেচনায় রাখা হয়। গ্রাহক দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ভাড়া পরিশোধ করেন। মেয়াদ শেষে ব্যাংক ভাড়াগ্রহীতা অর্থাৎ গ্রাহকের নিকট সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করে ও এভাবে চুক্তির সমাপ্তি ঘটে। ভাড়ার সব কিস্তি পরিশোধের পর নতুন হেবা চুক্তির মাধ্যমে বা প্রতীকী মূল্যে ও শেষ কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

৩.৬.১৪.৪ ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক বিষয়ক শর'ঈ নীতিমালা

ক) ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক চুক্তির পূর্বেই ব্যাংককে সংশ্লিষ্ট ইজারাযোগ্য সম্পদ অথবা এর ব্যবহারোপযোগিতা (usufruct)-এর ওপর মালিকানা অর্জন করতে হবে।

খ) শরী'আহ্র দৃষ্টিতে সম্পদ ক্রয় বা অন্য কোন পন্থায় মালিকানা লাভের পর ইজারা প্রদানের জন্য রেজিস্ট্রেশন পূর্বশর্ত নয়; চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমেও তা হতে পারে।

গ) ইজারাদাতার (ব্যাংকের) নিষেধ না থাকলে অথবা অনুমতিক্রমে ইজারাগ্রহীতা (গ্রাহক) অন্য কারো সাথে সমপরিমাণ ভাড়ায় অথবা কম বা বেশি ভাড়ায় কিংবা নগদ বা বাকীতে পুনঃইজারা প্রদান করতে পারবে।

ঘ) ইজারাদাতা (ব্যাংক) সম্পদ তার মূল মালিকের (যার কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে বা ইজারা নেয়া হয়েছে তার) কাছে কম, সমান অথবা বেশি ভাড়ায় পুনঃইজারা প্রদান করতে পারবে যদি তা তাৎক্ষণিক না হয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের পরে হয়।

ঙ) ব্যাংক গ্রাহকের সাথে যৌথভাবে সম্পদ ক্রয় করতে পারবে এবং পরবর্তীতে ব্যাংকের অংশটুকু গ্রাহকের নিকট ইজারা প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক সম্পদে তার মালিকানার অংশের আনুপাতিক হারে ভাড়া আরোপ করতে পারবে। যেহেতু গ্রাহক এই সম্পদের একজন যৌথ মালিক তাই তিনি সম্পদের কেবল ঐ অংশের ভাড়া প্রদান করবেন যে অংশের মালিক তিনি নন।

৩.৬.১৪.৫ ইজারাকৃত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

ক) ইজারাকৃত সম্পদটি অক্ষত থাকা শর্ত যাতে তা থেকে উপকার লাভ করা যায়। সম্পদটি শরী'আহ্ অনুমোদিত হতে হবে এবং তা শরী'আহ্ পরিপন্থী কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

খ) ইজারাগ্রহীতা ইজারাকৃত সম্পদ যত্ন সহকারে ব্যবহার করবেন। সম্পদের অপব্যবহার, সীমালঙ্ঘন অথবা অবহেলার কারণে যেন সম্পদের ক্ষতি না হয় তা ইজারাগ্রহীতাকে নিশ্চিত করতে হবে।

গ) ইজারাদাতার কারণে ইজারাগ্রহীতা সম্পদটি থেকে উপকার গ্রহণ করতে না পারলে এর জন্য দায়-দায়িত্ব ইজারাদাতাকে বহন করতে হবে।

ঘ) ইজারার মূল সম্পদটি অক্ষত থাকা অবস্থায় ইজারাগ্রহীতার অবহেলা, অপব্যবহার বা চুক্তি ভঙ্গের কারণে তা থেকে উপকার লাভের সুযোগ অংশিক বা সম্পূর্ণ নষ্ট হলে তা মেরামত করা ও পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব ইজারাগ্রহীতার। এ সময়ের ভাড়া প্রদান করা থেকে ইজারাগ্রহীতা অব্যাহতি পাবেন না।

ঙ) পরিবর্তনশীল ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়ার প্রথম কিস্তিটি সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং পরবর্তীতে ভাড়া কোন নীতির ভিত্তিতে ঠিক করা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা না দেয়।

চ) ভাড়ার কোন কিস্তি দেরিতে পরিশোধের কারণে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়/পরিশোধের শর্ত করা বৈধ নয়।

ছ) ইজারাগ্রহীতা যথাসময়ে ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ইজারাদাতার বাস্তব কোন ক্ষতি হলে সে জন্য ইজারাগ্রহীতার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যেতে পারে যা ব্যাংকের শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয়-ব্যবহার করা হবে।

৩.৬.১৪.৬ ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক চুক্তির পরিবর্তন

ক) ইজারাদাতা ইজারার সম্পদ তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার রাখেন। সে ক্ষেত্রে সম্পদের নতুন মালিক অবশিষ্ট সময়ের জন্য ইজারাগ্রহীতার কাছ থেকে ভাড়া পাবেন।

খ) ইজারার সম্পদটি ইজারাগ্রহীতার নিকট আমানত। অতএব, ইজারাগ্রহীতার সীমালঙ্ঘন, অবহেলা অথবা চুক্তিভঙ্গ ছাড়া তা ধ্বংস হয়ে গেলে ইজারাগ্রহীতাকে দায়ী করা যাবে না। তবে গ্রাহকের সীমালঙ্ঘন, অবহেলা অথবা চুক্তিভঙ্গের কারণে তা ধ্বংস হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে গ্রাহক অনুরূপ সম্পদ ক্ষতিপূরণ দিবেন। আর যদি অনুরূপ সম্পদ না পাওয়া যায় তাহলে ধ্বংসের সময় উক্ত সম্পদের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ইজারাদাতাকে প্রদান করবেন।

গ) ইজারার সম্পদ আংশিক ধ্বংস হওয়ায় সম্পদটি থেকে আংশিক উপকার লাভের সুযোগ নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতা ইজারা চুক্তি বাতিল করে দিতে পারেন। অবশ্য উভয়ের সম্মতিক্রমে ব্যবহারোপযোগী অংশের জন্য ভাড়া পুনর্নির্ধারণও করা যেতে পারে।

৩.৬.১৪.৭ ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক-এর ক্ষেত্রে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর

ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিকের ক্ষেত্রে ভাড়ায় প্রদানকৃত সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের পদ্ধতি/প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং তা ভাড়া চুক্তি থেকে স্বতন্ত্র ডকুমেন্টের মাধ্যমে নিম্নরূপ পদ্ধতিগুলোর যেকোন একটি পদ্ধতিতে হতে পারে-

ক) প্রকৃত মূল্য অথবা প্রতীকী মূল্যে বিক্রয়ের ওয়াদা কিংবা ভাড়া চুক্তির মেয়াদের মধ্যে অথবা ভাড়ার অবশিষ্ট মেয়াদে বাজার মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের ওয়াদা হতে পারে।

খ) হেবার ওয়াদা অথবা হেবা চুক্তিটি কিস্তি পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত হবে। উল্লিখিত ওয়াদা পূরণ ওয়াদাকারীর জন্য বাধ্যতামূলক (মুলযিম) হবে।

গ) চুক্তির মেয়াদের ভেতর কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়া ইজারা চুক্তি পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবে না।

ঘ) ইজারা চুক্তির মেয়াদ নির্ধারিত হবে।

ঙ) ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতার কাছে সম্পদ হস্তান্তর করতে বিলম্ব করলে উক্ত সময়ের জন্য ইজারাগ্রহীতার কাছ থেকে কোন ভাড়া আদায় করতে পারবেন না।

চ) বিক্রয় অথবা হেবার ওয়াদা করার মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তরের সকল ক্ষেত্রে মালিকানা হস্তান্তরের আলাদা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে ।

ছ) ভাড়ার সকল কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধের শর্তযুক্ত হেবা চুক্তির পাশাপাশি ইজারা চুক্তি করার ক্ষেত্রে চুক্তি দু'টি স্বতন্ত্র হবে। এক্ষেত্রে ভাড়ায় প্রদত্ত সম্পদের মালিকানা তখনই হস্তান্তরিত হবে যখন যাবতীয় শর্ত বাস্তবায়িত হবে। এখানে অন্য কোন চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন নেই। আর ইজারাগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ে ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে- যদি তা একটি কিস্তিও হয়, তবু মালিকানা হস্তান্তরিত হবে না- শর্ত বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে।

৩.৬.১৪.৮ ইজারা চুক্তির সমাপ্তি

ক) ইজারাগ্রহীতা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ইজারা চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখেন। এ ক্ষেত্রে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ (earnest money) অগ্রিম ভাড়া হিসেবে বিবেচিত হবে। ইজারাগ্রহীতার কারণে যদি ইজারা চুক্তি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে ইজারাদাতা সম্পূর্ণ অগ্রিম অর্থ নিয়ে নিতে পারবেন। তবে বাস্তব ক্ষতির চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে ইজারাদাতা তা ইজারাগ্রহীতাকে ফিরিয়ে দিবে।

খ) ইজারাদাতা সম্পদটি ইজারাগ্রহীতার কাছে বিক্রি করে দিলে ইজারা চুক্তি বাতিল হবে।

গ) ইজারার সম্পদটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলে ইজারা চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে।

ঘ) ইজারাগ্রহীতা ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে অথবা ভাড়া পরিশোধে বিলম্ব করলে ইজারা চুক্তি বাতিলের শর্তারোপ করা বৈধ।

ঙ) ইজারা চুক্তির মেয়াদ শেষে ইজারা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে অকল্যাণ রোধে যৌক্তিক কারণে তা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

৩.৬.১৫ শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে 'ইজারা' ও 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক' এর বৈধতা

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াসের মাধ্যমে 'ইজারা' ও 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক' এর বৈধতা পাওয়া যায়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে প্রাপ্ত বৈধতার দলিল

ক) 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের একজন বলল, হে আমার পিতা তাকে আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়া করুন। আপনি যাদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত করেন তাদের মধ্যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্তরাই উত্তম।" (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১১.ক)

খ) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আপনি চাইলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।" (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১১.খ)

গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে, সে যেন অবশ্যই তার মজুরী সম্পর্কে তাকে অবহিত করে।" (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১১.গ)

ঘ) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই মজুরী প্রদান কর।" (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১১.ঘ)

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী মজুরীর বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করা বৈধ। একইভাবে নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কোন সম্পদ থেকে সেবা গ্রহণ করাও বৈধ।

ঙ) ইজারা শরী'আহ্সম্মত হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের ইজমা হয়েছে। মানুষের উপকারার্থেই ইজারার বিধান এসেছে।

চ) ইজারা মুনতাহিয়া বিত্ তামলিক সাধারণ ইজারা থেকে ভিন্ন কোন ইজারা নয়। এখানে শুধুমাত্র একটি অতিরিক্ত চুক্তি করা হয় যার মাধ্যমে ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতাকে ইজারা চুক্তি সমাপ্তিকালে ঐ বস্তুর মালিকানা হস্তান্তর করেন।

৩.৭ মুশারাকা

আরবি شركة (শিরকাত) শব্দ থেকে 'মুশারাকা' পরিভাষাটি উদ্ভূত হয়েছে। শিরকাত বলতে বুঝায় অংশীদারি কারবার। এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রির পরিবর্তে তাকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করতে পারবে।

মুশারাকা হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে এক ধরনের অংশীদারিত্বের চুক্তি। এখানে সকল অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করবে এবং তাদের সবাই বা কেউ কেউ ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে সকল অংশীদারের মধ্যে বণ্টিত হবে আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে তা সকলকে বহন করতে হবে।

৩.৭.১ ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত মুশারাকার বৈশিষ্ট্য

ক) মুশারাকা একটি যৌথমূলধনী কারবার যেখানে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক উভয়েই মূলধন ও কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ) অর্জিত লাভ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে।

গ) ব্যবসায়ের প্রকৃত লোকসান মূলধন অনুপাতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ে বহন করবে।

ঘ) মুশারাকা কারবারের হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার আগেই কোনো অংশীদারকে অনুমানের ভিত্তিতে লাভ আগাম দেয়া যাবে। তবে আগাম দেয়া লাভ হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকৃত লাভ-ক্ষতির সাথে সমন্বয় করতে হবে।

ঙ) অব্যবস্থাপনা, চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ, বিশ্বাস ভঙ্গ ইত্যাদি কারণে কোনো ক্ষতি হলে দায়ী পক্ষকে তা বহন করতে হবে।

চ) ব্যাংক মুশারাকা কারবারের চুক্তিতে যে কোনো যুক্তিসঙ্গত ও শরী'আহসম্মত শর্ত আরোপ করতে পারবে।

ছ) বিনিয়োগ গ্রাহক যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করবেন। ব্যাংক নিজে অথবা মনোনীত নিরীক্ষক দিয়ে এই হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ করতে পারবে।

৩.৭.২ মুশারাকা বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল

আল্লাহ তা'আলার বাণী

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন-

"অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের ওপর নিশ্চিত জুলুম করে। একমাত্র ঈমানদার ও সৎকর্মশীলরা এরূপ নয় এবং এদের সংখ্যা কম।" (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১২.ক)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ অংশীদারদের অংশীদারি কারবারকে অনুমোদন দিয়েছেন। অংশীদারি বা মুশারাকা ব্যবসা অবৈধ হলে আল্লাহ তা'আলা তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুইজন অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয়জন হিসেবে ততক্ষণ অবস্থান করি যতক্ষণ তারা একে অন্যের সাথে খিয়ানত না করে। তাদের মধ্যে কেউ তার সাথী (অংশীদার)-এর সাথে খিয়ানত করলে আমি তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাই।" (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১২.খ)

সাইব ইবন আবি সাইব আল্ মাখযুমী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়্যত লাভের পূর্বে তার ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন সাইব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেছিলেন-

"আমার ভাই ও আমার অংশীদারকে স্বাগত যিনি তার অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধ ও বিবাদে লিপ্ত হন না।" (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১২.গ)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দু'জন অংশীদারের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত থাকে যতক্ষণ তাঁরা একে-অন্যের খিয়ানত না করে।" (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১২.ঘ)

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে অংশীদারি কারবারের বৈধতা প্রমাণিত হয়। অংশীদারি কারবার অবৈধ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে তা করতে নিষেধ করতেন। তিনি অংশীদারি কারবারকে অবৈধ বলেননি; বরং বলেছেন, যেসব অংশীদার খিয়ানত করে না তাদের ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।

৩.৭.৩ মুশারাকার প্রকারভেদ

'মুশারাকা' বলতে সাধারণত শিরকাতুল আকদকে বুঝায়। 'শিরকাতুল আকদ' হল চুক্তিভিত্তিক অংশীদারি ব্যবসা (partnership business)। শিরকাতুল আকদ প্রধানত চার প্রকার। যথা-

ক. শিরকাতুল মুফাওয়াদা (شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ)

খ. শিরকাতুল 'ইনান (شِرْكَةُ الْعِنَانِ)

গ. শিরকাতুল আবদান (شِرْكَةُ الْأَبْدَانِ)

ঘ. শিরকাতুল উজুহ (شِرْكَةُ الْوُجُوْهِ)

নিম্নে শিরকাতুল আকদের প্রত্যেক প্রকারের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হলঃ

৩.৭.৩.১ শিরকাতুল মুফাওয়াদা (সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব)

ব্যবসায়ে অংশীদারদের পুঁজি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমতা থাকলে তাকে শিরকাতুল মুফাওয়াদা বা সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলে। সম-অংশীদারি কারবারে সকল অংশীদারের মূলধন, লাভ-লোকসান ও দায়িত্ব-কর্তব্য সমান হয়।

৩.৭.৩.২ শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারিত্ব)

অসম অংশীদারিত্বকে শিরকাতুল ইনান বলা হয়। এক্ষেত্রে মূলধন (equity), ব্যবস্থাপনা ও লাভে সমান অংশীদারিত্ব বাধ্যতামূলক নয়। একজনের চেয়ে অন্যের মূলধন বেশি বা কম হতে পারে। একজন অংশীদারকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়াও বৈধ। লাভ সমানভাবে বণ্টিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়, বরং চুক্তিতে উল্লেখিত অনুপাতে লাভ বণ্টিত হবে। তবে কোনো লোকসান হলে তা মূলধনের অনুপাতে অংশীদারদের বহন করতে হবে। এ পদ্ধতিতেই অধিকাংশ অংশীদারি ব্যবসা (partnership business) পরিচালিত হয়ে থাকে।

৩.৭.৩.৩ শিরকাতুল আবদান (শ্রম ও দক্ষতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব)

শ্রম ও দক্ষতাকে পুঁজি করে পরিচালিত অংশীদারি ব্যবসাকে শিরকাতুল আবদান বলা হয়। এ পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা পক্ষ একটি অংশীদারি (partnership) ব্যবসা করে। তারা নিজেদের শ্রম ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করবে এবং চুক্তি অনুযায়ী তাদের মাঝে লাভ ভাগ করে নিবে।

৩.৭.৩.৪ শিরকাতুল উজুহ (সুনামভিত্তিক অংশীদারিত্ব)

অংশীদারদের সুনামকে পুঁজি করে যে অংশীদারি ব্যবসা পরিচালিত হয়, তাকে শিরকাতুল উজুহ বলা হয়। এ ধরনের কারবারে একাধিক ব্যক্তি কোনো পুঁজি বা মূলধন ছাড়াই কেবল তাদের সুনাম ও ব্যবসায়ী মহলে তাদের বিশ্বস্ততাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে অন্যের নিকট থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয়পূর্বক নগদে বিক্রি করার মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে এবং তা থেকে অর্জিত লাভ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেয়। ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদারের মালিকানা তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারণ করা, সেভাবে লাভ ভাগ করে নেয়া এবং সে অনুযায়ী লোকসান বহন করাই শিরকাতুল উজুহ-এর মূলকথা।

৩.৭.৪ ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে মুশারাকার প্রয়োগ

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে শিরকাতুল ইনান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে গ্রাহক এবং অবশিষ্ট অংশ প্রদান করে ব্যাংক। একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুশারাকা হলে অন্যান্য অংশীদারের মতো ব্যাংকও পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে। ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণত গ্রাহকের ওপর থাকে। তবে ব্যাংক ইচ্ছা করলে ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারে। ব্যবসায়ে লাভ হলে তা চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাতে ব্যাংক ও অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয় আর লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে ব্যাংক ও অন্যান্য অংশীদার তা বহন করে। ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রয়োগের দিক থেকে মুশারাকা দু'প্রকার হতে পারে-

ক. মুশারাকা মুস্তামির্‌রা (اَلْمُشَارَكَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ) বা চলমান মুশারাকা

খ. মুশারাকা মুতানাকিছা (اَلْمُشَارَكَةُ الْمُتَنَاقِصَةُ) বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা

এ দু'প্রকার মুশারাকার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

৩.৭.৪.১ মুশারাকা মুস্তামির্‌রা (চলমান মুশারাকা)

কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট না করে মুশারাকা চুক্তি করা হলে তাকে মুশারাকা মুসতামির্‌রা বা চলমান মুশারাকা বলা হয়। এ পদ্ধতিকে মুশারাকা তাম্মা (اَلْمُشَارَكَةُ التَّامَّةُ) বা পূর্ণাঙ্গ মুশারাকা এবং মুশারাকা দাইমা (اَلْمُشَارَكَةُ الدَّائِمَةُ) বা স্থায়ী মুশারাকা (permanent musharaka)-ও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোনো ব্যবসায়ী বা কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করবে। লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক তার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করবে আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে তা বহন করবে। এ ধরনের মুশারাকা চুক্তিতে কোনো মেয়াদ উল্লেখ থাকে না।

এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তার মাধ্যমে কোনো প্রকল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার জন্য অর্থায়ন করতে পারবে। মূলধনের শেয়ার অর্জন করার মাধ্যমেও ব্যাংক কোনো চলতি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়ার অধিকার থাকবে। এ জাতীয় স্থায়ী মুশারাকা সাধারণত বৃহৎ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে করা হয়। তবে ব্যাংক ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রাহকদেরকে অর্থায়নের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবে।

৩.৭.৪.২ মুশারাকা মুতানাকিছা (ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা)

মুশারাকা মুতানাকিছা এমন এক ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে অংশীদারদের কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের অংশ ক্রমান্বয়ে ক্রয়ের অঙ্গীকার করে থাকে।

মুশারাকা মুতানাকিছা বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকায় ব্যাংক তার মূলধনের অংশ গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে থাকে। নির্দিষ্ট কিস্তিতে গ্রাহক ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করেন এবং ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের মালিকানা হ্রাস পায় ও গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পায়। ফলে, একপর্যায়ে গ্রাহক প্রকল্পের সম্পূর্ণ মালিক হয়ে যান। আর গ্রাহক কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তাতে কোনো লাভ হলে তা চুক্তি অনুয়ায়ী ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে বণ্টিত হবে এবং লোকসান হলে মূলধনের অনুপাতে তা উভয়ে বহন করবে। এ ধরনের মুশারাকায় সাধারণত ব্যাংকের মালিকানা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার অনুপাতে মুনাফায় তার অংশও হ্রাস পেতে থাকে।

৩.৭.৫ মুশারাকা মুতানাকিছার কতিপয় শর'ঈ দিক

মুশারাকা মুতানাকিছা পদ্ধতিতে সাধারণ মুশারাকার বিধানাবলি পরিপালনের পাশাপাশি মুশারাকা মুতানাকিছার নিয়মাবলিও পরিপালন করতে হবে। এক্ষেত্রে পালনীয় মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ-

ক) এ ধরনের মুশারাকা চুক্তি দু'পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হবে এবং মূলধনে উভয় পক্ষের অংশ থাকবে। কারবারে লাভ হলে চুক্তি মোতাবেক উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে এবং লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে উভয়পক্ষ বহন করবে।

খ) কোনো একপক্ষ অপর পক্ষের অংশ ক্রমান্বয়ে ক্রয় করে নেবে মর্মে বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার করবে। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে একপক্ষ অপর পক্ষের প্রতিটি অংশের মালিকানা অর্জন করবে। এ চুক্তি ইজাব-কবুলের মাধ্যমে লিখিত হতে পারে আবার লিখিত না হয়ে মালিকানা আদান-প্রদানের বিষয় পরস্পরকে অবহিত করার মাধ্যমেও হতে পারে।

গ) কোনো একপক্ষের জন্য অপর পক্ষের অংশ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত ভাড়ায় নেয়াও বৈধ।

ঘ) প্রত্যেক অংশীদার তার অংশের অনুপাতে সম্পদের মেরামত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কোনো এক পক্ষ কর্তৃক বীমা, মেরামত ও অন্যান্য খরচ বহন করবে মর্মে শর্তারোপ করা যাবে না; বরং তা আনুপাতিক হারে উভয়পক্ষ বহন করবে।

ঙ) উভয়পক্ষ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মুনাফা বন্টনের অনুপাত নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ মুনাফায় কার কত অংশ তার অনুপাত নির্ধারিত হবে। মূলধনের পরিমাণের উপর নির্ধারিত হারে মুনাফা বন্টনের শর্ত করা বৈধ নয়।

চ) চুক্তিপত্রে অংশীদারদের সকল দায়িত্ব-কর্তব্য পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩.৭.৬ মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট শর'ঈ দিকসমূহ

মুশারাকা বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক অংশীদারের অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। আবার অংশীদারগণ যে কোনো এক বা একাধিক অংশীদারকেও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি উল্লেখ করা হলো:

ক) মুশারাকা কারবারে প্রত্যেক অংশীদার নিজের পক্ষ থেকে এবং অন্যান্য অংশীদারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) মুশারাকা কারবারের প্রত্যেক অংশীদার কারবারের ব্যবস্থাপনার কাজ যেমন: পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি সম্পাদন করতে পারেন। আবার কোনো একজন অংশীদারও তা সম্পাদন করতে পারেন। যদি একজন অংশীদার সম্পাদন করেন তা হলে তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বেতন-ভাতার অধিকারী হবেন।

গ) অংশীদারগণ কারবারের কাজের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবেন এবং শ্রমিকের পারিশ্রমিক কারবার থেকে বহন করতে হবে।

ঘ) মুশারাকা বিনিয়োগে সকল অংশীদারের সম্মতি ছাড়া কোনো একজন অংশীদার ব্যবসায়ের জন্য ঋণ গ্রহণ এবং ব্যবসায়ের তহবিল হতে তৃতীয় পক্ষকে ঋণ ও দান-অনুদান প্রদান করতে পারবেন না।

৩.৭.৭ মুশারাকার মূলধন-সংশ্লিষ্ট শর'ঈ দিকসমূহ

ক) মুশারাকার মূলধন হতে হবে নগদ অর্থে। তবে ব্যবসার শুরুতেই মূল্য নির্ধারণপূর্বক পণ্যকেও মুশারাকার মূলধন হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

খ) মুশারাকা মূলধনের পরিমাণ ও ধরন নির্দিষ্ট হতে হবে।

গ) কোনো অংশীদারের মালিকানাধীন সম্পদকে মুশারাকার মূলধন হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, তবে উক্ত সম্পদের স্বত্ব ত্যাগ করে মুশারাকা ব্যবসায়ে প্রদান করা হলে অসুবিধা নেই।

ঘ) মুশারাকা ব্যবসায়ে কোনো অংশীদারের বিশেষ কোনো সম্পদকে মিশ্রিত করা বৈধ নয়।

ঙ) শিরকাতুল মুফাওয়াদা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে সকল অংশীদারের মূলধন সমান হওয়া শর্ত নয়।

৩.৭.৮ মুশারাকার লাভ-লোকসান বন্টনসংশ্লিষ্ট শর'ঈ দিকসমূহ

ক) মুশারাকা চুক্তিতে লাভ-লোকসান বন্টনের নীতিমালা পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট হতে হবে।

খ) অংশীদারদের কেউ মুশারাকা কারবারে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন অথবা কার্যাবলি বাস্তবায়নের কাজ করলে এসব কাজের বিপরীতে পারিশ্রমিক হিসেবে তার জন্য লভ্যাংশ নির্ধারণ করা যাবে। অবশিষ্ট অংশীদারগণ সবার সম্মতির ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে লভ্যাংশ পাবেন।

গ) মুশারাকা কারবারে বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে লভ্যাংশ আনুপাতিক হারে যেমন-অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ কিংবা শতকরা হারে যেমন- ৩০%, ৪০%, ৫০% ইত্যাদি নির্ধারণ করা যাবে।

ঘ) মুশারাকা ব্যবসায়ে লোকসান হলে এবং এ লোকসান ব্যবসা পরিচালনাকারী অংশীদারদের অবহেলা কিংবা চুক্তির শর্তাবলির পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপের জন্য না হয়ে থাকলে সকল অংশীদার মূলধনের অংশ অনুপাতে তা বহন করবেন। এক্ষেত্রে তাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হলেও চুক্তিতে লোকসানের অংশ বহনে অন্য কোন হার বা অনুপাত নির্ধারণ করা যাবে না।

ঙ) ব্যবসায়ে লোকসান হলে অংশীদারদের মধ্যে যিনি পরিচালনার দায়িত্বে আছেন তার ওপর সব ক্ষতির বোঝা চাপানো যাবে না। তবে ক্ষতি তার অনৈতিকতা, অবহেলা বা অব্যবস্থাপনার কারণে হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তার নিকট থেকে আদায় করা যাবে।

চ) মুশারাকা ব্যবসায়ে লাভ হলে কে কত অংশ পাবেন তা চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কোনো পক্ষের জন্য থোক (lump sum) আকারে লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ লাভের অনুপাত বা শতকরা হার নির্ধারণ করতে হবে।

ছ) মুশারাকা ব্যবসায়ে লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে তা উভয়পক্ষকে বহন করতে হবে। চুক্তিবলে লোকসান থেকে কোনো পক্ষের অব্যাহতি প্রদান বৈধ নয়। যেমন-এই মর্মে কোনো পক্ষের মুশারাকা চুক্তি করা যে, তিনি ব্যবসায়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি সরবরাহ করবেন আর মাসে মাসে কিংবা বছরে ব্যবসার আয় থেকে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা দেয়া হবে কিন্তু তার পুঁজি অক্ষত থাকবে। এরূপ চুক্তি করা মুশারাকার শর'ঈ নীতির পরিপন্থী।

৩.৭.৯ মুশারাকা চুক্তির সমাপ্তি

ক) মুশারাকা কারবারের লক্ষ্য অর্জিত হলে কারবার সমাপ্ত করা যাবে।

খ) মুশারাকা চুক্তির শর্তানুযায়ী একপক্ষ অপরপক্ষকে নোটিশ প্রদান করে কারবার সমাপ্ত করতে পারবে।

গ) মুশারাকা কারবারের কোনো পক্ষ মৃত্যুবরণ করলে অথবা কোনো পক্ষ কার্যকরভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়লে উক্ত কারবার সমাপ্ত হয়ে যাবে।

ঘ) কারবার সমাপ্তকরণের সময় সকল সম্পদ নগদ আকারে থাকলে তাঁরা নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী বণ্টন করে নেবেন।

ঙ) কারবার সমাপ্তকরণের সময় সম্পদ নগদ অর্থের আকারে না থাকলে সে ক্ষেত্রে সকল সম্পদকে নগদে রূপান্তর করতে হবে। অথবা সম্পদ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই বণ্টন করে নিতে হবে। সম্পদ নগদে রূপান্তর করা এবং না করা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হলে সম্পদ নগদে রূপান্তর না করার বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু সম্পদটি ভাগ করা সম্ভব না হলে, তা বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ বণ্টন করতে হবে।

চ) কারবারের একপক্ষ মুশারাকা কারবারের সমাপ্তি চাইলে আর অপর পক্ষ কারবার চালু রাখতে চাইলে উভয়ের সম্মতিক্রমে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের অংশ ক্রয় করে নিয়ে কারবার চালু রাখতে পারবেন। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমেই বিক্রীত/ক্রয়কৃত অংশের মূল্য নির্ধারিত হবে।

৩.৭.১০ মুশারাকা কারবারে ক্ষতিপূরণ আরোপ

মুশারাকা চুক্তিপত্রে এরূপ ধারা সংযুক্ত করা বৈধ যে, কারবারের কোনো পক্ষ মুশারাকার নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অপর পক্ষের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন।

৩.৭.১১ মুশারাকা বিনিয়োগে বন্ধক/জামানত গ্রহণ

মুশারাকা কারবারে অংশীদারদের কাছ হতে জামানত/বন্ধক নেয়া যাবে।

৩.৭.১২. মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিল (এমডিবি)

প্রচলিত ব্যাংকের ইনল্যান্ড বিল পারচেজ (IBP) পদ্ধতির পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংক মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিল (MDB) পদ্ধতি অনুশীলন করে যা রপ্তানি পরবর্তী অর্থায়ন হিসেবে বিবেচিত হয়। ইস্যুকারী ব্যাংকের স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর শাখা গ্রাহকের অনুকূলে মুশারাকা বিনিয়োগ প্রদান করে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মুশারাকা ডিলে গ্রাহকের আনুপাতিক অংশীদারিত্ব ও লভ্যাংশের অনুপাত চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণ পরবর্তী (post shipment) পর্যায়ে যখন গ্রাহক (রপ্তানিকারক) মালামাল তৈরি করে জাহাজীকরণ সম্পন্ন করার পর ব্যাংকে এক্সপোর্ট বিলের অর্থ পাওয়ার জন্য বিল জমা দিবেন তখন ব্যাংক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিলের পরিবহণ ব্যয়, জাহাজ ভাড়া, ফ্যাক্টরি ভাড়া ও শ্রমিকের বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক দেনা মেটানোর উদ্দেশ্যে গ্রাহক বিনিয়োগের জন্য আবেদন করেন। তিনি তার ব্যবসার শেষ প্রান্তে এসে ব্যাংককে তাতে শরিক হওয়ার প্রস্তাব করলে ব্যাংক তাতে শরিক হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মুশারাকা ডিল/চুক্তিতে গ্রাহকের অংশীদারিত্ব ও লভ্যাংশের অনুপাত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এটি কারো চলমান ব্যবসায়ে কাউকে শরিক/অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সাথে তুলনীয়। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পালন করতে হবে-

১. বিল আদায়ের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি থাকে অংশীদার হিসেবে ব্যাংক তা বহন করতে সম্মত হবে।

২. ব্যাংকের ইক্যুইটি রপ্তানিকৃত মালামাল তৈরি ও রপ্তানি করতে যেসব খরচ হয় সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সেসব খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৩. মুশারাকার অন্যান্য সাধারণ নীতিমালা মেনে চলতে হয়।

এক্ষেত্রে প্রথমেই অর্থাৎ এলসি প্রাপ্তির সময়েই মুশারাকা চুক্তি করে নেয়া সর্বোত্তম এবং মুশারাকার শর'ঈ নীতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাংক প্রথমেই গ্রাহকের সাথে মুশারাকা চুক্তি করে রাখার চেষ্টা করবে এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন তা কার্যকর করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ব্যবসার শেষ প্রান্তে গিয়ে ব্যাংক যখন তহবিল (ইক্যুইটি) দেয় তখন মুশারাকা চুক্তি সম্পাদন করবে।

৩.৮ মুদারাবা

আরবি ضَرْبٌ (দারব) শব্দ থেকে 'মুদারাবা' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। দারব শব্দের অর্থ হলো সফর বা ভ্রমণ করা। মুদারাবা বলতে বুঝায় ব্যবসার জন্য সফর করা। ইসলামী শরী'আহ্র পরিভাষায়, মুদারাবা এমন এক ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তা বহন করতে হয়।

৩.৮.১ ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুদারাবার বৈশিষ্ট্য

ক) মুদারাবা কারবারে দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ সাহিবুল মাল বা মূলধন সরবরাহকারী এবং অপর পক্ষ মুদারিব বা মূলধন পরিচালনাকারী।

খ) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক সাহিবুল মাল হিসেবে মূলধনের যোগান দিবে আর গ্রাহক মুদারিব হিসেবে কারবার পরিচালনা করবেন। উল্লেখ্য, জমাগ্রহণের ক্ষেত্রে জমাকারী সাহিবুল মাল হিসেবে মূলধন যোগান দিবেন আর মুদারিব হিসেবে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করবে।

গ) ব্যাংক সাহিবুল মাল হিসেবে কারবার ব্যবস্থাপনায় অংশ নিবে না। তবে ব্যবসায়ে তদারকি এবং পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারবে।

ঘ) ব্যবসায়ের লাভ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বণ্টিত হবে।

ঙ) মূলধনের প্রকৃত ক্ষতি সাহিবুল মাল হিসেবে ব্যাংক বহন করবে।

চ) মুদারিব হিসেবে গ্রাহক কর্তৃক চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন, অবহেলা, অব্যবস্থাপনা বা বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে ব্যাংক তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে।

ছ) ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া গ্রাহক অন্য কোনো উৎস থেকে ব্যবসায়ের মূলধন নিতে পারবেন না। নিলে তা তার ব্যক্তিগত ঋণ বলে গণ্য হবে।

জ) মুদারিব কারবার থেকে লাভের নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোনো পারিশ্রমিক বা ভাতা কিংবা নিজস্ব কোনো খরচ নিতে পারবেন না। তবে কারবার পরিচালনার কাজে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য খরচ নিতে পারবেন।

ঝ) চুক্তির মেয়াদ শেষে লাভ-লোকসান হিসাব চূড়ান্ত করে কারবার সমাপ্ত করতে হবে।

৩.৮.২ মুদারাবা বৈধ হওয়ার দলিল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুদারাবা কারবারের প্রচলন ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অনুমোদন করেছেন।

আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করলে মুদারিবের ওপর শর্ত আরোপ করতেন যে, তার পণ্য নিয়ে মুদারিব সমুদ্রপথে যাতায়াত করবেন না, তা নিয়ে কোন উপত্যকায় অবস্থান করবেন না এবং কোন জীবন্ত প্রাণী ক্রয় করবেন না। এরূপ করলে তিনি দায়ী থাকবেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক এরূপ শর্ত করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হলে তিনি তা বৈধ বলেছেন। (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১৩)

বস্তুত ইসলাম-পূর্ব যুগে মুদারাবা কারবারের প্রচলন ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরেও তা চালু ছিল। তিনি উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবসা করতে নিষেধ করেননি এবং কোনোরূপ শর্তারোপ করেননি। বরং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মুদারিবের প্রতি যে শর্ত আরোপ করতেন তিনি তা-ও অনুমোদন করেছিলেন।

৩.৮.৩ মুদারাবার প্রকারভেদ

মুদারাবা দু'ধরনের-

ক. মুদারাবা মুতলাকাহ (مُضَارَبَةٌ مُطْلَقَةٌ) বা সাধারণ মুদারাবা

খ. মুদারাবা মুকাইয়্যাদাহ্ (مُضَارَبَةٌ مُقَيَّدَةٌ) বা শর্তযুক্ত মুদারাবা

৩.৮.৩.১ মুদারাবা মুতলাকাহ (সাধারণ মুদারাবা)

যে মুদারাবা কারবারে মুদারিবের ওপর কোনো শর্ত আরোপ করা হয় না বা মুদারিব স্বাধীনভাবে কারবার পরিচালনা করতে পারেন তাকে মুদারাবা মুতলাকাহ বা সাধারণ মুদারাবা বলা হয়।

৩.৮.৩.২ মুদারাবা মুকাইয়্যাদাহ্ (শর্তযুক্ত মুদারাবা)

মুদারাবা কারবারে মুদারিবের ওপর কোনো শর্ত আরোপ করা হলে তাকে মুদারাবা মুকাইয়্যাদাহ অর্থাৎ শর্তযুক্ত (restricted) মুদারাবা বলা হয়। এ ধরনের মুদারাবা কারবারে সাহিবুল মাল কর্তৃক মুদারিবকে ব্যবসায়ের ধরন, মেয়াদ, স্থান ইত্যাদি শর্ত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। মুদারিব শর্ত ভঙ্গ করলে এবং এজন্য ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে এ ক্ষতি তাকেই বহন করতে হবে।

৩.৮.৪ মুদারাবা কারবারের শর্তাবলি

মুদারাবা কারবার শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এ শর্তগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. মূলধনের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

খ. লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি।

৩.৮.৪.১ মূলধনের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

ক) মুদারাবার মূলধন নগদ অর্থ হতে হবে। কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদও মুদারাবার মূলধন হতে পারে। তবে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কিংবা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথভাবে মূল্য নির্ধারণ করে তা চুক্তিতে মূলধন হিসেবে উল্লেখ করা যাবে। সম্পদের মূল্য নির্ণয় করে চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা না হলে গারার (অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা) থাকার কারণে তা বৈধ হবে না।

খ) মূলধনের পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কেননা, মূলধনের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট না থাকলে মুদারাবা চুক্তি শেষ হওয়ার পর তার মূলধন ফেরত নেয়ার সময় বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে।

গ) ব্যবসা শুরু করতে ও মুদারাবা চুক্তি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় মূলধনের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদারিবের কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং তাকে মূলধন ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে।

ঘ) মূলধনের ওপর সাহিবুল মালের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান থাকলে উক্ত মূলধন দ্বারা মুদারাবা কারবার শুদ্ধ হবে না।

ঙ) মুদারিবের কাছে সাহিবুল মালের প্রাপ্য কিংবা অন্য কারো কাছে সাহিবুল মালের প্রাপ্য ঋণকে মুদারাবা মূলধন হিসেবে গণ্য করা বৈধ হবে না।

৩.৮.৪.২ লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

ক) মুদারাবা চুক্তিতে লাভের অনুপাত বা লাভের কত অংশ মুদারিবের এবং কত অংশ সাহিবুল মালের তা উল্লেখ করা আবশ্যক।

খ) লাভের অনুপাতের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ বা মূলধনের ওপর শতকরা নির্দিষ্ট হারে লাভ নির্ধারণ করা বৈধ নয়।

গ) মুদারাবা কারবার সংশ্লিষ্ট কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ যা মুদারিব ব্যবস্থাপক হিসেবে সম্পাদন করবেন এর জন্য তাকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেয়া বৈধ। তবে মুদারাবা কারবারে মুদারিবের জন্য লাভের অংশ ও পারিশ্রমিকের অংশ একত্র করা বৈধ নয়। অর্থাৎ পুঁজি ব্যবহারকারী হিসেবে মুদারিব লাভের কত অংশ এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে কত পারিশ্রমিক পাবেন তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ঘ) মুদারাবা চুক্তি করার সময়ই লাভ বণ্টনের অনুপাত নির্ধারণ করতে হবে। অনুরূপভাবে উভয়ের সম্মতিক্রমে পরবর্তীতে লাভ বণ্টনের অনুপাত পরিবর্তন করা বৈধ।

ঙ) চুক্তির সময় লাভ বণ্টনের অনুপাত উল্লেখ না করা হলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী লাভ বণ্টন করা হবে। আর কোনো প্রচলিত নিয়ম না থাকলে মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গ বা ফাসিদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মুদারিব তার পারিশ্রমিকের মূল্য পাবেন। মুদারিব যে কাজ করেছেন অনুরূপ কাজের জন্য অন্যরা যেমন পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন তিনিও ততটা পাবেন।

চ) কোনো পক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ পাওয়ার শর্ত আরোপপূর্বক মুদারাবা চুক্তি করলে সে চুক্তি ফাসিদ (অশুদ্ধ) বলে গণ্য হবে। কিন্তু এরূপ শর্ত করা যে, লাভের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উভয়ের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগাভাগি করে নেয়া হবে আর উক্ত পরিমাণের বেশি লাভ অর্জিত হলে তা মুদারিব বা সাহিবুল মালের কোনো একপক্ষ পাবেন, তাহলে এটা বৈধ।

ছ) সাহিবুল মালের জন্য এটা বৈধ হবে না যে, তিনি দুই অংশে বিভক্ত করে মুদারিবকে মূলধন প্রদান করবেন এই শর্তে যে, এক অংশের লাভ তার নিজের এবং অপর অংশের লাভ মুদারিবের। তাঁর জন্য এরূপ করাও বৈধ নয় যে, চুক্তির এক মেয়াদের লাভ সাহিবুল মালের এবং অপর মেয়াদের লাভ মুদারিবের কিংবা একটি ব্যবসায়িক ডিলের লাভ তার আর অপরটির লাভ মুদারিবের।

জ) মূলধন অক্ষত থাকা ব্যতীত মুদারাবার লাভ ধর্তব্য হবে না। এ ছাড়া পূর্বের ক্ষতিকে পরবর্তী লাভের সাথে সমন্বয় করা যাবে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষে মোট লাভের ভিত্তিতে প্রকৃত লাভ নির্ণয় করা হবে।

ঝ) মুদারাবা কারবারের শেষে হিসাবান্তে ক্ষতি পরিলক্ষিত হলে তা মূলধন হতে বাদ দেয়া হবে। এটা মূলধনের ক্ষয় হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং তা মুদারিবকে বহন করতে হবে না। তবে মুদারিবের সীমালঙ্ঘন ও অবহেলার কারণে ক্ষতি হলে তা তাকেই বহন করতে হবে।

ঞ) মুদারাবা ব্যবসার আয়-ব্যয় সমান হলে সাহিবুল মাল তার মূলধন বুঝে নেবেন। এমতাবস্থায় মুদারিব কিছুই পাবেন না।

ট) মুদারিব তার কোনো সম্পদ মুদারাবা ব্যবসার সাথে একীভূত করে ফেললে নিজের সম্পদের দ্বারা ব্যবসায়ের অংশীদার এবং অন্যের (সাহিবুল মালের) সম্পদ দ্বারা মুদারিব বিবেচিত হবেন। মুদারিব তাঁর নিজস্ব পুঁজির মাধ্যমে অংশীদার হিসেবে লাভ পাবেন এবং মুদারাবা কারবারের লাভ তার ও সাহিবুল মালের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

৩.৮.৪.৩ অন্যান্য শর্ত

ক) মুদারাবা চুক্তির মেয়াদ উল্লেখ করা মুদারাবার শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, মুদারাবা এমন চুক্তি যা যে কোনো সময় বাতিল করা যায়।

খ) মুদারাবা চুক্তি সম্পাদন এবং মুদারিব কর্তৃক মূলধন বুঝে নেয়ার পর মুদারিবের অবস্থা হবে আমানত গ্রহণকারী বা ট্রাস্টির মতো। চুক্তি লঙ্ঘন ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কারবারে ক্ষতি হলে বা মূলধন খোয়া গেলে তাকে তা বহন করতে হবে না।

গ) সাহিবুল মালের অনুমতি ব্যতীত মুদারিব মূলধন পুনরায় অন্য কারো কাছে বিনিয়োগ করতে পারবেন না। তিনি এরূপ করলে তা সীমালঙ্ঘন (চুক্তির লঙ্ঘন) বলে বিবেচিত হবে।

ঘ) মুদারিব তার ব্যক্তিগত খরচাদি নিজের তহবিল হতে বহন করবেন। এ ছাড়া লাভের যে অনুপাত চুক্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তার অতিরিক্ত কিছুই মুদারিব পাবেন না। কিন্তু সাহিবুল মাল মুদারিবকে অনুমতি প্রদান করলে প্রচলিত নিয়ম-রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন খরচ মুদারাবা মূলধন থেকেই বহন করা বৈধ হবে।

ঙ) মুদারাবা চুক্তিতে এমন কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না যে, মুদারিব সাহিবুল মালকে মূলধন ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন বা কারবারে লোকসান হলেও তাকে মূলধন ফেরত দিতে হবে। কিন্তু মুদারিব কর্তৃক কারবার পরিচালনায় অবহেলা, সীমালঙ্ঘন ও নৈতিক স্খলনজনিত কারণে ক্ষতি হলে তা সাহিবুল মাল বহন করবেন না অর্থাৎ মুদারিব সাহিবুল মালকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন, এরূপ শর্ত করা বৈধ।

চ) মুদারাবার ক্ষেত্রে মুদারিব হতে জামানত/বন্ধক নেয়া যাবে।

৩.৮.৫ মুদারিবের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

ক) মুদারাবা চুক্তির উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করার জন্য মুদারিব তার সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা, মেধা ও শক্তি নিয়োগ করবেন। তিনি সাহিবুল মাল বা মূলধনদাতাকে এ নিশ্চয়তা দিবেন যে, তার মূলধন গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে দক্ষ হাতে সর্বোত্তম খাতে বিনিয়োগ করা হবে।

খ) মুদারিব একজন আমানতদার হিসেবে কারবারের কার্যক্রম তদারকি করবেন।

গ) মুদারিব তার উদ্যোক্তাসুলভ দক্ষতা এবং পেশাগত ও কৌশলগত যোগ্যতা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম- এমন বিনিয়োগ কিংবা ব্যবসায়িক কার্যক্রমেই কেবল অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ঘ) মুদারিব কারবারের কার্যক্রম নিজে কিংবা প্রয়োজনে কাউকে কর্মচারী/প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন।

ঙ) মুদারিব কারবারের জন্য আপাতদৃষ্টিতে ঝুঁকিমুক্ত স্থান ও বাজার নির্বাচন করতে পারবেন।

চ) মুদারাবা কারবারের অর্থ প্রয়োজনে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে মুদারিব আমানতও রাখতে পারবেন।

ছ) মুদারিব কারবারের প্রয়োজনে বাকিতেও ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করতে পারবেন।

জ) শর্তযুক্ত মুদারাবার ক্ষেত্রে মুদারিব উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে আরোপিত শর্তের বাইরে কিছুই করতে পারবেন না।

ঝ) সাহিবুল মাল কারবারের কার্যাবলি সম্পাদনে মুদারিবের সাথে অংশগ্রহণের শর্ত আরোপ করতে পারবেন না। তবে মুদারিব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাহিবুল মালের পরামর্শ নিতে পারবেন।

ঞ) মুদারিব প্রচলিত রীতি মোতাবেক ব্যবসার আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ সকল কাজ সম্পাদন করবেন। এটা সম্পাদন করা মুদারিব হিসেবে তারই দায়িত্ব। তাই, এ কাজ সম্পাদনের বিনিময়ে তিনি চুক্তিতে উল্লেখিত মুনাফা বণ্টনের অনুপাতের অতিরিক্ত কোন বেতন/পারিশ্রমিক বা মুনাফা দাবি করতে পারবেন না।

ট) মুদারিব বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে পারবেন না, আবার বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যেও পণ্য ক্রয় করতে পারবেন না। অবশ্য এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় মুদারাবা ডিলের স্বার্থে অপরিহার্য হলে ভিন্ন কথা।

ঠ) মুদারাবা চুক্তিতে সাহিবুল মাল কর্তৃক নির্ধারিত সীমা কিংবা চুক্তির উদ্দেশ্য লঙ্ঘন বা চুক্তির কোনো ধারা ভঙ্গ করলে মুদারিব দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং তিনি মুদারাবা তহবিলের আমানতদার হিসেবে গণ্য হবেন না, বরং মুদারাবা তহবিল তার জন্য ঋণ/দায়ে পরিণত হবে।

ড) দায়িত্বে অবহেলাজনিত কারণে কারবারে লোকসান হলে তার জন্য মুদারিবই দায়ী থাকবেন।

৩.৮.৬ মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গের কারণ

ক) মুদারাবা চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলির কোনোটি অনুপস্থিত থাকলে চুক্তিটি ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারবার শুরু করার পর মুদারাবা শুদ্ধ হওয়ার কোনো শর্তের অনুপস্থিতির কারণে মুদারাবা চুক্তিটি ভঙ্গ হলেও মুদারিব প্রচলিত নিয়মে পারিশ্রমিক পাবেন। আর কারবারে কোনো লাভ অর্জিত হলে তার পুরোটাই সাহিবুল মাল পাবেন এবং লোকসান হলে পুরোটাই তাকে বহন করতে হবে।

খ) মুদারিব চুক্তি লঙ্ঘন করলে অথবা মূলধন হেফাজত করতে অবহেলা প্রদর্শন করলে কিংবা এমন কোনো কাজ করলে যা চুক্তির মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক, এমতাবস্থায় মুদারাবা চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে এবং মূলধন খোয়া গেলে মুদারিবকে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

গ) মুদারিব কিংবা সাহিবুল মাল দু'জনের কেউ মৃত্যুবরণ করলে মুদারাবা চুক্তি শেষ হয়ে যাবে।

৩.৮.৭ মুদারাবা চুক্তির সমাপ্তি

ক) শর্তহীন মুদারাবার ক্ষেত্রে দু'পক্ষের যে কোনো একপক্ষ মুদারাবা কারবার অবলুপ্ত করতে পারবেন।

খ) শর্তযুক্ত মুদারাবার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যে কোনো সময় মুদারাবা চুক্তি অবলুপ্ত করা যায়।

গ) উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে পূর্বনির্ধারিত সময় শেষ হলে মুদারাবা চুক্তি সমাপ্ত হবে।

ঘ) মুদারিবের মৃত্যু হলে অথবা মুদারাবা কোম্পানির বিলুপ্তি ঘটলে মুদারাবা কারবার অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

৩.৮.৮ মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গের পর করণীয়

ক) মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার পর ব্যবসায়ের কোনো সম্পদ থাকলে সাহিবুল মাল এবং মুদারিব উভয়েই তা বিক্রি করে দেবে কিংবা চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবে। কেননা, এতে সাহিবুল মাল ও মুদারিব উভয়েরই অধিকার রয়েছে।

খ) যদি কোন এক পক্ষ উক্ত সম্পদ বিক্রি করতে চায়, কিন্তু অপর পক্ষ তাতে অসম্মত হয় তাহলে অসম্মত পক্ষ অপর পক্ষের অংশ কিনে নিতে বাধ্য থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি

৪.১ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অপরিহার্যতা

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা আর ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম শরী'আহ্‌ভিত্তিক; তাই ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনার জন্য একটি শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞ পর্ষদ থাকা অপরিহার্য, যা 'শরী'আহ্ কাউন্সিল' বা 'শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি' নামে অভিহিত। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি শরী'আহ্‌র নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা ও নির্দেশনা দানের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব এ পর্ষদের। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে 'শরী'আহ্ কাউন্সিল' বা 'শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি'-এর অপরিহার্যতার বিষয়টি আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় :

'কোনো বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান না থাকলে তোমরা বিজ্ঞজনদেরকে জিজ্ঞেস কর।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১৪)

ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ শরী'আহ্‌র খুঁটিনাটি বিষয়েও অভিজ্ঞ হবেন, এমনটি নাও হতে পারে, তাই এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দানের জন্য প্রয়োজন একটি 'শরী'আহ্ কাউন্সিল' বা 'শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি'।

ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাননির্ধারণী আন্তর্জাতিক সংস্থা Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) প্রণীত এবং Organisation of Islamic Cooperation (OIC) কর্তৃক অনুমোদিত শরী'আহ্ স্ট্যান্ডার্ডে শরী'আহ্ কাউন্সিল/বোর্ড গঠনের অপরিহার্যতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তা হলো:

'Every Islamic financial institution shall have a Shari`ah Supervisory Board.'

'প্রত্যেক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একটি করে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড থাকতে হবে।'

৪.২ শরী'আহ্ পরিপালনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরসের নীতি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টরস ব্যাংকের সমস্ত কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শরী'আহ্ পরিপালনের বিষয়টি ব্যাংকের বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণী সভায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সামনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপিত হলে এবং এ ব্যাপারে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির পূর্বের কোনো সিদ্ধান্ত না থাকলে তারা প্রথমেই কমিটির নিকট প্রেরণ করেন। শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির নিকট থেকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত পেলেই কেবল সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৪.৩ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি গঠন

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সুপারভাইজরি কমিটি গঠন করে। ব্যাংকের সংঘ স্মারক বিধি ও পরিমেল নিয়মাবলি (memorandum & articles of association) অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ এ কমিটির সদস্য নিয়োগ দিয়ে থাকে। বর্তমানে এ কমিটি একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন সদস্য সচিব ও কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত। বর্তমানে ১০ থেকে ১৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব ও সদস্যবৃন্দের দায়িত্ব-কর্তব্য নিম্নরূপঃ

ক) ব্যাংকের 'শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি (শরী'আহ্ কাউন্সিল) বাই-লজ (উপবিধি)' দ্বারা শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি পরিচালিত হয়।

খ) চেয়ারম্যানঃ শরী'আহ্ বোর্ড/সুপারভাইজরি কমিটির একজন সদস্যকে সুপারভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনিই কমিটির নেতৃত্ব দেন।

গ) ভাইস চেয়ারম্যানঃ চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঘ) সদস্য সচিবঃ কমিটির একজন সদস্য 'সদস্য সচিব'-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুপারভাইজরি কমিটি ও ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে শরী'আহ্ বিষয়ে সমন্বয় ও সংযোগ রক্ষা করেন।

ঙ) সদস্যঃ অন্যরা কমিটির সদস্য হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

৪.৪ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যগণের যোগ্যতা

ফিকহুল মু'আমালাত বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিমগণ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তবে ব্যাংকিং, অর্থনীতি ও আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেও কমিটির অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। তারা বিশেষ ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে কমিটিকে সহায়তা করেন।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালে 'গাইডলাইন্স ফর ইসলামিক ব্যাংকিং' নামে নির্দেশনা জারি করে। এর আলোকে ইসলামী ব্যাংকের শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয়। এতে সদস্য নির্বাচনের কিছু মানদণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলোঃ

৪.৪.১ শিক্ষাগত যোগ্যতা

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যকে অবশ্যই নিম্নোক্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবেঃ

আরবি ভাষায় গভীর জ্ঞানসহ কামিল, দাওরা অথবা ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি, ইসলামী আইন, ইসলামী অর্থনীতি বা ইসলামী ব্যাংকিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

৪.৪.২ অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা

ক) কমপক্ষে তিন বছরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা অথবা ইসলামী ফিকহ্/ইসলামী আইন/ইসলামী ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণাকর্ম থাকতে হবে।

খ) দারুল ইফতা বা ফতোয়া বোর্ডের সদস্য হিসেবে 'ইসলামিক ট্রেড অ্যান্ড কমার্স' ও 'ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স'-এর ওপর ফতোয়া দানে কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

গ) স্বীকৃত জার্নালে 'ইসলামিক ট্রেড অ্যান্ড কমার্স', 'ইসলামিক ব্যাংকিং, ইসলামিক ইকোনোমিক্স' ও 'ইসলামিক কমার্শিয়াল জুরিসপ্রুডেন্স' বিষয়ে ৩টি উন্নতমানের নিবন্ধ প্রকাশ অথবা এসব বিষয়ের ওপর ৩টি গ্রন্থের প্রকাশনা থাকতে হবে।

৪.৪.৩ ট্র্যাক রেকর্ড

ক) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক লেনদেনে অবশ্যই নিখুঁত ট্র্যাক রেকর্ড থাকতে হবে।

খ) কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি বা ফার্মের কর্মচারী, পরিচালক/চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত বা বরখাস্ত হওয়া ব্যক্তি সদস্য হতে পারবেন না।

৪.৪.৪ আর্থিক স্বচ্ছতা ও সততা

ক) যিনি কোনো (বিশেষ করে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত)- বেআইনি বা অপ্রীতিকর কার্যকলাপের সাথে জড়িত হননি।

খ) যিনি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপি নন অথবা ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে কর খেলাপি নন।

৪.৪.৫ ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও সুনাম

ক) যিনি কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হননি কিংবা আর্থিক দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো কাজে জড়িত নন।

খ) যিনি কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি- বিশেষ করে কোনো বিনিয়োগ, অবৈধ ব্যবসা, অসদাচরণ, জালিয়াতি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য ইতঃপূর্বে অভিযুক্ত কিংবা দোষী প্রমাণিত হননি।

গ) যিনি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আবশ্যিক কোনো শর্ত বা মানদণ্ড লঙ্ঘন করেননি।

ঘ) যিনি ধর্মীয় সিদ্ধান্ত প্রদানে কখনো কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কোনো কমিটি দ্বারা নিষিদ্ধ হননি।

৪.৫ ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামোতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অবস্থান

ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো (organogram)-এ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অবস্থান সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এর সমান্তরাল। এটি সুপারভাইজরি কমিটির মর্যাদার নির্দেশক।

নিচে উল্লেখিত ব্যাংকের অর্গানোগ্রাম থেকে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অবস্থান সুস্পষ্ট হয়

আইবিবিএল-এর অর্গানোগ্রাম (সূত্রঃ বার্ষিক প্রতিবেদন, আইবিবিএল ২০১৮, পৃষ্ঠা নং-৩৮)

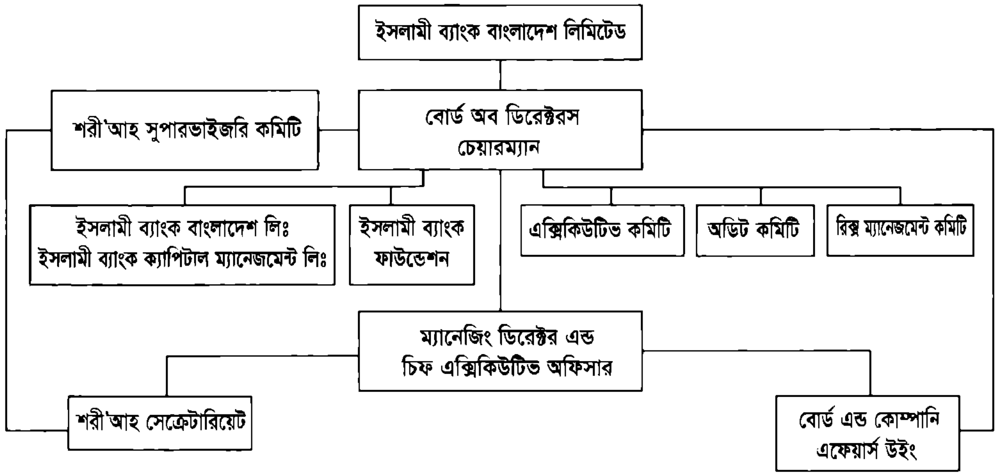

উক্ত সাংগঠনিক কাঠামোতে শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েটের অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ছকে দেখা যাচ্ছে যে, শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েটকে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অধীনে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটিকে সহযোগিতা করবে। অন্য দিকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপকীয় ও প্রশাসনিক বিষয়ে শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েটকে ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয়-এর অধীনে রাখা হয়েছে। এটি ব্যাংকে শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েটের কার্যক্রম প্রভাবমুক্তভাবে ও দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পাদনের পথকে সুগম করেছে।

১৪ মে ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৮১তম সভায় শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির মর্যাদা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

ক) পরিচালনা পর্ষদের নিকট শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির মর্যাদা হবে অ্যাডভাইজরি এবং ব্যাংকের অপারেশনাল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে হবে সুপারভাইজরি।

খ) ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির ফতোয়াসমূহ ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৪.৬ বোর্ড অব ডিরেক্টরস ও অন্যান্য উচ্চতর কমিটিতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির প্রতিনিধিত্ব

ব্যাংকের নীতি-নির্ধারণ বিষয়ক সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বোর্ড অব ডিরেক্টরস, এক্সিকিউটিভ কমিটি ও অডিট কমিটিতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির প্রতিনিধিত্ব থাকে।

৪.৭ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির স্বকীয়তা

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি ইসলামী ব্যাংকের একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কমিটি।

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির স্বকীয়তা রক্ষাকে ইসলামী ব্যাংকের নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে।

শরী'আহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যভিত্তিক ও নিরপেক্ষ অভিমত বা ফতোয়া প্রদানের জন্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি স্বাধীন।

৪.৮ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির মর্যাদা

আল-কুরআনের আলোকে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন : 'কোনো ঈমানদার পুরুষ কিংবা নারীর জন্য ন্যায়ানুগ নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করলে তাতে তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের কোনো অবকাশ থাকবে।' (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১৫)

ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাননির্ধারণী আন্তর্জাতিক সংস্থা Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) প্রণীত স্ট্যান্ডার্ডেও শরী'আহ্ কাউন্সিল/সুপারভাইজরি বোর্ডের সিদ্ধান্তাবলির অপরিহার্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

'The Fatwas and rulings of the Shari`ah Supervisory Board shall be binding for the Islamic Financial Institutions.'

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ডের ফতোয়া ও সিদ্ধান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

AAOIFI স্ট্যান্ডার্ডের আলোকে শরী'আহ্ কাউন্সিল/সুপারভাইজরি বোর্ডের মানগত অবস্থান কি হবে সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এ পর্ষদের ভূমিকা উপদেশমূলক (advisory) নয়, বরং তদারকিমূলক (supervisory)।

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর ৮১তম অধিবেশনে এ মর্মে একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি (তৎকালীন শরী'আহ্ কাউন্সিল)-এর শরী'আহ্ বিষয়ক যে কোনো সিদ্ধান্ত ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক (mandatory)। তবে অন্য কোনো বিষয়ে এই কমিটির দেয়া সিদ্ধান্ত বা মতামত উপদেশমূলক (advisory) বলে গণ্য হবে।

৪.৯ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সভা

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে এ কমিটির সদস্য সচিব বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এজেন্ডার ওপর সভা আহ্বান করেন। এজেন্ডার বিষয়বস্তু কমিটির সদস্যগণকে সভার আগেই অবহিত করা হয়।

৪.১০ শরী'আহ্ সাব-কমিটি

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির নিয়মিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের সাব-কমিটিও গঠন করা হয়ে থাকে। যেমন:

ক) গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিস্তারিত স্টাডি করে মতামত প্রদানের জন্য শরী'আহ্ সাব-কমিটি

খ) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির প্রকাশনা সম্পাদনার জন্য শরী'আহ্ এডিটোরিয়াল সাব-কমিটি

গ) শরী'আহ্ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুর ওপর নিবিড় গবেষণার উদ্দেশ্যে শরী'আহ্ রিসার্চ সাব-কমিটি

৪.১১ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির নীতিমালা

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির প্রত্যেক সদস্যের স্বাধীন মতামত গ্রহণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ মাযহাবকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি অবলম্বন করা হয় না। অবশ্য কোনো বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে মাযহাবের মতামত জানার প্রয়োজন পড়লে সেক্ষেত্রে সকল মাযহাবের মতামত ও যুক্তিগুলো একত্র করে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে বর্তমান প্রেক্ষিতে যে মাযহাবের সিদ্ধান্তকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয় তাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যদের সামনে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মূলনীতি বিশেষ বিবেচনায় থাকে:

"লেনদেন ও চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে অনুমতি ও বৈধতা। অবশ্য যদি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক কোনো দলিল পাওয়া যায় যা দিয়ে এর নিষিদ্ধতা এবং এর অবৈধতা সাব্যস্ত হয় তখন সেখানে এসে ক্ষান্ত হতে হবে। তবে, ইবাদতের ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই প্রযোজ্য, এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে নিষিদ্ধ হওয়া, যতক্ষণ না বিধানদাতার পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায়, যাতে করে মানুষ ধর্মীয় বিষয়ে এমন কিছুই প্রবর্তন না করে যার অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেননি"। (আরবি টেক্সট ও রেফারেন্স- পরিশিষ্ট : ১.১৬)

যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হল এটি লেনদেননির্ভর প্রতিষ্ঠান। তাই এ ক্ষেত্রে উক্ত লেনদেনের অবৈধতা সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ্য দলিল আছে কি না তা দেখা হয়। এরূপ দলিল পাওয়া ছাড়া তা অবৈধ বলে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় না।

কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সদস্যদের মতদ্বৈততা দেখা দিলে যে সদস্য দ্বিমত পোষণ করেছেন তাঁকে অধিকাংশ সদস্যের মতটি গ্রহণ করার অনুরোধ করা হয়। এভাবে সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মত (unanimous) হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে ঐ সদস্য যদি তাঁর মতের ওপর অনড় থাকেন তাহলে অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দ্বিমত পোষণকারীর মতটিও উল্লেখ করা হয়। কোনো সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তীকালে তিনি যখন উপস্থিত থাকেন তখন তিনি বিষয়টিতে নতুনভাবে অলোচনার দাবি করলে সেক্ষেত্রে তাঁকে আলোচনার সুযোগ দেয়া হয় এবং তিনি ভিন্নমত পোষণের অধিকারও সংরক্ষণ করেন।

আধুনিক সমস্যাবলি পর্যালোচনা ও সমাধান বিবেচনার ক্ষেত্রে আধুনিককালের স্কলার ও গবেষকদের মতামত জানারও উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রয়োজনে তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করে তাদের ব্যক্তিগত মতামতও জানার চেষ্টা করা হয় যেমন- OIC-এর আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ একাডেমি। জেদ্দাহভিত্তিক এ একাডেমি ১৪০২ হিজরি সনে অনুষ্ঠিত OIC পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত এক সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত হয়। এর সদস্যগণও বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধিত্বকারী শরী'আহ্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম। প্রয়োজনে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড যেমন, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, দুবাই ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথেও পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

৪.১২ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির কার্যাবলি

স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম শরী'আহ্র নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির ওপর ন্যস্ত। ব্যাংকের কার্যক্রম শরী'আহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন এবং এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার ক্ষেত্রে কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে শরী'আহ্র নীতিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংকের কার্যাবলি নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ কমিটির কার্যাবলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

৪.১২.১ ফতোয়া বা শরী'আহ্ বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রদান

ব্যাংকে শরী'আহ্ পরিপালন বিষয়ক ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত দেয়া শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির প্রধান কাজ। ইসলামী ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শরী'আহ্সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়া জানতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির শরণাপন্ন হয়। এ কমিটি শরী'আহ্র মূলনীতির আলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত দেয়। অনেক সময় এ কমিটি ব্যাংকের প্রয়োজন ও কল্যাণে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হয়েও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শর'ঈ অভিমত দিয়ে থাকে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বহু নিত্য-নতুন বিষয়ের সমাধান সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া যায় না। সেসব বিষয়ে ইসলামী শরী'আহ্র মূলনীতির আলোকে সমাধান দিতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি ইজতিহাদমূলক কাজ করে থাকে।

৪.১২.২ শরী'আহ্ নিরীক্ষা ও পরিদর্শন

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহের সকল কার্যক্রম শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির ফতোয়া ও নির্দেশনার আলোকে বাস্তবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং এর সকল কার্যক্রম সুদমুক্ত ও ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তদারকি করা এ কমিটির দায়িত্ব।

শরী'আহ্ তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট-এর মুরাকিব বা শরী'আহ্ পরিদর্শকগণের সহায়তা নেয়। তারা তাদের পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষণ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির নিকট পেশ করেন। সুপারভাইজরি কমিটি তা পর্যালোচনা করে সে সম্পর্কে তাদের অভিমত, ফতোয়া ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

ব্যাংকের আর্থিক লেনদেনে শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি ব্যাংকের ম্যানুয়াল ও চুক্তিপত্র শরী'আহ্র নীতিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনে সংযোজন ও সংশোধন করে।

৪.১২.৩ ইজতিহাদ বা গবেষণা

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক বিষয়ে শর'ঈ সমাধানের জন্য ইজতিহাদ বা গবেষণা করা। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসন এবং শরী'আহ্সম্মত সহজ ও নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন বিষয়ে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি শরী'আহ্র মূলনীতির আলোকে গবেষণা করে।

পরিবর্তন ও গতিশীলতাকে বিবেচনায় রেখে আর্থিক লেনদেনকে সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শরী'আহ্ভিত্তিক নিত্যনতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করাও শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির দায়িত্ব। এক্ষেত্রে প্রচলিত সুদভিত্তিক প্রোডাক্টসমূহের বিকল্প উদ্ভাবন করা, উদ্ভাবিত প্রোডাক্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং সেগুলো সমৃদ্ধ করার প্রতি কমিটি দৃষ্টি রাখে।

৪.১২.৪ শরী'আহ্ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

শরী'আহ্ বিষয়ে জনগণের ধারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি ব্যাংকের জনশক্তি ও গ্রাহকদের মাঝে শরী'আহ্ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। ব্যাংকের গ্রাহকদের নিয়ে শরী'আহ্ বিষয়ে নিয়মিত শরী'আহ্ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে।

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যগণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি ও জ্ঞানগত শূন্যতা পূরণে অবদান রাখেন। এ ছাড়াও তারা সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন, গ্রাহক সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

৪.১২.৫ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অন্যান্য কার্যক্রম

ক) ব্যাংকের যাবতীয় বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন শরী'আহ্র দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং তাতে শরী'আহ্ পরিপন্থী কিছু থাকলে তা দূর করার পরামর্শ দেয়া।

খ) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি শরী'আহ্ সচিবালয়ের মুরাকিবগণের কার্যক্রম তদারকি ও যাচাই-বাছাই এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। এ কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য সচিব প্রত্যক্ষভাবে এ কাজে সমন্বয় করেন।

গ) ব্যাংকের কার্যাবলি সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি সংশ্লিষ্ট জনশক্তির শরী'আহ্ বিষয়ক জ্ঞান ও মানোন্নয়ন এবং এ ক্ষেত্রে চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

ঘ) ব্যাংকের ইস্যুকৃত বিভিন্ন সার্কুলারে শরী'আহ্সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ এবং শরী'আহ্র আলোকে সে সবের মানোন্নয়নে ভূমিকা পালন শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির দায়িত্ব।

ঙ) ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে শর'ঈ দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত জানতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির শরণাপন্ন হন। এ বিষয়ে অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে যথাযথ অভিমত ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের জ্ঞানগত মানোন্নয়নে ও পরিপালনগত সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে এ কমিটি ভূমিকা পালন করে থাকে।

চ) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি শর'ঈ অভিমত প্রদানের পাশাপাশি ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ছ) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ বা সুপারিশ দিয়ে থাকে।

জ) ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকালে বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ব্যাংকের কোনো আয় কখনও সংশয়পূর্ণ হলে সেই অর্থ ব্যাংকের আয় হিসেবে গণ্য হয় না। ফলে তা থেকে ডিপোজিটরদেরকে মুনাফা প্রদান, ব্যাংকের জনশক্তির বেতন কিংবা শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দেয়া হয় না। শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি সে অর্থ শরী'আহ্র দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জনকল্যাণে ব্যয় করার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

ঝ) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অন্যতম প্রধান কাজ হলো, শরী'আহ্ পরিপালনের আলোকে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান হিসাবের যথার্থতা নিশ্চিত করা ও তা অনুমোদন করা।

ঞ) ব্যাংকের বিধি-বিধান ও নীতিমালায় শরী'আহ্ পরিপন্থী কোনো বিষয় না থাকার বিষয় নিশ্চিত করা ও প্রত্যয়ন করা শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির দায়িত্ব।

ট) ব্যাংকের গ্রাহকদের শরী'আহ্সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির দায়িত্ব।

ঠ) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি ব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য শরী'আহ্ প্রতিবেদন তৈরি করে।

৪.১৩ শরী'আহ্ পরিপালনে ব্যাংকের গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

৪.১৩.১ বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (ACR)

সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে শরী'আহ্ পরিপালনের জন্য নির্দিষ্ট নম্বরের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া শাখা ব্যবস্থাপক, দ্বিতীয় কর্মকর্তা, বিনিয়োগ বিভাগের প্রধান ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের প্রধানের শরী'আহ্ পরিপালনের ওপর কৃত মূল্যায়নকে তাদের শরী'আহ্ পরিপালনের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়।

৪.১৩.২ পদোন্নতি (Promotion)

সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদোন্নতির সময় শরী'আহ্ পরিপালনের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত পারফরমেন্সও বিবেচনা করা হয়।

৪.১৩.৩ প্রশিক্ষণ (Training)

ব্যাংকের নিজস্ব ট্রেনিং একাডেমি আইবিটিআরএ-এর ট্রেনিং কোর্সগুলোতে শরী'আহ্‌র বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর প্রতিটি শাখা পরিদর্শনের সময় মুরাকিবগণ শাখার জনশক্তি ও বিনিয়োগ গ্রাহকদেরকে হাতেকলমে শরী'আহ্ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেন। তা ছাড়াও প্রধান কার্যালয়, জোন ও বিভিন্ন শাখার উদ্যোগে সময়ে সময়ে গ্রাহক ও কর্মকর্তাদের নিয়ে শরী'আহ্ সচেতনতামূলক বিশেষ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

৪.১৪ শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটিকে সহযোগিতা করার জন্য শরী'আহ্ তথা ইসলামী আইনশাস্ত্রে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ এবং বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েটে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়। তা ছাড়া শরী'আহ্ জ্ঞান এবং আরবি, ইংরেজি ও

বাংলা ভাষায় পারদর্শী কর্মকর্তাদের শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েটে পোস্টিং দিয়ে একটি সমৃদ্ধ শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট গঠন করা হয়। শরী'আহ্ বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে সেক্রেটারিয়েট শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটিকে সহযোগিতা করে। এ ছাড়া শাখাসমূহে শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনপূর্বক রিপোর্ট তৈরি করে তা শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি ও ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে এবং প্রয়োজনীয় বিষয় তাদেরকে অবহিত করে থাকে।

৪.১৪.১ শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েটের কার্যক্রম

শরী'আহ্ রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্ট, শরী'আহ্ পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট, শরী'আহ্ ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট-এ চারটি ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে:

৪.১৪.১.১ শরী'আহ্ রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্ট

ক) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও কনসেপ্ট পেপার প্রস্তুত করা।

খ) প্রয়োজনবোধে ব্যাংকে প্রচলিত জমা, বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট প্রোডাক্টসমূহ রিভিউ করা।

গ) শরী'আহ্সম্মত বিকল্প সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে শরী'আহ্ পরিপালনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতাসমূহ চিহ্নিত করা।

ঘ) ব্যাংক ও গ্রাহকের প্রয়োজনের ভিত্তিতে শরী'আহ্সম্মত নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করা।

ঙ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং ইস্যুতে প্রয়োজনবোধে দেশী-বিদেশী ফতোয়া/শরী'আহ্ বিষয়ক অভিমত সংগ্রহ করা।

চ) শরী'আহ্ বিষয়ক বিভিন্ন বই-পুস্তক সংকলন ও প্রকাশ করা।

ছ) শরী'আহ্ বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে ব্রুশিয়ার, ফোল্ডার ও ফ্লাইয়ার প্রস্তুত ও প্রকাশ করা।

৪.১৪.১.২ শরী'আহ্ পলিসি অ্যান্ড প্লানিং ডিপার্টমেন্ট

ক) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির বিভিন্ন সাব-কমিটির মিটিং আয়োজন করা।

খ) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির মতামতের জন্য প্রেরিত শরী'আহ্ বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুর ওপর ওয়ার্কিং পেপার প্রস্তুত করা।

গ) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি/কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা।

ঘ) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির বিভিন্ন ফতোয়া/সিদ্ধান্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং তা বাস্তবায়নের অবস্থা সুপারভাইজরি কমিটিতে উপস্থাপন করা।

ঙ) ব্যাংকের শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদেরকে শরী'আহ্ বিষয়ক জ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতি অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক/শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি/বোর্ডসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

চ) শরী'আহ্ পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪.১৪.১.৩ শরী'আহ্ ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট

ক) বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ব্যাংকের শাখাসমূহে শরী'আহ্ পরিদর্শন (offsite/onsite) সম্পন্ন করা।

খ) শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরি করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা।

গ) শরী'আহ্ পরিপালনের ব্যাপারে শাখা ও গ্রাহকদেরকে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান করা।

৪.১৪.১.৪ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট

ক) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি ও শরী'আহ্ সাব-কমিটিসহ শরী'আহ্ বিষয়ক বিভিন্ন মিটিং-এ আগত অতিথিদের যাতায়াত, আপ্যায়ন ইত্যাদি কাজে সার্বিক সহযোগিতা করা।

খ) ডিপার্টমেন্ট এর খরচ বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন করা।

গ) শরী'আহ্ লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা।

ঘ) ডিপার্টমেন্ট এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করা।

ঙ) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

চ) ডিপার্টমেন্ট-এর ডেসপাচ-এর কার্যক্রম সম্পাদন করা।

৪.১৫ শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি

ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি শরী'আহ্ বিষয়ক পথনির্দেশনা ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেয়। শরী'আহ্ বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রদানে আধুনিক সমস্যাবলির বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন মাযহাব (school of thought)-এর অভিমত ও দলিলাদি পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আধুনিক যুগের ফকিহ ও গবেষকগণের অভিমত স্টাডি করার সুবিধার্থে শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট-এ একটি লাইব্রেরি রয়েছে। এ লাইব্রেরিতে রয়েছে ইসলামী শরী'আহ্ ও ফিকহ এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স গ্রন্থ।

৪.১৬ শরী'আহ্ রেটিং ও শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন/অডিট

শরী'আহ্ পরিপালন বিষয়ে শাখাসমূহে তদারকি বাড়ানো, শরী'আহ্ লঙ্ঘনকারী শাখাসমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী পৌনঃপুনিক শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট পরিচালনা, সর্বোচ্চ পরিমাণ বিনিয়োগ শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিটের আওতায় আনা, শাখাসমূহের শরী'আহ্ রেটিং প্রবর্তন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যাংকে শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকিভিত্তিক শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট করা হয়।

ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন/অডিট পদ্ধতিতে শাখার শরী'আহ্ পরিপালনের বিভিন্ন দিকের উপর নেতিবাচক নম্বর প্রদান করে উক্ত নম্বরের ভিত্তিতে শাখাসমূহকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন ঝুঁকিতে ভাগ করা হয় এবং শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ঝুঁকি বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শাখাসমূহে শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট পরিচালনা করা হয় ও শাখাসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে শরী'আহ্ রেটিং করা হয়। শাখার বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুতর ও লঘুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘনের পরিমাণ, ধরন ও পৌনঃপুনিকতা এবং গ্রাহক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শরী'আহ্ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমসহ শরী'আহ্ সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রমের অবস্থাকেও শাখার শরী'আহ্ রেটিং-এর ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়।

৪.১৭ অফসাইট শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রচলন

শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট সরেজমিন (onsite) শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ব্যাংকের Management Information System (MIS) ব্যবহার করে অফসাইট (offsite) শরী'আহ্ পরিদর্শন পরিচালনা করে। ফলে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে শাখাসমূহের বিনিয়োগে শরী'আহ্ পরিপালনের বিষয়টি তদারকি করা এবং সারা বছরব্যাপী শরী'আহ্ পালনের ব্যাপারে শাখাসমূহকে সচেতন রাখা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে সহায়তা করা, সর্বোপরি শরী'আহ্ পালনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব হয়।

৪.১৮ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে শরী'আহ্র অনুমোদন

ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস্, এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং অডিট কমিটিসহ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ শরী'আহ্ অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোনো নতুন বিষয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সামনে অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হলে তারা উক্ত বিষয়ে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির ইতিবাচক মতামত পেলেই কেবল অনুমোদন দেন অথবা শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে অনুমোদনকৃত বলে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন।

৪.১৯ শরী'আহ্ ওয়ার্কশপ/শরী'আহ্ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি

বিনিয়োগ কার্যক্রমসহ ব্যাংকের সকল ক্ষেত্রে শরী'আহ্ পরিপালনের লক্ষ্যে সকল স্তরের জনশক্তি **ও** গ্রাহকদেরকে শরী'আহ্ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া, সচেতনতা সৃষ্টি **ও** উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ব্যাংক **বিভিন্ন** পর্যায়ে শরী'আহ্ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি/ওয়ার্কশপের আয়োজন করে । **যেমন:**

ক) **প্রধান** কার্যালয়ের **উদ্যোগে** নির্বাচিত গ্রাহক **ও** কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে **নিয়ে** শরী'আহ্ সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম;

খ) জোনভিত্তিক গ্রাহক **ও** কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে **নিয়ে** শরী'আহ্ সচেতনতামূলক **প্রোগ্রাম;**

গ) শাখাভিত্তিক গ্রাহক **ও** কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে **নিয়ে** শরী'আহ্ সচেতনতামূলক **প্রোগ্রাম;**

ঘ) শরী'আহ্ পরিদর্শনকালে প্রতিটি শাখায় মুরাকিবদের উপস্থিতিতে **গ্রাহক ও** কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে **নিয়ে** বিশেষ শরী'আহ্ সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম ।

পঞ্চম অধ্যায়

শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট

৫ শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট

৫.১ অভ্যন্তরীণ শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ পরিদর্শন/অডিট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনের বিষয়টি তদারকির জন্য দেশের বিজ্ঞ আলেম, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ ও ব্যাংকারের সমন্বয়ে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি গঠনের বিষয়টি ব্যাংকের Memorandum & Articles of Association এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুরু থেকেই ব্যাংকের কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির তত্ত্বাবধানে মুরাকিবগণের মাধ্যমে শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট পরিচালিত হয়ে আসছে। পরিদর্শন কার্যক্রমকে আরো কার্যকর ও বেগবান করার উদ্দেশ্যে বাহরাইনভিত্তিক Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত 'Guidelines for Islamic Banking'-এর নির্দেশনাকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অভ্যন্তরীণ শরী'আহ পরিদর্শন নীতিমালা নামে অত্র নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

৫.২ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট এর বিশেষত্ব

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির তত্ত্বাবধানে শরী'আহ্ পরিদর্শন টিম স্বাধীন ও ব্যাপকভিত্তিক পরিদর্শন/অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। তারা গ্রাহকের আবেদন পত্র থেকে শুরু করে ব্যাংকের অনুমোদন, ডিসবার্সমেন্ট, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, চুক্তিপত্র, পাওনা পরিশোধ প্রভৃতি বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এ ব্যাপারে ব্যাংকের নীতি-নির্ধারক এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ব্যাংকিং কোন বিষয় বা লেনদেনে শরী'আহ্ পরিপালনের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পূর্ণ এখতিয়ার মুরাকিব (শরী'আহ পরিদর্শক)-এর রয়েছে। শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট-এর উদ্দেশ্যে মুরাকিবগণ ব্যাংকের যে কোন বিভাগ বা শাখার সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র নিরীক্ষা করতে পারেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা শাখা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে বিষয়টি তিনি বিভাগীয়/জোনাল প্রধান এমনকি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিংবা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নজরেও আনতে পারেন। কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী মুরাকিবের কাজে অসহযোগিতা করলে তিনি এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করতে পারবেন। এ বিষয়ে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলারসমূহে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৫.৩ শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট কিভাবে পরিচালিত হয়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি শরী'আহ পরিদর্শন/অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। শরী'আহ সেক্রেটারিয়েটে কর্মরত মুরাকিবগণ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অনুমোদনকৃত বার্ষিক শরী'আহ্ পরিদর্শন পরিকল্পনা মোতাবেক

ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় বছরে সাধারণত একবার এবং ঝুঁকির ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ শাখায় বছরে ২ (দুই) বার শরী'আহ পরিদর্শন/অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করেন। জেনারেল ব্যাংকিং, বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য তথা ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম শরী'আহ্ পরিদর্শনের আওতাভুক্ত। এ ছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈতিক মান, শাখার পরিবেশ, মহিলা গ্রাহকদের সেবার মান ইত্যাদি সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

অফসাইট সুপারভিশনে ব্যাংকের Management Information System (MIS)-এর সহায়তায় বিনিয়োগ ডিলের লেনদেন পর্যবেক্ষণ করে বিনিয়োগ ডিলে কোন অনিয়ম গোচরীভূত হলে তা শাখাকে অবহিত করা হয়। শাখা উক্ত ডিল সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা জেনে তাতে বাস্তবে শরী'আহ লঙ্ঘিত হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হলে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করে উক্ত ডিল বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অনসাইট সুপারভিশনে কোনো অনিয়ম গোচরীভূত হলে তা সাথে সাথে শাখার বিনিয়োগ কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়। প্রয়োজনে গ্রাহকের সাথে আলোচনা করে এর সামাধান পেশ করা হয়।

৫.৪ শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত কারণে উদ্ভূত ঝুঁকির ভিত্তিতে শরী'আহ্ পরিদর্শন এবং শরী'আহ রেটিং

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং ৩ (এর ৮ম অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে) তারিখ ০৮.০৩.২০১৬-এর আলোকে ইসলামী ব্যাংকে শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকির ভিত্তিতে শরী'আহ্ পরিদর্শন (Shari'ah Non-Compliance Risk based Inspection) প্রবর্তন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে শাখার শরী'আহ্ লঙ্ঘনের বিভিন্ন দিকের উপর স্কোর প্রদান করা হয় এবং শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ঝুঁকি বিবেচনায় শাখাসমূহে শরী'আহ্ পরিদর্শন পরিচালিত হয়। শরী'আহ্ লঙ্ঘনকারী শাখাসমূহকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন শাখায় বিভক্ত করা হয়।

৫.৪.১ শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকি

Islamic Financial Services Board (IFSB) এর ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের (বীমা প্রতিষ্ঠান ছাড়া) জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন (ডিসেম্বর ২০০৪)-এ শরী'আহ্ পরিপালন ঝুঁকি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'The Shari'ah Non-compliance Risk refers to the risk that arises from the bank's failure to comply with the shari'ah rules and principles determined by the relevant shari`ah regulatory councils.'

এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত 'Guidelines for Islamic Banking'-এর 2 (A/2) 'All the financial transactions of the banking company shall be conducted based on the principles of Islamic Shari'ah' অনুযায়ী ব্যাংকিং কোম্পানির সমস্ত আর্থিক লেনদেন ইসলামী শরী'আহ্র মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালনা করার ব্যাপারে ব্যাংকের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৫.৪.২ শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শনের উদ্দেশ্য

ব্যাংকের উল্লিখিত শরী'আহ্ অপরিপালন (non-compliance) ঝুঁকি কমানোর জন্য শরী'আহ সেক্রেটারিয়েট শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির তত্ত্বাবধানে বছরে কমপক্ষে সাধারণভাবে ১ বার ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রমকে শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকি বিবেচনায় নিম্নরূপ উদ্দেশ্যে পুনর্বিন্যাস করা হয়:

ক) শরী'আহ্ লঙ্ঘনকারী শাখাসমূহে মনিটরিং এবং পরিচর্যা বৃদ্ধি করা ।

খ) শরী'আহ্ লঙ্ঘনকারী শাখাসমূহে ঘন ঘন শরী'আহ্ পরিদর্শন পরিচালনা করা ।

গ) সর্বোচ্চ পরিমাণ বিনিয়োগ শরী'আহ্ পরিদর্শনের আওতায় আনা এবং শরী'আহ্ পরিপালনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ।

ঘ) শরী'আহ্ পরিদর্শকগণের (মুরাকিব) কর্মঘন্টার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার ।

ঙ) শাখাসমূহের শরী'আহ্ রেটিং প্রবর্তন ।

৫.৪.৩ শরী'আহ্ পরিদর্শনের পরিধি

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি অনুমোদিত ব্যাংকের Instruction Circular No. IAD/১১৮৮ তাং ১৪.১২.২০১০ মোতাবেক শরী'আহ্ পরিদর্শনের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

ক) ব্যাংকের সকল চুক্তিপত্র, লেনদেন, নীতিমালা, প্রোডাক্ট, সংঘ-স্মারক বিধি ও পরিমেল নিয়মাবলি (Memorandum & Articles of Association), বিভিন্ন ম্যানুয়্যাল, আর্থিক বিবরণী ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রধান কার্যালয় থেকে ইস্যুকৃত সার্কুলারসহ ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম ।

খ) শাখাসমূহের বিনিয়োগ কার্যক্রম ।

গ) শাখাসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Exchange) কার্যক্রম ।

ঘ) শাখাসমূহের জেনারেল ব্যাংকিং কার্যক্রম ।

ঙ) ব্যাংকের কর্মী ব্যবস্থাপনা (Personnel Management) ।

চ) প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত বিনিয়োগসমূহ ।

ছ) অন্যান্য ।

৫.৪.৪ শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকির রেটিং

প্রত্যেক শাখার কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকি নিরূপণের জন্য নিম্নোক্ত ক্যাটাগরিতে মোট ১০০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়:

ক্রমিক	ঝুঁকির ক্যাটাগরি	নির্ধারিত নম্বর
১	২ ধরনের মেজর শরী'আহ্ লঙ্ঘনের জন্য	(১৬ নম্বর × ২/২=) ১৬
২	৫ ধরনের মেজর শরী'আহ্ লঙ্ঘনের জন্য	(০৬ নম্বর × ৫=) ৩০
৩	১৮ ধরনের মাইনর শরী'আহ্ লঙ্ঘনের জন্য	(০২ নম্বর × ১৮=) ৩৬
৪	২ ধরনের (এমপ্লয়ি+গ্রাহক) মোটিভেশনাল কার্যক্রমের অভাব	(০৩ নম্বর × ২=) ৬
৫	শরী'আহ্ সম্পর্কিত অন্যান্য ৩ ধরনের কার্যক্রমের অভাব	(০২ নম্বর × ৩=) ৬
৬	অন্যান্য ৬ ধরনের কার্যক্রমের অভাব	(০১ নম্বর × ৬=) ৬
	মোট	১০০

* ২ ধরনের মেজর শরী'আহ্ লঙ্ঘনের প্রতিটির জন্য ১৬ নম্বর হারে (৮×২/২=) ১৬। (নম্বরের জন্য সংযোজনী ছক-১ দ্রষ্টব্য)

শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ধরন	লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত নম্বর	সংশয়পূর্ণ আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর	লঙ্ঘনের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর	অর্জিত নম্বর
	১৬ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর (সর্বদা পুরো নম্বর পাবে)	১৬ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর	১৬ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর	গড়
১. বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে গ্রাহককে নগদ সুবিধা দেওয়া হয়েছে				
২ বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে পুরাতন বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করা হয়েছে				
মোট				

* ৫ ধরনের মেজর শরী'আহ্ লঙ্ঘনের প্রতিটির জন্য ৬ নম্বর হারে (৬×৫=)-৩০। (নম্বরের জন্য সংযোজনী ছক-২ দ্রষ্টব্য)

শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ধরন	লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত নম্বর	সংশয়পূর্ণ আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর	লঙ্ঘনের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর	অর্জিত নম্বর
	৬ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর (সর্বদা পুরো নম্বর পাবে)	৬ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর	৬ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর	গড়
১. গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো পাওয়া গেছে				
২. সাপ্লায়ারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি				
৩. শরী'আহ্ নিষিদ্ধ পণ্যে বিনিয়োগ দেয়া হয়েছে				
৪. সম্পদ ভাড়াযোগ্য হওয়ার পূর্বেই ভাড়া নেয়া হয়েছে				
৫. বিনিয়োগের চেয়ে ক্যাশমেমোতে উল্লেখিত টাকার পরিমাণ কম				
মোট				

- ১৮ ধরনের লঘুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘনের প্রতিটির জন্য ২ নম্বর হারে (২×১৮=) ৩৬। (নম্বরের জন্য সংযোজনী ছক-৩ দ্রষ্টব্য)

শরী'আহ লঙ্ঘনের ধরন	লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত নম্বর	সংশয়পূর্ণ আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর	লঙ্ঘনের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর	অর্জিত নম্বর
	২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর (সর্বদা পুরো নম্বর পাবে)	২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর	২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর	গড়
১. ডিসবার্সমেন্টের পূর্বের তারিখের ক্যাশমেমো নেওয়া হয়েছে				
২. শাখার পরিবর্তে গ্রাহক বিক্রেতা হতে সরাসরি মালামাল বুঝে নিয়েছেন				
৩. শাখা কর্তৃক পণ্য বুঝে নেওয়ার রেকর্ড পাওয়া যায়নি				
৪. ক্যাশমেমো/বিল/চালান/পরিবহন রিসিট পাওয়া যায়নি				
৫. এম.পি.আই. এর ক্ষেত্রে গ্রাহক হতে লেটার অব অথোরিটি নেওয়া হয়নি				
৬. ডিলারশীপের ক্ষেত্রে গ্রাহক হতে লেটার অব অথরিটি নেওয়া হয়নি				
৭. বাইং এজেন্ট কর্তৃক মালামাল ক্রয়ের পর ব্যাংক কর্তৃক বুঝে নিয়ে গ্রাহককে তা বুঝিয়ে দেয়ার রেকর্ড নেই				
৮. এইচপিএসএম এর ক্ষেত্রে সম্পদ হস্তান্তরের রেকর্ড নেই				
৯. বাই সালাম মুডে মুনাফা পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছে				
১০. বাই সালামের ক্ষেত্রে গ্রাহককে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়নি				
১১. বিনিয়োগের চেয়ে ক্যাশমেমোতে টাকার পরিমাণ বেশি				
১২. চুক্তিপত্র অপূরণকৃত রাখা হয়েছে				
১৩. ডিসবার্সমেন্টের পরের তারিখের ক্যাশ মেমো নেওয়া হয়েছে				
১৪. গ্রাহক নিজেই বিনিয়োগের টিটি, ডিডি, পে-অর্ডার-এর আবেদন করেছেন				
১৫. ব্যাংকের অননুমোদিত আইটেমে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে				
১৬. ক্রয়প্রতিনিধি নিয়োগের প্রমাণ নেই				
১৭. স্থানীয় ও একজন মাত্র সাপ্লায়ার থেকে মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে।				
১৮. প্রকৃত বিক্রেতা অথবা সাপ্লায়ার থেকে ক্যাশ মেমো নেয়া হয়নি।				
মোট				

- মোটিভেশনাল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অনিয়ম। প্রতিটির জন্য ৩ নম্বর হারে (৩×২=) ৬। (নম্বরের জন্য সংযোজনী ছক-৪ দ্র.)

শরী'আহ লঙ্ঘনের ধরন	লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত নম্বর	সংশয়পূর্ণ আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর	লঙ্ঘনের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর	অর্জিত নম্বর
	৩ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর (সর্বদা পুরো নম্বর পাবে)	৩ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর	৩ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর	গড়
১. মোটিভেশনাল কার্যক্রমের অভাব (এমপ্লয়িদের ক্ষেত্রে)				
২. মোটিভেশনাল কার্যক্রমের অভাব (গ্রাহকদের ক্ষেত্রে)				
মোট				

- শরী'আহ্ সম্পর্কিত অন্যান্য ৩ ধরনের অনিয়ম। প্রতিটির জন্য ২ নম্বর হারে (৩×২=) ৬। (নম্বরের জন্য সংযোজনী ছক-৫ দ্রষ্টব্য)

শরী'আহ লঙ্ঘনের ধরন	অনিয়মের ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর	লঙ্ঘনের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর	অর্জিত নম্বর
	অর্জিত নম্বর (সর্বদা পুরো নম্বর পাবে)	২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর	গড়
১. সাপ্লায়ারের সাথে ইজাব কবুলের ক্ষেত্রে অনিয়ম			
২. ব্যাংকের পক্ষে বিনিয়োগের পণ্য ক্রয়ের জন্য শাখা থেকে বের হওয়া, পণ্য বুঝে নেয়া, গ্রাহককে পণ্য বুঝিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম			
৩. শাখা কর্তৃক সাপ্লায়ার থেকে সরাসরি ক্যাশমেমো সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনিয়ম			
মোট			

* অন্যান্য ৬ ধরনের অনিয়ম। প্রতিটির জন্য ১ নম্বর হারে (১× ৬=) ৬। (নম্বরের জন্য সংযোজনী-৬ দ্রষ্টব্য)

শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ধরন	লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত নম্বর : ১	লঙ্ঘনের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বর : ১	অর্জিত নম্বর
	অর্জিত নম্বর (সর্বদা পুরো নম্বর পাবে)	অর্জিত নম্বর	গড়
১. আন্তঃশাখা সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম			
২. শাখার কার্যকর পারচেজ সেল গঠনে অনিয়ম			
৩. মহিলা গ্রাহকদের লেনদেনের জন্য আলাদা কাউন্টার/ আলাদা লাইন সংক্রান্ত অনিয়ম			
৪. নিয়মিত দারস্ এর ক্ষেত্রে অনিয়ম			
৫. হাউজ কিপিং ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে অনিয়ম			
৬. জামাআতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম			
মোট			

সংযোজনীসমূহ

ব্যাংকের শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকি হিসাবায়ন পদ্ধতি

ছক-১

২ ধরনের মেজর শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে (ক্রমিক নং ১-এ উল্লেখিত) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে স্কোর হিসাব হবে:

সংশয়পূর্ণ আয়ের পরিমাণ	স্কোর	কতবার শরী'আহ্ লঙ্ঘিত হয়েছে (বিনিয়োগ হিসাব সংখ্যা)	স্কোর
টাকা ১- ৫০,০০০	২	১-৩	২
টাকা ৫০,০০১-১,০০,০০০	৪	৪-৬	৪
টাকা ১,০০,০০১-৩০০,০০০	৬	৭-৯	৬
টাকা ৩০০,০০১-৫০০,০০০	৮	১০-১২	৮
টাকা ৫০০,০০১-১,০০০,০০০	১০	১৩-১৫	১০
টাকা ১,০০০,০০১-১,৫০০,০০০	১২	১৬-১৮	১২
টাকা ১,৫০০,০০১-২,০০০,০০০	১৪	১৯-২১	১৪
টাকা ২,০০০,০০১- এবং তদূর্ধ্ব	১৬	২২ এবং তদূর্ধ্ব	১৬

ছক-২

৫ ধরনের মেজর শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে (ক্রমিক নং ২-এ উল্লেখিত) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে স্কোর হিসাব হবে:

সংশয়পূর্ণ আয়ের পরিমাণ	স্কোর	কতবার শরী'আহ্ লঙ্ঘিত হয়েছে (বিনিয়োগ হিসাব সংখ্যা)	স্কোর
টাকা ১ --- ৫০,০০০	২	১---৫	২
টাকা ৫০,০০১--- ১,০০,০০০	৪	৬---১০	৪
টাকা ১,০০,০০১--- তদূর্ধ্ব	৬	১১ এবং তদূর্ধ্ব	৬

ছক-৩

১৮ ধরনের মাইনর শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে (ক্রমিক নং ৩-এ উল্লেখিত) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে স্কোর হিসাব হবে:

সংশয়পূর্ণ আয়ের পরিমাণ	স্কোর	কতবার শরী'আহ্ লঙ্ঘিত হয়েছে (বিনিয়োগ হিসাব সংখ্যা)	স্কোর
টাকা ১ --- ৫০,০০০	১	১---৫	১
টাকা ৫০,০০১--- ১,০০,০০০	১.৫	৬---১০	১.৫
টাকা ১,০০,০০১--- তদূর্ধ্ব	২	১১ এবং তদূর্ধ্ব	২

ছক-৪

মোটিভেশনাল কার্যক্রমে অনিয়মের ক্ষেত্রে (ক্রমিক নং ৪-এ উল্লেখিত) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে স্কোর হিসাব হবে:

প্রোগ্রামের সংখ্যা	**স্কোর**	**উপস্থিতির সংখ্যা/হার**	**স্কোর**
০ (শূন্য)	৩	১%-৪৯%	৩
১	২	৫০%-৮০%	২
২-৩	১	৮১%-৯৫%	১

ছক-৫

শরী'আহ্ সম্পর্কিত অন্যান্য ৩ ধরনের অনিয়মের ক্ষেত্রে (ক্রমিক নং ৫-এ উল্লেখিত) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে স্কোর হিসাব হবে:

শরী'আহ্ লঙ্ঘনের শতকরা হার	**স্কোর**
৫০% এবং তদূর্ধ্ব	২
১%-৪৯%	১

ছক-৬

অন্যান্য ৬ ধরনের অনিয়মের ক্ষেত্রে (ক্রমিক নং ৬-এ উল্লেখিত) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে স্কোর হিসাব হবে:

শরী'আহ্ লঙ্ঘনের শতকরা হার	**স্কোর**
৫০% এবং তদূর্ধ্ব	১
১%-৪৯%	০.৫

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে শাখাগুলোকে প্রতি বছর তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে:

১. শরী'আহ্ পরিপালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শাখা (High Shari'ah risk bearing branches)

২. শরী'আহ্ পরিপালনের ক্ষেত্রে মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ শাখা (Medium Shari'ah risk bearing branches)

৩. শরী'আহ্ পরিপালনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ শাখা (Low Shari'ah risk bearing branches)

প্রাথমিকভাবে যেসব শাখার স্কোর ৩০ বা তার চেয়ে বেশি হবে সেগুলোকে প্রথম ক্যাটাগরির (অর্থাৎ সর্বোচ্চ ঝুঁকি), যেসব শাখার স্কোর ১৫-২৯.৯৯ সেগুলোকে দ্বিতীয় ক্যাটাগরির (অর্থাৎ মধ্যম ঝুঁকি) এবং যেসব শাখার স্কোর ১-১৪.৯৯ সেগুলোকে তৃতীয় ক্যাটাগরির (নিম্ন ঝুঁকি) অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, শরী'আহ্ ঝুঁকি নিরূপণের উপরিউক্ত ক্যাটাগরি প্রয়োজনের আলোকে ভবিষ্যতে পরিবর্তনযোগ্য।

শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে উপরিউক্ত ক্যাটাগরিভুক্ত শাখাসমূহে নিম্নোক্ত ব্যবধানে শরী'আহ্ পরিদর্শন করতে পারে:

ক্রমিক নং	রিস্ক রেটিং	পরিদর্শনের ব্যবধান
০১	উচ্চ ঝুঁকি	বছরে অন্তত ২ বার
০২	মধ্যম ঝুঁকি	বছরে অন্তত ১ বার
০৩	নিম্ন ঝুঁকি	শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক

৫.৫ অভ্যন্তরীণ শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট নীতিমালা

৫.৫.১ শরী'আহ্ পরিদর্শনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ক) ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং গাইড লাইন ও ব্যাংকের শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির পরামর্শের ভিত্তিতে শরী'আহ্ পরিপালন সম্পর্কে বিনিয়োগসহ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম শরী'আহ্র দৃষ্টিতে পরিদর্শন করা।

গ) ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমে শরী'আহ পরিপালন বিষয়ে শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির স্বাধীন মতামত প্রদানের সুবিধার্থে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ ও শরী'আহ পরিপালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

৫.৫.২ পরিদর্শন পরিকল্পনা

ক) শরী'আহ্ পরিদর্শনের জন্য শরী'আহ সেক্রেটারিয়েট বছরের শুরুতে একটি বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। উক্ত পরিকল্পনা ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় ও ব্যাংকের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অবগতির জন্য পাঠানো হবে।

খ) শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট সচিবালয়ে কর্মরত মুরাকিবগণকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিমে ভাগ করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

গ) ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় বছরে অন্তত একবার শরী'আহ্ পরিদর্শনের লক্ষ্য (target) ঠিক করা থাকবে। গুরুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘনকারী শাখা ও বড় বড় শাখাসমূহে প্রয়োজনে বছরে একাধিকবার শরী'আহ্ পরিদর্শন করা হবে।

ঘ) শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট থেকে অফিস অর্ডারের মাধ্যমে মুরাকিবগণকে বিভিন্ন শাখা শরী'আহ্ পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হবে।

৫.৫.৩ পরিদর্শন পদ্ধতি

ক) শাখার বিনিয়োগ/বিনিয়োগ আয়ের পরিমাণ (income volume) অনুযায়ী পরিদর্শনের সময় (tenure) নির্ধারিত হবে।

খ) মুরাকিবগণ নমুনার ভিত্তিতে (Sample Basis) বিনিয়োগ ডিল পরিদর্শন করবেন এবং যে সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি (Mode of Investment) এ শরী'আহ লঙ্ঘনের আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে বেশি সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখবেন।

গ) পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বিগত বছরের শরী'আহ্ পরিদর্শন তারিখ থেকে বর্তমান বছরের শরী'আহ্ পরিদর্শন তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম শরী'আহ্ পরিদর্শনের আওতাভুক্ত হবে।

ঘ) শরী'আহ্ পরিদর্শনকালে মুরাকিবগণ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, আর্থিক বিবরণী ও ভাউচার ইত্যাদি নিরীক্ষা করবেন। প্রয়োজনে তারা শাখার কর্মকর্তা, গ্রাহক ও সরবরাহকারীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি ব্যবসায়িক স্থাপনা (business establishment)-ও পরিদর্শন করবেন।

ঙ) পরিদর্শনকালে শাখার সামগ্রিক বিষয়াবলির উপর পর্যবেক্ষণের আলোকে মুরাকিবগণ পরিদর্শন প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখার শরী'আহ পরিপালনের বিষয়ে একটি সাধারণ মন্তব্য (General Observation) সংযুক্ত করবেন।

চ) পরিদর্শন কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ছক (form) এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ছ) পরিদর্শনকালে নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ চিহ্নিত অনিয়ম সম্পর্কে মুরাকিবগণ পরিদর্শন কার্যক্রম চলাকালেই শাখা ব্যবস্থাপককে অবহিত করবেন এবং মুরাকিবগণের উপস্থিতিতে শাখা ব্যবস্থাপক লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।

জ) শাখা শরী'আহ্ পরিদর্শনের শেষ দিন শাখার জনবল নিয়ে একটি Internal get-together এর আয়োজন করবে। সেখানে সকলের অবগতির জন্য মুরাকিবগণ তাদের পর্যবেক্ষণ পেশ করবেন।

৫.৫.৪ প্রতিবেদন তৈরিকরণ ও উপস্থাপন

ক) মুরাকিবগণের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক পরিদর্শন রিপোর্টের উপর মন্তব্য প্রদানের পর মুরাকিব ও শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরযুক্ত সম্পূর্ণ রিপোর্টের কপি শাখায় সংরক্ষণের জন্য প্রদান করবেন এবং মূল কপিটি শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট-এ জমা দিবেন।

খ) শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টে উল্লেখিত মুরাকিবের পর্যবেক্ষণ এবং শাখা ব্যবস্থাপকের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ আয়কে সংশয়মুক্ত (Doubtfree) কিংবা সংশয়যুক্ত (Doubtful) হিসেবে চিহ্নিত করে গুরুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘন (Major shari'ah lapses) ও লঘুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘন (Minor shari'ah lapses)-এ দুভাগে ভাগ করে সংশয়যুক্ত হিসেবে চিহ্নিত বিনিয়োগ হিসাবগুলোর উপর একটি আলাদা প্রতিবেদন তৈরি করা হবে।

গ) শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অধিবেশনে উপস্থাপন করবে।

ঘ) প্রতিবেদন তৈরির পরই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও ব্যাংকের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হবে। পরবর্তীতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অনুমোদনের পর চূড়ান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রেরণ করা হবে।

ঙ) শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে গুরুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘন (Major) ও লঘুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘন (Minor)-এর ধরন/সংজ্ঞা কিংবা আওতা রিভিউ করা হলে তা পরবর্তী বছর থেকে কার্যকর হবে।

৫.৫.৫ মনিটরিং

ক) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অভ্যন্তরীণ শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রম শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে শরী'আহ সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক পরিচালিত হবে।

খ) পরিদর্শন কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য শরী'আহ সেক্রেটারিয়েটের একজন নির্বাহী (মুরাকিব) দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েটের উদ্যোগে প্রতি ২ মাস অন্তর (এ সময় পরিবর্তনযোগ্য) শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে পরিদর্শন টীমের সদস্যদের নিয়ে একটি অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে বিগত সময়ে পরিদর্শনকৃত শাখাসমূহের শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে পর্যালোচনা করে পরিদর্শন কার্যক্রমকে আরো কার্যকর (effective) করা হবে।

ঘ) মুরাকিবগণের পরিদর্শন কার্যক্রমের কার্যমান মূল্যায়নের লক্ষ্যে তাদের পরিদর্শনকৃত শাখাসমূহের প্রতিবেদনগুলোর সংক্ষিপ্তসার ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটিতে পেশ করা হবে।

৫.৬ শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার নীতিমালা

শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক উপস্থাপিত ত্রৈমাসিক/ষাণ্মাসিক/বার্ষিক শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন নিম্নোক্ত নীতিমালার আলোকে চূড়ান্ত করা হয়:

ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত শরী'আহ্ পরিদর্শক/পরিদর্শকবৃন্দ শাখার বিনিয়োগ লেনদেন পরিদর্শনপূর্বক অভ্যন্তরীণ শরী'আহ্ পরিদর্শন নীতিমালা অনুযায়ী একমাত্র আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার অনুভূতি নিয়ে স্বাধীনভাবে সংশয়পূর্ণ লেনদেনকে প্রথমে চিহ্নিত করবেন।

খ) শরী'আহ্ পরিদর্শন বিবরণীর ছক অনুযায়ী 'মুরাকিবের পর্যবেক্ষণ' কলামে সংশয়পূর্ণ লেনদেন সংশ্লিষ্ট ডিল সম্পর্কে মুরাকিব তার মতামত লিপিবদ্ধ করবেন।

গ) মতামত লিপিবদ্ধ করার সময় শরী'আহ্ পরিপালনের অনিয়ম ও ত্রুটির ধরন নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করবেন ও শরী'আহ্ লঙ্ঘনটিকে গুরুতর (major) ও লঘুতর (minor) হিসেবে উল্লেখ করবেন।

ঘ) সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শরী'আহ্ পরিদর্শন বিবরণীর ছক অনুযায়ী 'শাখার ব্যাখ্যা' কলামে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে স্বাধীনভাবে চিহ্নিত শরী'আহ লঙ্ঘন হওয়া ডিল সম্পর্কে মতামত উপস্থাপন করবেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি ব্যাখ্যা স্পষ্ট, বস্তুনিষ্ঠ ও দলিলভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা শরী'আহ্র মাপকাঠিতে মূল্যায়নযোগ্য বিবেচিত হবে।

ঙ) সকল বিনিয়োগ ডিল সম্পর্কে মুরাকিব পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করবেন এবং উক্ত পর্যবেক্ষণ ও সে সম্পর্কে শাখার উত্তর/ব্যাখ্যা একত্রিত করে শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সম্মানিত সদস্য সচিব মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করবেন।

চ) সম্মানিত সদস্য সচিব মহোদয় শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির দুই বা ততোধিক সদস্যের সাথে শরী'আহ্ পরিদর্শন টিম-এর লিডারদের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করবেন। উক্ত সাবকমিটি 'মুরাকিবের পর্যবেক্ষণ' ও 'শাখার ব্যাখ্যা' পর্যালোচনা করে কোনটিতে শরী'আহ্ লঙ্ঘিত হয়েছে আর কোনটিতে হয়নি তা মূল্যায়ন করে খসড়া শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং তা চূড়ান্ত করার জন্য শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন।

ছ) প্রতি তিন মাস পরপর ত্রৈমাসিক শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন চূড়ান্ত আকারে তৈরি করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বুকস অ্যান্ড ফরম্‌স্‌

Islami Bank Bangladesh Ltd.

................................Branch

Not applicable if attached earlier.
PHOTO

EVP/SVP/VP/AVP/Manager
.................................Branch
....
....

Muhtaram,
Assalamu Alaikum,

Subject : Request for Purchase of goods / assets for selling the same under "Bai-Muajjal / Bai-Murabaha Mode / Bai-Istijrar/Leasing and selling these under "Hire Purchase Under Shirkatul Melk" Mode.

I / we request you to please purchase / procure the goods / assets / properties described in the Indent / Invoice / Schedule attached herewith for value of Tk.................. (Taka..) only and sell / handover the same to me / us on your usual terms & conditions under Bai-Murabaha / Bai-Muajjal(TR) / Hire-Purchase Shirkatul Melk mode of Investment.

It is to be mentioned that, I / We shall be bound to purchase the proposed goods from the Bank at the agreed price / profit, after purchase. Otherwise, I / we shall be bound to pay compensation to the Bank. I / we offer you the following cash / collateral as security against payment of sale price and compensation.

(a) Total quantity and price of proposed goods — Quantity.............. Price..............
(b) Amount of cash security — Tk....................
(c) Collateral Security (Schedule attached)
Description
Quantity
Price
(d) Incase of third party collaterals, name & father's / husband's name and address of the owner

Required information / particulars, in this regard are given below :

1. (a) Name of the Business Establishment :

(b) Nature
☐ Proprietorship
☐ Partnership
☐ Private Ltd.
☐ Public Ltd.

2. Business Address (Rented or own) ☐ Rented: ☐ Own
Telephone No.
Fax No.

E. Mail

3. **Residential Address and Telephone No. [if available]** :

4. Nature of Business ☐ Retailer ☐ Wholesaler ☐ Industry

5. Purpose of purchasing the proposed goods :

6. Estimated Value of the proposed goods

7. (a) Period for payment of Sale Price :
   (b) Daily / Weekly / Monthly Sales (expected) Turnover : Tk...... .

8. **Mode of Payment of Rent and Purchase Price :**

☐ Daily ☐ Weekly ☐ Fortnightly ☐ Quarterly

☐ Half Yearly ☐ Yearly ☐ Lump sum. ☐ At a time

9. **Statement of Liabilities of the Proprietors / Partners / Directors with IBBL:**

Name of the Branch	Account No.	Amount of Liabilities

I / We solemnly declare that all the information / particulars furnished here above are true and correct to the best of my / our knowledge.

Date : ....

Signature of the Applicant(s)
Account No.
Date of opening the Account:

N.B: Papers required to be submitted along with the application form: [If not given alongwith F-167A Form]

i. Attested Photocopy of the valid Trade license.
ii. Description of the assets of Proprietor / Partner(s) / Director(s).
iii. Valuation Certificate of the property (ies) proposal to be mortgaged. (Mentioning forced sale value).
iv. Description of the saleable stored goods. (Mentioning the Sale price / Market price which ever is less:
v. Attested photocopy of partnership Agreement (in case of partnership concern).
vi. Memorandum and Articles of association, Resolution of the Board of the directors of the company for Investment Facilities.
vii. Attested copy of TIN.
viii. Others.

মালামাল ক্রয়ের অঙ্গীকার নামা

আমি/আমরা এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমাদের .... তারিখের আবেদনপত্র মোতাবেক প্রস্তাবিত পণ্যসামগ্রী ব্যাংক ক্রয় করার পর ব্যাংকের নিকট থেকে সম্মত মূল্যে/মুনাফায় আমি/আমরা ক্রয় করে নেব। অন্যথায়, এ বাবদ ব্যাংকের কোনো ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকব এবং এজন্য নিম্নে বর্ণিত নগদ/সহায়ক জামানত প্রদান করতে প্রস্তুত আছি।

নগদ জামানতের হার/পরিমাণ ও সহায়ক জামানতের বিবরণ:

(ক) নগদ জামানত:

(খ) সহায়ক জামানত:

সাক্ষী:

১। স্বাক্ষর ....

নাম :

পিতার নাম :

স্থায়ী ঠিকানা :

তারিখ :

২। স্বাক্ষর ....

নাম :

পিতার নাম :

স্থায়ী ঠিকানা :

তারিখ :

....

গ্রাহকের সিল ও স্বাক্ষর

তারিখ: ....

এফ-............

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিলস বিনিয়োগের আবেদন ও চুক্তিপত্র

বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্প

ব্যবস্থাপক/শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
............................শাখা

মুহ্‌তারাম,
আস্‌সালামু আলাইকুম ।

আমি/আমরা আপনার শাখার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করছি। ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে মুশারাকা পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত বিনিয়োগের জন্য আবেদন করছি।

১.	বিনিয়োগের বিবরণ	:	ইনভয়েস নং .... তাং .... মূল্য মাঃডঃ........................ @ .... সমপরিমাণ টাকা......................... এর বিপরীতে মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ।
২.	সম্ভাব্য মুনাফা	:	টাকা .... অর্থাৎ রপ্তানি বিলের ....% ।
৩.	বিনিয়োগের পরিমাণ	:	

ব্যাংকের বিনিয়োগ ও অনুপাত		নিজ বিনিয়োগের অনুপাত		মোট (মুনাফা ছাড়া বিলমূল্য)	
টাকা	অনুপাত %	টাকা	অনুপাত %	টাকা	অনুপাত %

৪.	মঞ্জুর করা বিনিয়োগ সীমার পরিমাণ .... মঞ্জুরিপত্র নং .... তাং.................... (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৫.	প্রস্তাবিত জামানতের বিবরণ: ক) বিনিয়োগ লিমিট মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী। খ) এলসি নং .... তাং .... এর অধীনে বিল নং .... মূল্য .... এর বিপরীতে এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত Acceptance letter.

উক্ত বিনিয়োগের বিপরীতে নিম্নোক্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

মুশারাকা চুক্তিপত্র

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ... শাখা, ...যার প্রধান কার্যালয় ৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকায় অবস্থিত এবং কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (বর্তমানে ১৯৯৪) এর আওতায় বাংলাদেশে নিবন্ধিত।

প্রথম পক্ষ ব্যাংক

নাম...পিতা/স্বামী ....
.... পক্ষে মেসার্স ....

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহক

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ব্যাংক মুশারাকা পদ্ধতিতে গ্রাহকের সাথে মালামাল সরবরাহের প্রেক্ষিতে গ্রাহকের অনুকূলে মুশারাকা বিনিয়োগ প্রদানে সম্মত হয়। এ উদ্দেশ্যে আমরা উক্ত পক্ষদ্বয় নিম্নোক্ত শর্তাদিতে একমত হয়ে আজ .... ইং তারিখে .... (স্থানে) স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে নিম্নে স্বাক্ষরিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করে অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করলাম।

চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ

১। মুশারাকা কারবার ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে ।

২। সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনে মোট মূলধনের পরিমাণ .... টাকা (কথায় ....)।
উক্ত মূলধনের ....% অর্থাৎ .... টাকা (কথায় ....)
ব্যাংক এবং অবশিষ্ট .... % অর্থাৎ .... টাকা (কথায় ....)
গ্রাহক যোগান দেবেন।

৩। চুক্তির মেয়াদ রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৪। প্রত্যাবাসিত বিলমূল্য থেকে ব্যাংক মুশারাকা পদ্ধতিতে প্রদত্ত বিনিয়োগের অর্থ লভ্যাংশসহ প্রাপ্ত হবে।

৫। জামানত:
বিনিয়োগ লিমিট মঞ্জুর করার সময় গৃহীত সকল জামানত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং এলসি নং .... তাং .... এর বিপরীতে এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত Acceptance letter অত্র বিনিয়োগের সহায়ক জামানত হিসাবে গণ্য হবে।

৬। লাভ/ক্ষতি বন্টনের অনুপাত:
বিলমূল্য পাওয়ার পর লাভ-ক্ষতি বন্টনের হার হবে: ব্যাংক .... % এবং গ্রাহক .... %। তবে, ২য় পক্ষ গ্রাহকের অবহেলা বা চুক্তির পরিপন্থি কোনো কার্যকলাপের জন্য বিলমূল্য পেতে বিলম্ব বা অন্য কোনো কারণে প্রথম পক্ষের (ব্যাংকের) আর্থিক ক্ষতি হলে ২য় পক্ষ (গ্রাহক) প্রথম পক্ষকে সমুদয় ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

৭। অত্র চুক্তির কোনো শর্ত কোনো পক্ষ ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে ।

৮। অত্র চুক্তিপত্রের সমুদয় অথবা যে কোনো শর্ত ব্যাংক ও গ্রাহকের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করা যেতে পারে ।

সাক্ষীগণ:

১। নাম ....
পিতার নাম ....
ঠিকানা ....
স্বাক্ষর ....

২। নাম ....
পিতার নাম ....
ঠিকানা ....
স্বাক্ষর ....

প্রথম পক্ষ (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে)

ব্যবস্থাপক
.... শাখা
(ব্যাংকের সিল ও স্বাক্ষর)

দ্বিতীয় পক্ষ
.... এর পক্ষে

মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালকবৃন্দ (সিল ও স্বাক্ষর)

(Monogram)

ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED

Adhesive
Stamp

BAI-MURABAHA AGREEMENT
(GENERAL)

This agreement is made at .... this .... day of 19......, between Islami Bank Bangladesh Limited a banking company incorporated in Bangladesh under the Companies Act. 1995 and having its registered Office at 40, Dilkusha Commercial Area, Dhaka, Bangladesh with one of its Branches situated at .... (hereinafter referred to as "the Bank" which expression unless there is anything repugnant in the subject or context shall be deemed to mean and include its successors-in-interest and assignees) of the one part.

AND

Son/Daughter/Wife of Janab ....carrying on business under the name and style of .... as its sole Proprietor/Managing Partner/Managing Director having its place of business at .... (hereinafter referred to as "the Client" which expression unless there is anything repugnant in the subject or context shall be deemed to mean and include his / her successors-in-interest and assignees) of the other part.

WHEREAS:

The Client has requested the Bank to Procure / Purchase the Goods as described in the schedule hereto (hereinafter referred as the "goods") and has also proposed to purchase the same at a total (Cost + Profit) of Tk.................... (Taka...) and Tk...................... (Taka..) respectively from the bank and

given an undertaking to that effect and the bank has agreed to purchase and sall those to the client at a price of Tk.................. (Taka ....) only.

NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. That the Bank hereby sells and the Client purchases the goods mentioned in the schedule hereto (hereinafter referred as the goods) from the Bank at a Cost Price of Tk.................. (Taka......................................) plus Profit Tk.................................. (Taka ....) Total Tk...................... (Taka ....) only (hereinafter referred to as the sale price) on deferred payment basis to be payable in lump sum and/or in .... instalments within .... 199 under this Bai-Murabaha Agreement.

2. That the Bank makes delivery and the client take(s) delivery of the Goods against acknowledgement on the Purchase Schedule (F-190).

3. That the Client by way of security for payment of the Sale Price and other costs/incidental charges pledges the Goods to the Bank.

4. That the Client shall bear the Godown Rent, Godown Staff Salary, Insurance Charges. Other Costs and Incidental Charges as incurred by the Bank in connection with the custody and preservation of the Purchased Goods and debited and reflected in the "Investment Account" pened in the name of the Client in the Books of the Bank till such period the Goods are released by the Client.

5. That the Client shall release the pledged goods from the Bank either in part or full against proportionate cash payment of Bank's dues, i.e., the Sale Price and other costs. if any, incurred by the Bank.

6. That the Bank may however release a part or full of the Goods against "Trust Receipt" on condition that payment of Sale Price shall be made as per schedule mentioned in Clause No.1 above.

7. That in the event of the failure of the Client to release the goods either in full or in part, the Bank shall have the right to dispose of the Goods including the securities towards adjustment of its dues.

8. That as to further security for payment of the Sale Price and other dues, Costs. Incidental Charges, the Client agrees to create mortgage of properties besides the Cash Security of Tk......................... (Taka ....) deposited / to be deposited as

agreed upon as mentioned in the undertaking and converted/to be converted as Goods Security.

9. That the Bai-Murabaha dues (the Sale Price and other costs and incidental charges) will further be secured by personal guarantee(s) of Janab

(a) ....

Son/Daughter/wife of

.... Address

....

(b) .... Son/Daughter/wife of

.... Address

....

....

10. That the Client shall execute all other usual Charge Documents to the satisfaction of the Bank.

11. That the Client hereby further covenants as follows:-

a) Not to avail of any other Investment / Facility from any Bank and/or Financial Institutions or borrow money or moneys or avail of any financial assistance, accommodation from any other bank/financial institution and to pay any debt or financial liability, existing or future, obtained from other sources out of the sale proceeds of the goods purchased from the Bank without prior written consent of the Bank.

b) Upon demand made by the Bank at any time or from time to time to execute or cause to be executed all such instruments, deeds or documents which the Bank may in its sole discretion require.

c) To furnish all such information as the Bank may at any time or from time to time require relating to the position of the Pledged/Hypothecated/Trust Goods/ Mortgaged Properties and Pecuniary liabilities of the Client or otherwise whatsoever.

d) To keep the Pledged/Hypothecated and Mortgaged Properties duly insured with an Insurance Company approved by the Bank for a sum not less than the amount of the Sale Price and other Costs/Incidental charges due and payable to the Bank plus ten percent and deliver to the Bank copies of the Receipts evidencing payment of premium.

12. That in the event of the Client's failure to release the Goods and Goods Securities or any part thereof within the stipulated period as per this agreement, the Bank shall have the right to sell the unreleased quantity of Goods to any person(s) or by public auction and appropriate the sale proceeds thereof to the Client's Bai-Murabaha Investment Account and shortfall, if any, shall be made good by the Client on demand by the Bank failing which the Bank shall recover the shortfall amount either in usual course or by legal action.

13. That in the event of Client's failure to make full payment of Instalments/Sale Price and other dues within the stipulated due dates, the Client shall be liable to pay Compensation to the Bank at the calculated rate of profit from the date of Investment becoming overdue.

14. That all or any terms and conditions of this agreement may be amended, modified, varied or cancelled with mutual consent of the Bank and the Client.

15. This Agreement has been executed as per promise of the client. Any violation / deviation of the terms of the agreement shall make the client liable to keep the Bank harmless for any loss/damage.

16. In case of any dispute arising out of this Agreement or the terms and conditions thereof the decision of the Bank Management shall be final and binding upon the Client / Parties.

SCHEDULE OF GOODS REFERRED TO IN THIS AGREEMENT

Sl. No.	Description of Goods	Sale Price Per unit	Quantity of Goods	Total Sale Price
1	2	3	4	5

IN WITNESS WHEREOF the parties above named have executed this agreement on the day, month and year first above written.

WITNESS:

1. Name ....
   Address ....
   ....
   Signature ....

For and on Behalf of
Islami Bank Bangladesh Limited

SVP/VP/AVP/Manager
.... Branch.

2. Name ....
   Address ....
   ....
   Signature.................................

For M/s..

....
Client's
Seal & Signature

F-1 | Adhesive Stamp

MONOGRAM

ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED

BAI ISTIJRAR AGREEMENT WITH THE SUPPLIER

This Agreement is made at .... this .... day of ....201....... between Islami Bank Bangladesh Limited, a banking company incorporated in Bangladesh under the Companies Act, 1913 having its Registered Office at 40, Dilkusha Commercial Area, Dhaka, Bangladesh with one of its branches situated at .... hereinafter referred to as " the Bank " (which expression unless there is anything repugnant in the subject or context, shall be deemed to mean and include its successors-in-interest and assignees) of the one part:

AND

....Son of... ....carrying on business under the name and style of M/s.. Managing Director/Managing Partner/ sole proprietor /Sales Manager having its place of business at .... hereinafter referred to as the Seller/Supplier (which expression unless there is anything repugnant in the subject or context, shall be deemed to mean and include its/his successors-in-interest and assignees) of the other part:

WHEREAS:

1. The Bank has requested the Seller /Supplier to sell/supply the goods as per specification described in the schedule hereto (hereinafter referred to as "the goods") within...................... days in ....instalments/phases of.........(units) each or as requisitioned by the Bank from time to time within ....days of each requisition to the Bank at the rate mentioned thereagainst/prevailing market Price with the condition that the payment to the Seller /Supplier not exceeding total price of Tk............................ (Taka ....) only or the sum to be calculated depending on the market price agreed upon by the supplier and the Bank at the time of each instalment/ supply plus carrying cost etc. if any, be made after completing supply of contract goods entirely to the Bank or its order at place of delivery. .... within ....201.......

2. The Seller/Supplier has accepted the aforesaid proposal to sell/supply the goods to the Bank or, as per order of the Bank under the usual terms and conditions.

   1. The Bank shall pay the price plus carrying cost etc. if any, of the Goods against Seller's / Supplier's bill after satisfactory supply of the Goods as per bank's order. But in special case at the request of the Seller / Supplier, the Bank may make advance payment of the Goods to the Seller / Supplier upto a certain portion of the price against suitable security acceptable to the Bank.

NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. That the Seller /Supplier shall supply and deliver the goods as described in the schedule hereto under this Agreement to the Bank or its order against proper receipt of the goods by the authorized person. The Bank agreed to pay the Seller /Supplier the total price of Tk.. (Taka..) only or the sum to be calculated depending on the market price agreed upon by the supplier and the Bank at the time of each instalment supply plus carrying cost etc., if any., for the sale/supply of those goods to the Bank or its order at .... (place of delivery) within.................................199 .... and submission of the bill to the Bank.

2. That, the Bank at the written confirmation of the Seller /Supplier on the availability of goods for sale/supply at the predetermined agreed price or the negotiated market price at each requisition, the Bank shall place order for Sale/Supply of the Goods to the Bank or its Order for purchasing the scheduled goods under this Agreement in ....instalments each @.........(units)/ as requisitioned by the Bank from time to time within ....months.

3. That, the Seller /Supplier shall be liable for delivery of the goods to the Bank or its order (Authorized person/Representative/client). The Seller /Supplier shall indemnify the Bank against any loss/harm due to non-supply, delay in supply of the Goods to the Bank or its Order. The Seller / Supplier shall provide performance Bond/ Guarantee to the Bank to ensure timely satisfactory performance of Purchase Order.

4. That, the goods are to be delivered by the Seller /Supplier as per specification, Quality and Quantity in a lot .... /instalments as per order of the Bank within ....days of placing the each requisition at (place) .... either to the Bank or its order against written acknowledgement / receipt of delivery each time which will form an integral part of the bill. The delivery of the goods must be made within the scheduled date(s). The Bank may, however, extend the scheduled date at its discretion. Non-delivery/late delivery will be treated as a breach of contract and trust.

5. That, the Seller /Supplier hereby further covenants as under:

   (a) He shall sell and deliver the goods to the Bank or its order without any negligence, within due date and at the place of delivery.

   (b) He shall provide Performance Bond/Guarantee upto the extent of ....% of the Purchase Order to ensure satisfactory performance.

6. That, it is hereby specifically agreed hereto that in case of delay in delivery of the goods as per order of the Bank, the Bank shall be entitled to demand immediate supply of the goods and on failure demand compensation @ of Tk........................... per day of delay in supply of the goods.

7. In the event of Seller's /Supplier's failure to sell/deliver the goods in full as per aforesaid stipulated terms the Seller /Supplier shall be liable to pay compensation @ Tk.................................... to the Bank per day of non-supply/delivery and late supply/delivery.

8. That, all or any terms and conditions of this agreement may be altered, amended, or modified with mutual consent of the Bank and the Seller /Supplier.

9. That, in case of any dispute arising out of this Agreement or the terms and conditions thereof the decision of the Bank Management shall be final and binding on the parities.

SCHEDULE OF GOODS REFERRED TO IN THIS AGREEMENT

Sl. No.	Description of goods	Quantity of goods	Unit price	Total price	Date & Place of delivery

In witness whereof the parties-above named have executed this agreement on the day, month and year first above written.

WITNESS:

1. Name ....
Address................................
....

For and on behalf of

Islami Bank Bangladesh Limited

Signature..............................

2. Name...................................
Address................................
....

DMD/EVP/SVP/VP/AVP/Manager
...................................Branch

Signature..............................

....
Seller /Supplier

AF-2 | Adhesive Stamp

MONOGRAM

ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED

BAI ISTIJRAR AGREEMENT WITH THE CLIENT

This Agreement is made at .... this .... day of ....201....... between Islami Bank Bangladesh Limited, a banking company incorporated in Bangladesh under the Companies Act, 1913 having its Registered Office at 40, Dilkusha Commercial Area, Dhaka, Bangladesh with one of its branches situated at .... hereinafter referred to as " the Bank " (which expression unless there is anything repugnant in the subject or context, shall be deemed to mean and include his successors-in-interest and assignees) of the one part:

AND

....son of... carrying on business under the name and style of M/s.. as its Managing Director/Managing Partner/ sole proprietor having its place of business at.. hereinafter referred to as the client (which expression unless there is anything repugnant in the subject or context, shall be deemed to mean and include his successors-in-interest and assignees) of the other part:

WHEREAS:

1. The client, vide his/their letter dated..........has requested the Bank to sell/supply the goods, as per specification described in the schedule hereto (hereinafter referred to as "the goods") within....................... days in ....instalments/ phases of.........(units) each or as requisitioned by the client from time to time, within ....days of each requisition to the client preserving relevant papers/ documents of delivery alongwith his/ their acknowledgement of receipt and also recording thereof in Bank's appropriate books/of accounts. The client shall make payment to the Bank of total Cost (including carrying cost etc. if any) of supplies plus Profit thereon at the prevailing rate to be calculated on each instalment supply.
2. The Bank has accepted the aforesaid proposal to sell/supply the goods to the Client on request of the client under the usual applicable terms and conditions.

NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. That the Bank shall sell/supply/deliver the goods as described in the schedule hereto under this Agreement within........................ months in ....instalments each @.........(units) or as requisitioned by the client from time to time within ....days of each requisition to the Client against his or his authorized person's acknowledgement of receipt of the goods.
2. That the Client has agreed to pay off the total sale price i.e. total cost plus profit plus carrying cost etc. if any, of each instalment/ supply at the rate as agreed upon by the client to be recorded in Bank's appropriate books of accounts to the Bank on or before ....201....... either in instalments or lump sum, after completing supply of the goods to the Client at the place of delivery........................

3. That the client shall place written request to the Bank for purchasing the scheduled goods under this Agreement each time as and when required allowing ....days time for delivery within ....days to complete the contract purchase.

4. That the Bank shall deliver the goods as per specification in a lot .... /instalments as per order of the Client within ....days of placing the each requisition at .... (place) either to the Client or his/their authorized person against written acknowledgement / receipt of delivery each time. The Bank shall, however, have the right to extend the scheduled date of delivery giving prior notice to the client in case of exigencies.

5. That the Bank shall open a Bai Istijrar Investment Account with the Bank in the name of the Client and this account shall be debited, at the time of each instalment supply, with cost of goods delivered including profit, carrying cost etc. thereof.

6. That as to security for payment of the Sale Price and other dues, Costs, Incidental Charges, the Client agrees to create mortgage of properties of Tk........................ (Taka ....) as agreed upon as mentioned in the undertaking and converted/to be converted as Goods Security.

7. That the Bai-Istijrar dues (the Sale Price and other costs and incidental charges) will further be secured by personal guarantee(s) of Janab (a) .... Son/Daughter/wife of .... Address .... (b) .... Son/Daughter/wife of ....Address..

9. That the Client hereby further covenants as follows:-

   a) Not to pay any debt or financial liability, existing or future, obtained from other sources out of the sale proceeds of the goods purchased from the Bank without prior written consent of the Bank.
   b) To execute all other usual Charge Documents to the satisfaction of the Bank.
   c) Upon demand made by the Bank at any time or from time to time to execute or cause to be executed all such instruments, deeds or documents which the Bank may in its sole discretion require.

   d) To furnish all such information as the Bank may at any time or from time to time require relating to sold goods/Trust Goods/ Mortgaged Properties and Pecuniary liabilities of the Client or otherwise whatsoever.
   e) To keep sold goods and Mortgaged Properties duly insured with an Insurance Company approved by the Bank for a sum not less than the amount of the Sale Price and other Costs/Incidental charges due and payable to the Bank plus ten percent and deliver to the Bank copies of the Receipts evidencing payment of premium.

10. That in the event of the Client's failure take delivery of the Goods or any part thereof the Bank shall have the right to sell to any person(s) or by public auction and appropriate the sale proceeds thereof towards adjustment of the Investment Account /Bank's dues. The shortfall, if any, shall be made good by the Client on demand by the Bank failing which the Bank shall recover the shortfall amount either in usual course or by legal action.

11. That in the event of Client's failure to make full payment of Instalments/Sale Price and other dues within the stipulated due dates, the Client shall be liable to pay Compensation to the Bank at the calculated rate of profit from the date of Investment becoming overdue.

12. That all or any terms and conditions of this agreement may be altered amended modified, varied or cancelled with mutual consent of the Bank and the Client.

13. That this Agreement has been executed as per promise of the Client. Any violation / deviation of the terms of the agreement shall make the client liable to keep the Bank harmless for any loss/damage.

14 That in case of any dispute arising out of this Agreement or the terms and conditions thereof the decision of the Bank Management shall be final and binding upon the Client / Parties.

16. That, all or any terms and conditions of this agreement may be altered, amended, or modified with mutual consent of the Bank and the Client.

<u>SCHEDULE OF GOODS REFERRED TO IN THIS AGREEMENT</u>

(If necessary, separate sheet may be enclosed)

Sl. No.	Description of goods	Quantity of goods	Unit price	Total price	Date & Place of delivery

In witness whereof the parties-above named have executed this agreement on the day, month and year first above written.

WITNESS:

1. Name ....

Address................................. For and on behalf of

....

Islami Bank Bangladesh Limited

Signature...............................

2. Name.................................... DMD/EVP/SVP/VP/AVP/Manager

Address................................. ....Branch

Signature......... ....

....

Client

Bank's specimen Supply order to Supplier

Janab...
The proprietor/Managing Director/Managing Partner/ Sales Manager
....
....

Subject: Request for supplying goods within the Bai Istijrar agreement executed with the Bank.

Janab,
Assalamu Alaikum.

In terms of the Bai Istijrar agreement dated ....signed between you and Bank for supplying and purchasing ....(units)................(goods) from you within ....200...the Bank has mean time received delivery of ....(units) ....(goods) from you and hereby request you to kindly arrange at this stage supply of the under mentioned goods within ....(days).

Sl. No	Name of goods	Quantity	Agreed Rate	Total value	Place of supply

The delivery of the above mentioned goods will be received with due acknowledgement by......................................, whose specimen signature is attested below, authorized by the Bank to receive the goods on Bank's behalf.

Yours Sincerely,

Signatures of the person authorized for receiving the delivery

........................(Signature)

..........................(Seal)

Attested

......................(Signature of the Incumbent Incharge)

(MONOGRAM)

ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED

Adhesive Stamp

BAI-MUAJJAL AGREEMENT

This agreement is made at .... this .... day of ....19..... between Islami Bank Bangladesh Limited, a Banking company incorporated in Bangladesh under the companies Act, 1995 and having its Registered Office at 40, Dilkusha Commercial Area, Dhaka, Bangladesh with one of its branches situated at .... (hereinafter referred to as "the Bank" which expression unless there is anything repugnant in the subject or context shall be deemed to mean and include its successors-in-interest and assignees) of the one part.

AND

.... Son/Daughter/Wife of Janab ....carrying on business under the name and style of .... as its sole Proprietor/Managing Partner/Managing Director having its place of business at .... (hereinafter referred to as "the Client" which expression unless there is anything repugnant in the subject or context shall be deemed to mean and include his / her successors-in-interest and assignees) of the other part.

WHEREAS:

The Client has requested the Bank to purchase/procure the Goods described in the schedule hereto (hereinafter referred to as the goods) and has also proposed to purchase the same at a total price of Tk.................... (Taka ....) only from the Bank and has given an undertaking to that effect and the Bank has agreed to sell the goods to the Client at a price of Tk.............................. (Taka..)

NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. That the Bank hereby sells and the Client purchases the goods mentioned in the schedule hereto (hereinafter referred as the goods) from the Bank at a price of Tk............................(Taka ....) only (hereinafter referred to as the sale price) on deferred payment basis to be payable in lump sum and/or in .... instalments within .... 19.... under this Bai-Muajjal Agreement.

2. That the Bank makes delivery and the Client take(s) delivery of the Goods against acknowledgement on the Purchase Schedule (F-190).

3. That the goods sold by the Bank and delivered to the Client on credit against proper acknowledgment shall remain hypothecated/pledged to the Bank.

4. That the hypothecated/pledged goods are delivered to the Client against Trust Receipts.

5. That the Client shall pay the Bank the entire price of the goods amounting to Tk.............. (Taka................................) only in lump sum or in monthly / quarterly / half yearly installments within the .... th day of .... of 20......

6. The Client shall first pay other charges like Insurance Premium, Transportation Charges, Conveyance etc., if any, debited and reflected in the ' Investment Account' opened / to be opened in the name of the Client on the books of the Bank.

7. That as and by way of security for payment of the Sale Price the Client shall hypothecate / pledge the said goods in favour of the Bank and also furnish such other securities as the Bank may from time to time require.

8. That as to further security for payment of the sale price, the Client agrees to create mortgage of properties / pledge of securities sufficient to secure the Bank's Investment.

9. That the Bai-Muajjal investment will further be secured by the personal guarantee(s) of Janab (A) .... Son/Daughter/Wife of .... Vill. .... P.O.................................... Dist.....................................(B).. Son/Daughter/Wife of..Vill.............................. P.O............................ Dist..................................... if deemed necessary.

10. That the Client shall execute all other usual Charge Documents to the satisfaction of the Bank.

11. That the Client hereby further covenants as follows:-

a) Not to avail any other Investment / Facility from any Bank and/or Financial Institutions or borrow money or moneys or avail of any financial assistance, accommodation from any other bank/financial institution and to pay any debt or financial liability, existing or future, obtained from other sources out of the sale proceeds of the goods purchased from the Bank without prior written consent of the Bank.

b) Upon demand made by the Bank at any time or from time to time to execute or cause to be executed all such instruments, deeds or documents which the Bank may in its sole discretion require.

c) To furnish all such information as the Bank may at any time or from time to time require relating to the position of the Pledged/Hypothecated/Trust Goods/ Mortgaged Properties and Pecuniary liabilities of the Client or otherwise whatsoever.

d) To keep the Pledged/Hypothecated and Mortgaged Properties duly insured with an Insurance Company approved by the Bank for a sum not less than the amount of the Sale Price and other Costs/Incidental charges due and payable to the Bank plus ten percent and deliver to the Bank copies of the Receipts evidencing payment of premium.

12. That it is hereby specifically agreed between the parties hereto that as the price of goods is payable in installments, failure on the part of the Client to pay any

installment to the Bank on its due date shall entitle the Bank to demand immediate payment of the entire balance of the price remaining due and for recovery thereof to take possession of the goods and to sell the same notwithstanding anything to the contrary contained in this agreement. (In case of installments this clause shall be applicable).

13. In the event of the Client's failure to make full payment of price of goods within the stipulated due date, the Client shall be liable to pay Compensation to the Bank at the calculated rate of profit from the date of investment becoming overdue.

14. That all or any terms and conditions of this agreement may be varied, amended, modified or cancelled with mutual consent of the Bank and the Client.

15. The Client will retain the goods delivered / to be delivered under Bai-Muajjal Mode on Trust as per Trust Receipt executed / to be executed by him/them till disposal and deposit of sale proceeds of the goods towards adjustment of the related Bai-Muajjal Investment Account(s) immediately after sale irrespective of the due date of payment of the Investment and will not divert any sale proceeds of the related goods under any circumstances and shall not sell the goods on credit.

16. This Agreement has been executed as per promise of the Client. Any violation / deviation of the terms of the agreement shall make the Client liable to keep the Bank harmless for any loss/damage.

17. That in case of any dispute arising out of this Agreement or the terms and conditions thereof, the decision of the Bank Management shall be final and binding upon the client/parties.

SCHEDULE OF GOODS REFERRED TO IN THIS AGREEMENT

Sl. No.	Description of goods	Unit price	Quantity of goods	Total Sale price
1	2	3	4	5

IN WITNESS WHEREOF the parties above named have executed this agreement on the day, month and year first above written.

WITNESS:

For and on Behalf of
Islami Bank Bangladesh Limited

1. Name ....
Address ....
....
Signature ....

SVP/VP/AVP/Manager
.... Branch.

2. Name ....
Address ....
....
Signature.................................

For M/s.......................................
....
Client's
Seal & Signature

Special Adhesive stamp of appropriate value

ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED

BAI-SALAM AGREEMENT

(For Export Oriented Industry)

This agreement is made at .... this..................day of ...., 200

BETWEEN

Islami Bank Bangladesh Ltd., a Banking company incorporated in Bangladesh under the Companies Act, 1913/1994 and having its Registered Office at 40, Dilkusha Commercial Area, Dhaka, Bangladesh with one of its Branches situated at .... better known as .... Branch (hereinafter referred to as "the Bank" which expression unless there is anything repugnant in the subject or context shall be deemed to mean and include its successors-in-interest and/or assignees) of FIRST PART.

AND

M/S. .... represented by Janab .... S/O. .... as Proprietor/Managing Partner/Managing Director/Chairperson/ .... having its place of business at .... (hereinafter referred to as "the Client" which expression unless there is anything repugnant in the subject or context shall be deemed to mean and include its successors-in-interest and/or assignees) of the SECOND PART.

WHEREAS:

i. The Client has approached the Bank to allow cash finance of Tk..................... (Taka ....) only to process/produce the export items, more explicitly to defray the expenses of cutting, stitching, sewing etc., Electric Bill and other overhead expenses for making the readymade garments and in consideration of the Client offering to sell in advance .... dozen/pieces ready-made Garments at a total price of Tk..................(Taka ....) only representing export value US $ .... as per relative export L/C under Bai-Salam Mode of Islami Shariah and in accordance with the description, quantity, quality, specification, rate, price, date and time mentioned in the schedule hereto.

ii. The Bank has agreed to the proposal of the Client to purchase in advance .... dozen/pieces ready-made Garments at a total agreed price of Tk...................................... (Taka ....) only as mentioned in the schedule hereto.

iii. The client received an Export Letter of Credit issued/transferred in his/their name as per particulars as under:

Export L/C No.	Date	Value (CFR/ FOB In. F.C.)	On account of (Applicant)	Issued by (Opening Bank)	Advised through (Advising Bank)	Favouring (Beneficiary)	Amount transferred (in F.C)
1	2	3	4	5	6	7	8

In favour of (Exporter Client)	Authenticated	For Export of (Item, quantity, unit price & other particulars of the export consignment)	Shipment validity	Negotiation validity
9	10	11	12	13

iv. The Client having valid Import Registration Certificate (IRC) No. .... Import entitlement vide LCAF No.................. issued under valid Bonded Warehouse Licence having entering a contract with M/S.........................(Name and address of Foreign supplier) .... through Proforma Invoice/Indent No................ dated .... issued by M/s. ....(Name and address of supplier/indentor) .... and having agreed to abide by the provisions of UCPDC, Import Trade Control Regulations and Foreign Exchange Guidelines in force and any other Rules/Regulations applicable in this regard, approached the Bank to open an Irrevocable Documentary Back to Back Letter of Credit No. .... dated .... at .... days' sight favouring M/S. .... (Name and address of the beneficiary) .... for a sum not exceeding .... (FC amount) .... to import ....(quantity & description of goods) .... from ......(country) .... to process/manufacture ready-made Garments/finished products for ultimate export against the aforesaid Export L/C. The goods proposed for Bai-Salam sale will be produced from the aforesaid imported goods and will be exported together under the Export L/C as mentioned under Para-iii hereinabove on his behalf and as an agent of the Bank.

NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

That at the request of the client, the Bank has purchased in advance, the goods described at the schedule hereto and the client has received the sale price thereof in advance amounting to Tk........................... (Taka ....) only. The Client as an agent of the Bank shall export the goods sold in advance to the

bank alongwith his consignment under Export L/C referred at para (iii) hereinabove. The export value of Bank's portion of the goods is US $ .... as agreed upon.

2. That this agreement has been made for .... days and shall remain valid upto .... / repatriation / adjustment of the relative export proceeds which is earlier.

3. That within the validity of this agreement, the Client shall complete the production and export the entire quantity of the goods/commodity as per specification as mentioned in the schedule hereto as per arrangement.

4. That the goods be stored at the Client's factory/ premises/ godown till export/disposal, the client shall not charge godown rent or any other charge. The Bank's authorised representative shall have the access to inspect the goods.

5. That the client on the strength of this agreement sell out/export the commodities on behalf of the Bank as agent of the Bank against export L/C alongwith their products and repatriate the entire export proceeds to the Bank. Out of the export proceeds, Bank's share is US $ .... by which the Bank shall adjust its investment account and profit thereon as per prescribed rule/procedures.

6. That by way of security for ensuring delivery of the purchased commodities as per specification, quality, quantity, price and time, the client shall furnish securities and execute Charge/Mortgage Documents to the satisfaction of the Bank.

7. That the Bai-Salam investment will further be secured by the personal guarantee(s) of

   (a) Janab .... Son/Daughter/Wife of ....
   Vill. .... P.O. .... Dist. ....

   (b) Janab .... Son/Daughter/Wife of .... Vill.
   .... P.O. .... Dist. .... if deemed necessary.

8. In the event of the Client's failure to deliver / export the purchased commodities timely as per specification, quantity, quality, price and schedule, the Client shall be liable to pay Compensation/Fine/Penalty to the Bank at the calculated rate from the stipulated date of delivery.

9. That in case of any dispute arising out of this agreement or regarding the terms and conditions of the agreement, the Bank decision shall be final and binding upon the parties.

10. That this Agreement is a Bai-Salam Agreement as is meant/understood in the Islamic Shariah. Since no law in this regard is prevalent in Bangladesh to govern such Bai-Salam agreement, the relationship between the Bank and the Client shall be treated as Debtor and Creditor and Client's liability is limited to the proportionate export price of goods of Bank's portion equivalent to US $ .... (US Dollar ....) only as per Export L/C.

11. That all or any terms of this agreement may be varied, amended or modified with mutual consent of the Bank and the Client.

SCHEDULE OF GOODS SOLD IN ADVANCE BY THE CLIENT AS REFERRED TO IN THIS AGREEMENT

Detail description of · goods with specification & quality	Quantity of goods	Place & date of delivery	Purchase Price		Export Price as per concerned Export L/C	
			Unit Price	Total Price	Unit Price	Total Price

IN WITNESS WHEREOF the parties above named have executed this agreement on the day, month and year first above written.

WITNESS:

1. Name ....
   Address ....
   ....
   Signature ....

2. Name ....
   Address ....
   ....
   Signature.................................

For and on Behalf of
Islami Bank Bangladesh Limited

SVP/VP/AVP/Manager
.... Branch.

For M/s..

....
Client's
Seal & Signature

Islami Bank Bangladesh Limited

.... Branch

Hire Purchase under Shirkatul Melk Agreement
(All Categories)

STAMP

This Agreement is made at .... this .... day of .... 200 .... between Islami Bank Bangladesh Limited, a Banking Company incorporated in Bangladesh under the Companies Act, 1913/1994 having its Registered Office, at 40, Dilkusha Commercial Area, Dhaka, Bangladesh represented by one of its branches situated at .... (hereinafter referred to as "the Bank"), which expression unless there is anything repugnant in the subject or context, shall be deemed to mean and include its successors-in-interest and assignees of the **ONE PART.**

AND

Janab/Begum/M/s .... person/Firm/Establishment/Company/Trustee/Society/Authority Established/Incorporated under Trade License/Govt. Authority, Partnership/Trust/Society/Companies Act/Law of the land at .... represented by Jb./Begum ...., (hereinafter referred to as "the Client") which expression unless there is anything repugnant in the subject or context, shall be deemed to mean and include its successors-in-interest and assignees of the **OTHER PART.**

WHEREAS:

i. The Client deals in .... business/manufacturing and decided to acquire/establish .... but readily/instantly unable to manage/provide the entire required capital/equity totalling Tk. .... (approx.) for the Asset/Property but agreed to pay a certain portion of the equity/landed property measuring.......... valued Tk.............. as his equity and security to the Bank for acquisition/establishment of the schedule Asset/Property under joint ownership of the Bank and the Client in Hire Purchase under Shirkatul Melk mode of investment of the Bank.

ii. The Client thus requested the Bank to purchase/procure/establish-project/land/building/ transport/vehicle/machinery/equipment/consumer durable etc. described fully in the schedule hereto (hereinafter referred to as "the Asset/Property") with the equity participation of the Bank and the Client at the ratio of .... and .... respectively.

iii. The Client has also proposed that the portion of the Asset/Property owned by the Bank shall be taken on hire by him at a rent of Tk. .... per month/quarter/year for a period of .... years, i.e. from ....:........... to ....

iv. The Client has also undertaken that he will buy the Bank's share of ownership in the Asset/Property on payment of sale price either in full at a time or part by part as per schedule during the hire period. The Bank's ownership to the Asset/Property and entitlement to rent will cease in proportion to payment of sale price by the Client. On the other hand, Bank's entitlement to rent shall continue in proportion and to the extent of the retained ownership of the Bank to the Asset/Property.

v. The Client has also proposed that he shall mortgage/pledge/hypothecate his share of ownership in the Asset/Property to the Bank as security for payment of rent of the Asset/Property and fulfillment of his undertaking to purchase the Bank's share in the Asset/Property. As further security, the Client has agreed to provide any other security (mortgage / pledge / hypothecation of Asset/Property) to the Bank including Personal Guarantee(s) as may be required by the Bank from time to time.

vi The Bank has accepted the above proposals of the Client and has agreed to procure/establish/purchase the Asset/Property under joint ownership with the Client with equity participation at the ratio of ......:..... and deliver/make over alongwith the Client's owned portion, the Bank's owned portion of the Asset/Property on hire for a period of ..... years at a rent of Tk. .... (Tk...) only per day/month/quarter/years basis and also agreed to sell/transfer its (Bank's) share/ownership in the Asset/Property at an agreed sale price of Tk. .... (Taka ....) only during the currency of hire period either in full at a time or part by part on payment of sale price / proportionate sale price and on fulfillment of all other terms and conditions of this agreement.

Now, therefore, This Agreement witnesseth as follows:

1. That after purchase/procurement/establishment of the Asset/Property by the Bank, if the Client fails to take delivery of the same on hire and purchase the Bank's owned portion/share on payment of the sale price as fixed herein, he shall be liable to reimburse/compensate the Bank, all costs and charges incidental to procurement of the Asset/Property and also make good the Bank for any loss incurred due to disposal of the Asset/Property otherwise. As a security of fulfillment of the undertaking to take delivery and purchase the Bank's share in the Asset/Property, the Client shall provide/ furnish the required mortgage to the Bank, besides the Personal Guarantee (s) of .... In case of failure of the Client to take delivery of the Asset/Property and purchase the Bank's share, the Bank shall also have the right to realize/recover all incidental costs and charges including the loss, if any, incurred by the Bank by selling the mortgaged Property and other legal recourses.

2. That the 2nd party Client shall furnish/has furnished a sum of Tk. ..../- (Taka ....) only or landed property or .... properties valued at Tk. .... (Taka ....) only to the Bank as his/their equity for purchase/procurement/establishment of the Asset/Property/Project. This amount of Client's equity shall be adjusted against the purchase price/procurement cost/establishment expenses of the Asset/Property as Client's share in the Asset/Property in the Books of the 1st Party Bank.

3. That the 1st Party Bank shall also furnish/has also furnished a sum of Tk................../- (Taka ....) as its equity for purchase/procurement/establishment of the Asset/Property.

4. That the first party Bank and the second party Client shall jointly purchase/procure/establish/have jointly purchased/procured/established the Asset/Property with equity participation of the Bank and the Client at the ratio of .... and .... respectively i.e. the ownership of the Bank in the Asset/Property shall be/is .... % and that of the Client shall be/is ...... %.

5. That the Asset/Property shall remain/is registered in the name of Islami Bank Bangladesh Limited/jointly in the name of Islami Bank Bangladesh Limited and .... (Client) ....

6. That the monthly/quarterly/half yearly/yearly rent for the Bank's portion of the Asset/Property has been fixed at Tk. ..../- (Taka ....).

7. That the Bank's ownership in the Asset/Property has been divided into ...... parts/shares and the sale price of each part/share has been fixed at Tk. .... (Taka ....) to be paid by the Client as per payment schedule agreed upon and mentioned here-in-below to have 100% ownership to the Asset/Property.

SCHEDULE TO BE GIVEN HERE:

8. That the Client's owned portion/share of the Asset/Property so purchased/procured/established/to be purchased /procured/established has been/shall be delivered to the Client, which the Client has duly received/shall receive against proper acknowledgement.

9. That the possession of the Bank's owned portion/share of the Asset/Property i.e. ......% of the total Asset/Property has been/shall be handed over to the Client on this day, the .... 200.. / on .... 200... on hire for a period of .... (month/year) retaining its ownership with the Bank and the Client has received/shall receive the same form the Bank against proper acknowledgement.

10. That the Asset/Property so purchased/procured/established and handed over to the Client/to be purchased/procured/established and to be handed over to the Client is/shall be stationed/installed/established at factory/premises of the Client at .... (address / ply between .... and .... (incase of commercial vehicles) and shall be used by the Client for the purpose of .... (detailing purpose of the use)

11. That the Client shall pay/deposit the rent as fixed herein above for the Bank's portion/share of the Asset/Property on or before the expiry of each month/quarter/year commencing from the date of receipt of the same by him/them for credit to the Hire Purchase under Shirkatul Melk Rent A/cs of the Client with the Bank.

12. That the Client shall purchase the Bank's share of ownership in the Asset/Property on payment of the total sale price as fixed herein above i.e. Tk. .... (Taka ....) in full at any time during the currency of hire as he/she/they wish(s) and the Bank shall transfer its share of ownership in the Asset/Property in full by a letter only on receipt of the sale price in full. Thus the Client will acquire the full title/ownership of the Asset/Property and the Hire contract will expire on payment of accrued rent and agreed sale price.

OR

That the Client may purchase the Bank's share of ownership in the Asset/Property part by part on payment of sale price as per following schedule attached herewith. The ownership of the Bank shall be transferred to the Client gradually on payment made by the Client as per agreement. Thus the Client's ownership in the Asset/Property will increase and that of the Bank will be reduced to the extent of purchased and transferred portion/share and the rent shall be reduced proportionately.

(A schedule of purchase and sale may also be given here mentioning the fixed price for each part and date of payment and transfer of ownership thereof).

13. That 100% of the Client's owned portion of the Asset/Property (acquired/to be acquired) shall remain hypothecated/mortgaged/pledged to the Bank as security until full and final payment of the Bank's dues as per this agreement/payment schedule is made by the Client.

14. That as further security for payment of accrued rent, purchase of Bank's share in the Asset/Property at the fixed sale price, the Client has mortgaged/pledged/ hypothecated/ shall mortgage/pledge/hypothecate properties/stocks/goods described in the schedule attached herewith in favour of the Bank and has agreed to furnish such other securities as the Bank may require from time to time.

15. That the Bank's Investment on Hire Purchase under Shirkatul Melk Asset/Property shall further be secured by the personal guarantee(s) of Janab/Begum .... S/o/W/o.. Vill. .... P/o. .... Thana. .... Dist. .... who shall pay the Bank dues, if the Client fails to pay.

16. That the Client shall not defer payment of accrued rent and the purchase of Banks share of ownership in the Asset/Property on payment as per schedule on the ground of non-earning of any income by the Asset/Property due to disorder/accident or any other reason whatsoever and in case of non-payment or failure to pay 03 (three) installments (consecutive or accumulating) of rent or sale price (part or full) the Bank shall have the right to forfeit the installments so far paid and the amount of equity made as stated in clause no. 1 above by the Client. The Bank will ask the Client to surrender the Asset/Property/fall back upon the securities to recover the Bank's dues. The Hirer shall be liable to pay compensation for his/their failure to pay the accrued dues by serving a written notice to the Client by Registered Post and in that case the Client shall have no right to raise any objection whatsoever.

17. That the procurement costs, stipulated rent/profit, other costs/charges, if any, shall be charged to the Investment on Hire Purchase Asset/Property Rent A/c of the Client and recovered from/adjusted by the Client as per this agreement/payment schedule.

18. That in case of failure of the Client to make full purchase of the Bank's share of ownership in the Asset/Property on payment of full and final payment of sale price as per schedule within the Hire period/period of Agreement, proportionate rent on the remaining Bank's share of ownership in the Asset/Property shall continue to be payable by the Client to the Bank until full and final purchase and sale is completed and full ownership is acquired by the Client.

19. That the Client shall use the Asset/Property as a trustee and shall not sale, transfer, shift, sub-let the Asset/Property without prior written permission of the Bank.

20. That the Client shall have only the possession and right to use the Bank's owned portion/share of the Asset/Property on regular payment of the rent and he/she/they will keep the Asset/Property in good working condition and shall be bound to replace by suitable articles of similar kinds at his/her/their own cost or shall pay equal value for all such parts and accessories thereof which have broken or shall become broken, lost or worn-out and shall not alter, take away or remove any parts of the said Asset/Property without consent of the Bank in writing.

21. That, the Client will be liable to bear all repairing, overhauling, running and maintenance costs of the Asset/Property and that he/she/they will be liable to pay all fines, penalties, as may be imposed by any competent authority due to violation of any law, rule, regulation of use of the Asset/Property and that the Bank will bear no liability and responsibility in this regard whatsoever

22. That the Client will be responsible for keeping the hired Asset/Property in good condition throughout the whole period of hire and if the Asset/Property is damaged or destroyed due to transgressions, default or negligence of the Client, he (the Client) will be responsible to compensate the Bank for that loss.

23. That, the Client shall be bound to make available/present/place the Asset/Property before the Bank as and when require by the Bank for the purpose of inspection. The Client under no circumstances without written permission from the Bank shall remove/shift the Asset/Property from the original place of installation/route (mill, factory, establishment, house, etc.)

24. That, the Bank, its agent, assignees and nominees shall be entitled at all times and without notice to enter upon any place where the Asset/Property may be kept, parked and/or stored and inspect and take charge/possession of the Asset/Property or any part thereof, if the Client fails or neglects to pay/deposit the stipulated amount of rent, rate, price and other dues, if any, commit breach of any of the terms contained in this agreement and commit any act of insolvency within the meaning of any law for the time being in force or become or be adjudicated bankrupt or insolvent.

25. That, the Client shall keep the Asset/Property comprehensively insured with Bank's mortgage clause against loss or damage by Fire/RSD/Flood/Theft/Accident etc. and all other usual risks including 1st Party Risk coverage with an Islamic Insurance Company or in the absence, with any Insurance Company on Bank's approved list minimum to the extent of its cost/purchase price Plus ten percent at his/her/their cost.

In case, insurance claims are to be lodged, the Client shall actively assist the Bank in lodging related claims and realising claims thereof. The insurance claim realised as such will be appropriated towards adjustment of Client's dues to the Bank and for paying such costs as may be required for realising the claim. Any balance left after such appropriation shall, however, be paid by the Client. In case the insurance claim does not cover the dues of Bank and other cost, the Client shall pay the shortfall from Client's own sources.

26. That, the Client agreed to execute/provide all required charge/mortgage documents that are required by the Bank at his/their cost.

27. That, the Client shall grant the Bank the right to nominate one of its officials as Director of the company and to replace such person from time to time as per Bank's desire.

    For active participation of the Bank, the Client shall have to inform the Bank from time to time to attend the meeting of the Board of Directors of the Company and any other emergency meeting thereof.

28. That, in the event if the Asset/Property or any part thereof is totally damaged and rendered irreparable, the Client shall be liable to pay the balance amount of the sale price and rent accrued and unpaid to the Bank.

29. That, the Client shall be responsible for carrying out all formalities and meeting all queries of the govt. and cost thereof.

30. That, the Client shall display a Sign Board written as "   " at a conspicuous place at the project site indicating that the factory has been established with the financial assistance of IBBL.

31. That, the Client shall provide the Bank with monthly financial and operational position within the first week of every month.

32. That, the Client shall ensure that business is done by using the Asset/Property supplied by the Bank in accordance with the commandments of Islami Shariah.

33. That, the Client shall appoint qualified personnel and employees so that smooth administration and operation of the project could be ensured.

34. That, Bank may depute its officials in the Project Company to look after the day to day affairs of the Company or for supervision of stock in the godown . The Salaries and allowances of such officials shall be recovered from the Client.

35. That, the Client cannot make any change in the Management of the company and any amendment/ alternation/ revision in the Memorandum and Articles of Association without prior written approval of the Bank .

36. That, the Client shall not change the project site production capacity, diversify product/ service line of the unit under any circumstances whatsoever without prior written approval of the Bank.

37. That, the Client shall not incur or permit to exist any other loan, guarantee, endorsement or contingent liability against the Asset/Property of the project from any other Bank/ Financial Institution etc. without written permission from the Bank.

38. That, all or any terms and conditions of this Agreement may be amended or modified/extended with mutual consent of the Bank and the Client.

39. That, in case of any dispute regarding terms and conditions, the decision of the Bank Management shall be final and binding upon the Client.

40. That, payment of rent and sale price for Bank's share in the Asset/Property shall commence from ....@ Tk..................... and Tk.................. respectively on monthly / quarterly and continue until 100% share of the Bank in the Asset/Property is purchased by the Client partner (Hirer) by ....

SCHEDULE OF ASSET/PROPERTY REFERRED TO IN THIS AGREEMENT

SL No	Name and Description of the Asset/Property with make, origin etc	Quantity/ unit with cost Price	Total Purchase Price	Date and Place of Delivery	Rent per unit of time and sale price per share for Bank's portion in the Asset/Property	Remarks
			Tk................. (Bank Tk.. .... Client Tk..... ..)		*Rent Tk......... per month *Sale Price Tk.... per share *Total sale price Tk......	

Rent will be reduced proportionately on payment of sale price (instalment).

Total sale price Tk.............. shall be paid in .... monthly instalment.

In witness whereof the parties named above have executed this Agreement on the day, month and year first above written.

Witness:

For and on Behalf of
Islami Bank Bangladesh Limited

1. Name
   Address
   Signature

SVP/VP/AVP/Manager
.... Branch

2. Name
   Address

   Signature

....
Client's Seal and Signature

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS TO BE INCORPORATED IN THE HIRE PURCHASE UNDER SHIRKATUL MELK AGREEMENT OF PROJECT INVESTMENT

1. In the event of the Client's failure to pay 2(two) consecutive monthly installments of principal and rent or breach/ violate any other terms and conditions of Hire-Purchase under Shirkatul Melk agreement, the Bank reserves the right to take any or all of the following actions to safeguard its interest:-
 a. Take-over the possession of the machinery and equipments/other Asset/Property supplied.
 b. Fallback upon the Guarantee provided by the Client to realise Bank's dues.
 c. Take over the steps including Legal Actions and sell the mortgaged property(ies).

2. Hire-Purchase is guaranteed against all sorts of decay/ deficiency. In the event of Client's desire to return the project rented out to the Client at their own accord after a certain period of time, they shall be liable to pay to the Bank an amount to be suitably determined by the Bank to account for depreciation, wear and tear and damage, pilferage, obsolescence etc.

3. Personal guarantee of all the Directors in their personal capacity and Hirer/ owner of the properties to be kept as collateral security (if applicable) shall have to be obtained.

4. Before signing the Hire-Purchase agreement with the Bank, the Client shall grant the IBBL the right to nominate one of its officials as Director of the company and to replace such person from time to time as per Bank's desire which must be reflected in the Memorandum and Articles of Association of the Company.

5. For active participation of IBBL, the Client shall have to inform the IBBL time to time to attend the meeting of the company and any other emergency meeting thereof.

6. In the event if any Asset/Property are totally damaged and rendered irreparable, the Client shall be liable to pay the balance amount of principal Hire-Purchase price and rent unpaid to the Bank.

7. In case, insurance claims are to be lodged the Client shall actively assist the Bank in lodging related claims and realising claims thereof. The insurance claim realised as such will be appropriated towards adjustment of Client's dues to the Bank and for paying such costs as may be required for realising the claim. Any balance left after such appropriation shall, however, be paid by the Client . In case the insurance claims does not cover the dues of Bank and other cost, the Client shall pay the shortfall from Client's own sources.

8. The Client shall be responsible for carrying out all formalities and meet all queries of the govt. and cost thereof.

9. The Client shall display a Sign Board at a conspicuous place at the project site indicating that the factory has been established with the financial assistance of IBBL.

10. The Client shall provide the Bank with monthly financial and operational position of M/S...... within the 1st week of every month.

11. The Client shall ensure that business is done by using the machineries and equipments supplied by the Bank in accordance with the commandments of Islami Shariah.

12. The Client shall appoint qualified personnel and employees so that smooth administration and operation of the project could be ensured.

13. The Hire-Purchase Shirkatul Melk Agreement to be signed by the Client not be terminated or cancelled by the Client unilaterally under any circumstances.

14. This sanction may be cancelled by the Bank at its discretion in case any of the terms and conditions of the Hire-Purchase Agreement/ terms of sanction advice is violated by the Client.

15. Salaries and allowances of godown staff engaged by the Bank for the project shall be recovered from the Client.

16. The Bank may impose any new condition, modify any existing condition of the sanction or cancel the sanction/ limit at any time without assigning any reason whatsoever.

17. The terms and conditions of the sanction letter may be subject to amendments, modification or deletion at any time without notice to the Client at the discretion of the IBBL.

18. The Client cannot make any change in the Management of the company and any amendment/ alternation/ revision in the Memorandum and Articles of Association without prior approval of the IBBL, Head Office.

19. The Bank reserves the right to call back the invested amount without assigning any reason whatsoever.

20. The Client shall not change the project site production capacity, diversify product/ service line of the unit under any circumstances whatsoever without prior written approval of the Bank.

21. The Client shall not incur or permit to exist any other loan, guarantee, endorsement or contingent liability against the Asset/Property of the project from any other Bank/ Financial Institution etc.

এএফ-

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বিশেষ
আঠালো
স্ট্যাম্প

মুদারাবা চুক্তিপত্র

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ... শাখা, ... যার প্রধান কার্যালয় ৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকায় অবস্থিত এবং কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (বর্তমানে ১৯৯৪) এর আওতায় বাংলাদেশে নিবন্ধিত ।

প্রথম পক্ষ ব্যাংক

জনাব .... পিতা ....মাতা স্বামী .... সাং .... ডাকঘর থানা .... জেলা ....জাতি .... ধর্ম .... পেশা .... ।

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহক

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে গ্রাহকের সাথে .... ব্যবসা/শিল্পে অংশগ্রহণে সম্মত হয়ে গ্রাহকের অনুকূলে মুদারাবা বিনিয়োগের মঞ্জুরিপত্র প্রদান করে যা গ্রাহক কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকৃত এবং স্বাক্ষরিত হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী পক্ষদ্বয় নিম্নোক্ত শর্তাদিতে ঐকমত্য পোষণপূর্বক অদ্য .... ইং তারিখে .... (স্থানে) সুস্থ শরীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করে।

চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ

১. ....ব্যবসায়/.. .... উৎপাদন ও বিপণন এর জন্য মুদারাবা কারবার ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে ।

২. সংশ্লিষ্ট ব্যবসা/শিল্পের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ .... টাকা (টাকা ....)। উক্ত বিনিয়োগের সম্পূর্ণ ব্যাংক যোগান দিবে ।

৩. গ্রাহক ও তাঁর/তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালিত হবে এবং এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব গ্রাহকের। তবে ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। এজন্য ব্যাংকের প্রতিনিধি ব্যবসা/শিল্পের যে কোনো স্থানে/কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে ।

৪. ব্যবসা/শিল্পের মেয়াদ আগামী .... ইং তারিখ পর্যন্ত .... বছর।

৫. প্রতি বছর .... ইং তারিখে এবং/অথবা মেয়াদ শেষে হিসাবপত্র উক্ত তারিখের অথবা মেয়াদের পর .... দিনের মধ্যে ব্যাংকের নিকট জমাপূর্বক উভয়ের সম্মতিতে চূড়ান্ত করা হবে।

৬। চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী লাভ হলে ব্যাংক লাভের .... শতাংশ এবং গ্রাহক .... শতাংশ পাবে। হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার .... দিনের মধ্যে গ্রাহক ব্যাংকের আনুপাতিক লভ্যাংশ ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের নামে মুদারাবা হিসাবে জমা দিবে। মেয়াদ শেষ হলে গ্রাহককে উক্ত তারিখের মধ্যে ব্যাংকের বিনিয়োগ উক্ত মুদারাবা হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিবে।

৭। গ্রাহকের দায়িত্বে অবহেলাজনিত কারণ, মঞ্জুরিপত্র ও অত্র চুক্তি পত্রের শর্তাদি ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ে/শিল্পে ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ ক্ষতি গ্রাহক বহন করবে এবং ৫নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো নির্ধারিত সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর .... দিনের মধ্যে ব্যাংকের সমুদয় বিনিয়োগ গ্রাহককে তার/তাদের নামে ব্যাংকের মুদারাবা হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে ।

৮। ৭নং ক্রমিকে বর্ণিত কারণসমূহ ব্যতিরেকে স্বাভাবিকভাবে ক্ষতি হলে তা ব্যাংক বহন করবে এক্ষেত্রে ৫নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর .... দিনের মধ্যে ক্ষতি বাদ দিয়ে ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রাহক তার/তাদের নামে রক্ষিত ব্যাংকের মুদারাবা হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিবে।

৯। মেয়াদ পূর্তির আগে কোনো অনিবার্য কারণবশত অথবা ক্রমাগত লোকসানের কারণে ব্যবসা বন্ধ করার প্রয়োজন হলে অথবা মেয়াদ শেষে হিসাব চূড়ান্ত করার জন্য পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পদ মূল্যায়িত হবে এবং উক্ত নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহক ঐ সম্পত্তি নিবে। তবে উভয়ের সম্মতিতে সম্ভব হলে ঐ সম্পদ উপযুক্ত মূল্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রি করে হিসাব চূড়ান্ড় করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কাস্টমার সংগ্রহ ও বিক্রির দায়দায়িত্ব গ্রাহকের।

১০। ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে .... ইং তারিখে ইস্যুকৃত মঞ্জুরিপত্র নং .... এর যাবতীয় শর্তাদি অত্র চুক্তিপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে যা পক্ষদ্বয় মানতে বাধ্য থাকবে ।

১১। অত্র চুক্তি অথবা বর্ণিত মঞ্জুরিপত্রের কোনো শর্ত কোনো পক্ষ ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে ।

১৩। অত্র চুক্তিপত্রের সমুদয় অথবা যে কোনো শর্ত ব্যাংক ও গ্রাহকের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করা যেতে পারে ।

প্রথম পক্ষ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে

সাক্ষীগণঃ

১। নামঃ ....
পিতার নামঃ ....
ঠিকানাঃ ....
....
স্বাক্ষরঃ

ব্যবস্থাপক
.... শাখা
(ব্যাংকের সিল ও স্বাক্ষর)

২। নামঃ ....
পিতার নামঃ ....

দ্বিতীয় পক্ষ

ঠিকানা: ....

.... এর পক্ষে

স্বাক্ষর: ....

মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালকবৃন্দ
(সিল ও স্বাক্ষর)

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বিশেষ আঁঠালো স্ট্যাম্প

মুশারাকা চুক্তিপত্র

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ...শাখা যার প্রধান কার্যালয় ৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকায় অবস্থিত এবং কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (বর্তমানে ১৯৯৪) এর আওতায় বাংলাদেশ নিবন্ধিত ।

প্রথম পক্ষ ব্যাংক

জনাব .... পিতা ....মাতা স্বামী .... সাং .... ডাকঘর থানা .... জেলা ....জাতি .... ধর্ম .... পেশা .... ।

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহক

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ব্যাংক মুশারাকা পদ্ধতিতে গ্রাহকের সাথে .... ব্যবসা/শিল্পে অংশগ্রহণে সম্মত হয়ে গ্রাহকের অনুকূলে মুশারাকা বিনিয়োগের মঞ্জুরিপত্র প্রদান করে যা গ্রাহক কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকৃত এবং স্বাক্ষরিত হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী পক্ষদ্বয় নিম্নোক্ত শর্তাদিতে ঐকমত্য পোষণপূর্বক অদ্য .... ইং তারিখে .... (স্থানে) সুস্থ শরীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করে ।

চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ

১। ....ব্যবসায়/..উৎপাদন ও বিপণনের জন্য মুশারাকা কারবার ইসলামী শরীআ'হ্ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে ।

২। সংশ্লিষ্ট ব্যবসা/শিল্পের মোট মূলধনের পরিমাণ .... টাকা----------------- (টাকা ....)। উক্ত মূলধনের ....% অর্থাৎ টাকা...................... (টাকা................................ ....) ব্যাংক এবং অবশিষ্ট.............% অর্থাৎ ....টাকা (টাকা ....) গ্রাহক যোগান দিবে ।

৩। ব্যবসা/শিল্পের বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকের ইতোপূর্বে বিনিয়োগকৃত তহবিল (যদি থাকে), তা গ্রাহকের শেয়ার মূলধনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে ।

৪। গ্রাহক ও তার/তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালিত হবে এবং এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব গ্রাহকের। তবে ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। এজন্য ব্যাংকের প্রতিনিধি ব্যবসা/শিল্পের যে কোনো স্থানে/কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে ।

৫। ব্যবসা/শিল্পের মেয়াদ আগামী .... ইং তারিখ পর্যন্ত .... বছর।

৬। প্রতি বছর ....ইং তারিখে এবং/অথবা মেয়াদ শেষে হিসাবপত্র উক্ত তারিখের অথবা মেয়াদের পর ....দিনের মধ্যে ব্যাংকের নিকট জমাপূর্বক উভয়ের সম্মতিতে চূড়ান্ত করা হবে।

৭। চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী লাভ হলে ব্যাংক উহার .... শতাংশ এবং গ্রাহক .... শতাংশ পাবে। হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার .... দিনের মধ্যে গ্রাহক ব্যাংকের আনুপাতিক লভ্যাংশ ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের নামে মুশারাকা হিসাবে জমা দিবে। মেয়াদ শেষ হলে গ্রাহককে উক্ত তারিখের মধ্যে ব্যাংকের মূলধনও উক্ত মুশারাকা হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিবে ।

৮। গ্রাহকের দায়িত্বে অবহেলা, মঞ্জুরিপত্র ও অত্র চুক্তিপত্রের শর্তাদি ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ে/শিল্পে ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ ক্ষতি গ্রাহক বহন করবে এবং ৬নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো নির্ধারিত সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর .... দিনের মধ্যে ব্যাংকের সমুদয় মূলধন গ্রাহককে তার/তাদের নামে ব্যাংকের মুশারাকা হিসাব জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে ।

৯। ৮নং ক্রমিকে বর্ণিত কারণসমূহ ব্যতিরেকে স্বাভাবিকভাবে ক্ষতি হলে তা ব্যাংক ও গ্রাহক মূলধন অনুপাতে বহন করবে। এক্ষেত্রে ৬নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর .... দিনের মধ্যে ব্যাংকের মূলধন থেকে আনুপাতিক ক্ষতি বাদ দিয়ে বাকি মূলধন গ্রাহক তার/তাদের নামে রক্ষিত ব্যাংকের মুশারাকা হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিবে।

১০। মেয়াদ পূর্তির আগে কোনো অনিবার্য কারণবশত অথবা ক্রমাগত লোকসানের কারণে ব্যবসা বন্ধ করার প্রয়োজন হলে অথবা মেয়াদ শেষে হিসাব চূড়ান্ত করার জন্য পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পদ

মূল্যায়িত হবে এবং উক্ত নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহক ঐ সম্পত্তি নিবে। তবে উভয়ের সম্মতিতে সম্ভব হ ঐ সম্পদ উপযুক্ত মূল্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রি করে হিসাব চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এক্ষে কাস্টমার সংগ্রহ ও বিক্রির দায়দায়িত্ব গ্রাহকের।

১১। ব্যাংক কর্তৃক-গ্রাহকের অনুকূলে .... ইং তারিখে ইস্যুকৃত মঞ্জুরিপত্র .... এর যাবতীয় শর্তাদি অত্র চুক্তিপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিস বিবেচিত হবে যা পক্ষদ্বয় মানতে বাধ্য থাকবে ।

১২। অত্র চুক্তি অথবা বর্ণিত মঞ্জুরিপত্রের কোনো শর্ত কোনো পক্ষ ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতি পক্ষকে ব্যাংকের রিভিউ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৩। অত্র চুক্তিপত্রের সমুদয় অথবা যে কোনো শর্ত ব্যাংক ও গ্রাহকের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তি পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করা যেতে পারে ।

প্রথম পক্ষ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পক্ষে

ব্যবস্থাপক
.... শাখা
(ব্যাংকের সিল ও স্বাক্ষর)

সাক্ষীগণ:

১। নাম ....
পিতার নাম ....
ঠিকানা ....
....
স্বাক্ষর ....

২। নাম ....
পিতার নাম ....
ঠিকানা ....
....
স্বাক্ষর ....

দ্বিতীয় পক্ষ
.... এর পক্ষে

মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালকবৃন্দ
(সিল ও স্বাক্ষর)

Bismillahir Rahmanir Rahim

This Restricted Mudaraba Agreement
is entered into this ....(Day/Month/year)

Between

[**Off Shore Banking Unit(OBU),** Islami Bank Bangladesh Limited,, ... Branch ....address ...., ..., Bangladesh a non-resident entities performing its banking business obtaining license from Bangladesh bank. (herein after referred to as Sahib Al-Maal)

And

[Islami Bank Bangladesh Ltd. (IBBL) .... Branch (Authorized Dealer). .... having its head office situated 40 Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Bangladesh. (herein after referred to as Mudarib)]

Whereas, the Mudarib is a financial institution/commercial Bank based on Islamic Shariah offering various financial services/products to the clients in accordance with the Islamic Shariah;

Whereas, the Mudarib is entering into a Murabaha Agreement with the applicant/importer(s)/industrial concern m/s. .... (hereinafter referred to as the client(s)) to finance for importing raw materials or procurements of raw materials through import LC (usance/deferred) opened by Mudarid (AD) payment of which will be made at sight availing investment from OBU.

Whereas, the Sahib Al-Maal agrees to arrange/allocate fund for Mudarib on Mudaraba basis under the principle of this restricted Mudaraba agreement for payment of import bills accepted by ad on sight basis under UPAS (usance payment at sight) system against LC opened on deferred/usance basis.

<u>Particulars of the Agreement:</u>

1.	Mudarib	Islami Bank Bangladesh Ltd. ...., Branch as AD.
2.	Sahib Al-Maal	Off shore banking unit OBU.........................
3.	Beneficiary	Applicant import LC (usance)

4.	Utilization of Fund	Murabaha financing by AD branch to the client against import of raw materials under import LC (usance/deferred) payment of which will be made on sight basis.
5.	Currency & Amount	USD ....
6.	Commodity	Raw materials
7.	Supplier	Beneficiary of import LC (usance)
8.	Tenor	.... days [as per tenor of import bills].
9.	Markup on Murabaha deal between ad and clients	.... %
10.	Profit appropriation between Sahib Al-Maal and Mudarib	Sahib Al-Maal : Mudarib .... % : ....%
11.	Fund to be provided by Sahib Al-Maal	As per request of Mudarib for payment of the bills, usual terms and conditions, GFET, IPO etc.

Therefore, the parties hereto agreed upon the following terms and coditions and signed this restricted mudaraba agreement:

1. The Sahib Al-Maal (OBU) hereby entrust the Mudarib (AD) an amount of USD .... As per request of Mudarib under the said restricted Mudaraba agreement.
2. The Mudarib (AD) hereby undertakes to invest the amount entrusted to it by the Sahib Al-Maal (OBU) for financing against import of raw materials against import LC opened on deferred/usance basis payment of which will be made on sight basis under murabaha mode of investment with agreed upon profit.
3. This agreement will be governed by and constructed in accordance with Islamic Shariah.
4. As Mudarib (...................AD branch) will request Sahib Al Mall (OBU) to make payment of import bills against import LC (usance/deferred) utilizing the fund allocated for Mudarib.

5. Sahib Al-Mal (OBU) will observe the instructions of BRPD circular no.BCD (P)744(27)/1416 dated december17, 1985, BRPD circular no. 28 dated 05 September, 2010 and letter no. BRPD(P-30) 744(111)/2010-1032 dated 28.03.2010.
6. Mudarib (AD) will comply the usual terms and conditions of GFET-2009, import policy order, public notice, FE circular, etc for handling import related to this agreement. The Mudarib also observe the rules and norms of IBBL as well as formalities/documentations related to Islamic Shariah.
7. The Mudarib(AD) will refund /reimburse the fund allocated for Mudarib including share of profit and charges/commission to sahib al mal through their accounts maintained with treasury division, head office on maturity.
8. This restricted Mudaraba agreement shall continue to be valid up to 270 days from the date of agreement.
9. Any of the terms and conditions of this restricted Mudaraba agreement may be amended/changed as per mutual consent of both the parties.

Mudarib
Islami Bank Bangladesh Limited

Shahib Al-Maal
Off Shore Banking Unit

The

Manager,

Islami Bank Bangladesh Ltd.

...:.................... Branch

Subject: Irrevocable Letter of Authority for opening LC/BBLC to purchase and import goods against LCAF No................. dated..................... (Reg. No......................).

Muhtaram,
Assalamu Alaikum,

We have been maintaining an Al-Wadiah Current Account and banking with your branch regularly.

We are a registered and regular importers / exporters, We give this Irrevocable Authority to the.............. Branch of Islami Bank Bangladesh Ltd. for opening LC / BBLC for import of goods against our above mentioned LCAF / Indent / Proforma Invoice. It is to be mentioned that we undertake to purchase the goods Purchased and Imported by the Bank under Bai-Murabaha / Bai-Muajjal mode and also give an amount of Tk............ as cash security and Collateral security valued Tk.....................................

Ma-assalam,

Yours faithfully,

Signature and seal ....

Account No............

Date. ....

প্রতি

মেসার্স ....

বিষয়: বরাদ্দ পত্র নং .... তারিখ .... মোতাবেক (সংশ্লিষ্ট মালামাল ও পরিমাণ) উত্তোলনের জন্য অপ্রত্যাহারযোগ্য ক্ষমতা প্রদান (Irrevocable Letter of Authority)।

মুহতারাম,
আস্সালামু আলাইকুম।

আমরা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের একজন তালিকাভূক্ত / নিয়মিত ডিলার। বিগত .... তারিখে আমাদের নামে/অনুকূলে .... ক্রয় ও উত্তোলনের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

আমরা এতদ্বারা উক্ত বরাদ্দকৃত .... যথাসময়ে ক্রয় / উত্তোলনের জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ (মালের বর্ণনা ও পরিমাণ) লিঃ এর .... শাখাকে এই অপ্রত্যাহারযোগ্য ক্ষমতা (Irrevocable Letter of Authority) প্রদান করলাম।

অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখিত বরাদ্দকৃত .... ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ .... শাখাকে সরবরাহ করার জন্য আপনাদিগকে সবিনয় অনুরোধ করছি।

মা-আস্সালাম।

আপনার বিশ্বস্ত,

সিল ও স্বাক্ষর ....
তারিখ ....

মালামাল উত্তোলনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট
কর্মকর্তার সত্যায়িত স্বাক্ষর নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

..................................শাখা

এফ-

ম্যানেজার

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

...............................শাখা

বিষয়ঃ এলসি,এ,এফ (LCAF) নং .... তারিখ .... (রেজিঃ নং.........................) এর বিপরীতে মালামাল ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় ও আমদানীর জন্য ঋণপত্র / ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার অপ্রত্যাহারযোগ্য ক্ষমতা প্রদান পত্র (Irrevocable Letter of Authority) ।

মুহতারাম,
আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমরা আপনার শাখার একজন নিয়মিত আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব ধারক এবং আপনার শাখায় নিয়মিত লেন-দেন করে আসছি।

আমরা একজন নিবন্ধিত/নিয়মিত আমদানী/রপ্তানীকারক। আমাদের উপরোক্ত এলসি এ এফ (LCAF) / Indent/Proforma Invoice এর বিপরীতে .... পণ্য সামগ্রী আমাদের নামে ঋণপত্র/ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলে আমদানী করার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর .... শাখাকে অত্র পত্র দ্বারা এই অপ্রত্যাহারযোগ্য ক্ষমতা (Irrevocable Letter of Authority) প্রদান করলাম। উল্লেখ্য যে ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় ও আমদানীকৃত উক্ত মালামাল আমরা বাই-মুরাবাহা / বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ক্রয় করার অঙ্গীকার করছি এবং জামানত স্বরূপ .... টাকা নগদ ও .... টাকার সহায়ক জামানত প্রদান করছি।

মা-আস্‌সালাম ।

আপনার বিশ্বস্ত,

সীল ও স্বাক্ষর ....
হিসাব নং ....
তারিখ ....

পরির্দশনের কাজে ব্যবহৃত ফরমসমূহ

Shari`ah Inspection Form-A

ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED

------------------ Branch

Period of Inspection: From To

Date of Last Inspection : ----- Percentage of Doubtful Income as per Last Stariah Inspection :

1	Opening Date of the Branch	01-12-20.......	
2	Name and Designation of Branch Incumbent	From	To
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (Previous) :		
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (Present) :		
	Manager Operation : --- --- --- --- --- (Previous)		
	Manager Operation : --- --- --- --- --- (Present)		
	Investment In-charge : --- ----- --- --- (Previous)		
	Investment In-charge : --- ----- --- --- (Present)		
	Dealing Officer 1 : --- --- --- -- --- --- --- --- ---		
	Dealing Officer 2 : --- --- --- -- --- --- --- --- ---		
3	Name and Designation of Muraquibs Team Leader : Member 1. 2. 3.		
4	Total Deposit as on the inspection Date		
5	Total Investment as on the inspection Date		
6	Overdue Investment as on the inspection Date		
7	Total No of Investment Accounts		
8	Income a. Investment		
	b. Others Income		
	Total Income		
9	Total Expenditure		
10	Net Profit/Loss		

The Branch Incumbent FAVP/AVP/SAVP/VP/SVP/EVP/SEVP/DMD has gone through the inspection report completely and discussed each issue with the Muraquibs. Afterwards the report with item wise replay of the branch has been handed over to the Shariah inspection team.

Team　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Branch

Bismillahir Rahmanir Raheem

Islami Bank Bangladesh Limited

Shari`ah Secretariat

Head office, Dhaka.

SL No.	Details Statement of Doubtful Income (from 01.01.20...... to 1.08.20.......)		
	Name of the Branch:	Chatkhil	
	[redacted]		
1	Cash Facility Provided in Bai Murabaha and Bai-Muajjal		
2	Cash memo obtained in the name of the investment client		
3	Old investment liability adjusted by creating new investment A/C		
4	Existence of the supplier not found		
5	Investment given on the Shari'ah prohibited item		
6	Charging of rent on the asset before it becomes usable/ rentable		
7	Amount of cash memo is less than the investment		
	Total Major (1 to 7)		
[redacted]			
1	Delivery of asset was not made to the client in case of HPSM		
2	Charging of profit at agreement stage in case of Bai Salam		
3	Selling of Bai Salam goods through the client without engaging him as selling agent		
4	Amount of cash memo exceeds the investment		
5	Agreement kept blank		
6	Post dated cash memo obtained		
7	Investment Client himself is applicant of TT/DD/PO		
8	Engagement of buying agent in Bank's unapproved item		
9	Investment made to the client without engagement of buying agent		
10	Engagement of buying agent in case of local and single supplier		

Sl No.	Reporting date:	01.09.20..	
	Date of Inspection:	02.08.20..	
[redacted]			
11	Cash memo not taken from actual seller or supplier		
12	Back dated cash memo obtained		
13	Client received the goods instead of the Branch from the sellers directly		
14	No record of possession of goods by the branch		
15	Cashmemo/Bill/Challan/Transport receipt not found		
16	Letter of Authority not taken in case of MPI		
17	Letter of Authority not taken in case of dealership		
18	Post purchase inspection report by the Branch not found		
	Total Minor (1 to 18)		
	Grand Total Doubtful income of the Branch		
	Doubt free Profit		
	Total Inspected amount of income		
	Percentage (%) of Doubtful Income		

Prepared by

Team Leader

Form-c

Islami Bank Bangladesh Limited

Shari`ah Secretariat, Head office, Dhaka.

General Observation

Name of Branch :

Date of Inspection :

(As per BRPD Circular No. 03 Dated: 08.03.2016)

A.

Sl. No.	Types of Shari'ah non- Compliance	No. of Program	No. of Attendee	% of Attendee
1	Lacking in Shari`ah motivational program for the employees			
2	Lacking in Shari`ah motivational program for the clients			

B.

Sl. No.	Types of Shari'ah non- Compliance	Yes	No	%
1	Lacking in Offer and Acceptance with the Supplier			
2	Lacking in sending officials to the spot (outside of the branch) to receive/inspect (in case of buying agency) the goods and handover to the client			
3	Lacking in collecting Cash Memos directly by the branch from the suppliers			

C.

Sl. No.	Types of Shari'ah non- Compliance	Yes	No	%
1	Lacking in giving or/and taking Inter-branch cooperation			
2	Lacking in establishing separate queue or counter for the Woman Clients			
3	Lacking in establishing an effective and efficient purchase cell in the branch			
4	Lacking in conducting dars regularly			
5	Lacking in housekeeping &discipline			
6	Lacking in performing salat in congregation timely			

D. (Additional information General Observation)

1	Enhanced Profit has not been distributed to Sahib Al-Mal after declaring the final profit for Mudarabah A/cs.	Concern year(s)		Amount
2	a) Is the Over time bill duly paid to MCG of the branch?	Paid	Partially paid	Not Paid

	b) Is the Over time bill duly paid to Cleaner of the branch?	-		-	
3	Way of purchasing investment goods in case of Bai` Muajjal and Bai` Murabaha mode of investment.	% of goods purchased physically by the Official/Employee	% of goods purchased over Phone/Fax	% of goods purchased by the client as buying agent	
4	Shari`ah compliant dress and separate wash &prayer room for Female officials are maintained or not?	No. of Female Employee	Dress	Wash room	Separate prayer
5	Days of Recreation leave availed by the employees	Employee ID	Days of leave allowed as per record/leave registrar	Total days of leave allowed actually	
6	Status of maintenance of `Quarterly Statement of Shari`ah Compliance' as per circular letter no. CIW/IAD/6260 dated 05.05.2015	Status	Regular	Irregular	Not maintained
		Maintenance of daily Shari`ah compliance report			
		sending the report to zonal Office on monthly basis			
		Sending the report to Shari`ah Secretariat on quarterly basis			
7	Financial/ Ethical irregularities/ misappropriates of the branch. (Pls. mention, if any)	Obtained and reported in separate sheet (if needed)			
8	Are the newly inducted clients given conception about principles and mechanism of Shari`ah related to investment by the branch?	Given	Not given		
9	Has any bank official/employee habit of smoking?	Yes	No		
10	Are the Shariah related circulars preserved in a separate file in the branch?	Yes	No		
11	Information about `Training Session/ Workshop on Shari`ah Compliance in Banking Operation' conducted by the Muraquib organized by the branch during the Shari`ah Inspection.	Total no. of Participants (officials)			
12	**Remarks on Branch (if any)**				

Muraquib

Head of Branch

Bismillahir Rahmanir Raheem

Islami Bank Bangladesh Limited

Shari'ah Secretariat

Head Office, Dhaka

Name of the Branch : Details Statement of Doubtful Income (from — — to — —) **Inspection :**

Investment Portfolio of the Branch						Branch Reply		Inspected Amount of Investment								
Sl. No	Mode of Investment	No. of A/cs	Amount of Investment	Profit charged	Profit realized	No. of A/c		No. of A/cs	Amount of Investment	Profit charged	Profit realized	Doubt free profit	No. of A/cs	Doubtful profit	No. of A/cs	% of doubtful income
						Accepted	Not Accepted									
1	Bai Murabaha(MTR)															
2	Murabaha Import bill (MIB)															
3	MPI															
4	Bai Muazzal (com+RE) BMC															
5	Bai Muazzal (HDS)															
6	Bai Muazzal (SHDS)															
7	Bai Muazzal (SBIS)															
8	Bai Muazzal (RDS)															
9	Bai Muazzal (MEIS)															
10	Baim (FCBills)															
11	Bai Salam(salam)															
12	HPSM															
13	Musharaka															
14	MFCI															
15	MDB															
16	Bai -As-Sarf(sarf)															
	Total															

Prepared By **Team Leader** **Manager/AVP/VP/SVP/VP/EVP/DMD**

সপ্তম অধ্যায়

বিআরপিডি সার্কুলার-০৩ (০৮.০৩.২০১৬)-এর ঝুঁকিভিত্তিক শরী'আহ্ পরিদর্শন

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি প্রদত্ত শরী'আহ্ পরিদর্শন নীতিমালার আলোকে শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট প্রতি বছর ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় শরী'আহ্ পরিদর্শন পরিচালনা করে থাকে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বিআরপিডি সার্কুলার-০৩ (০৮.০৩.২০১৬) ইস্যু করে যেখানে অধ্যায়-০৮ এ ঝুঁকিভিত্তিক শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রম বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ব্যাংকে বিদ্যমান 'শরী'আহ পরিদর্শন নীতিমালা' এর পাশাপাশি উক্ত বিআরপিডি সার্কুলার-০৩ অনুযায়ী ঝুঁকিভিত্তিক শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রমও পরিচালনা করছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
হেড অফিস, ঢাকা।

ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং: সিআইডব্লিউ/আইএডি/২০১৯/১৬৪৪ তারিখ: ১৮.০২.২০১৯

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল জোন প্রধান, রিজিওনাল প্রধান এবং ডিজি, আইবিটিআরএ
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়: **শরী'আহ লঙ্ঘনজনিত কারণে উদ্ভূত ঝুঁকির ভিত্তিতে শরী'আহ পরিদর্শন এবং শরী'আহ রেটিং নীতিমালা প্রসঙ্গে।**

জনাব,
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো যাচ্ছে যে, শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটি ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫৯ তম সভায় Risk Based Shariah Inspection Guidelines অনুমোদন করে। ০৮ মার্চ ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে বিআরপিডি সার্কুলার নং-৩ এর মাধ্যমে প্রকাশিত Guidelines on Internal Control & Compliance in Banks এর ৮ নং অধ্যায়ে শরী'আহ পরিদর্শন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উল্লিখিত নীতিমালায় শরী'আহ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকি নিরূপণের জন্য ধরন অনুযায়ী শাখাসমূহকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ এই তিন শ্রেণিতে চিহ্নিত করে তদনুযায়ী পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার পরামর্শ দেয়া হয়। আশা করা হয়েছিল যে, সকল শাখা শরী'আহ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। কিন্তু উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ঝুঁকিভিত্তিক শরী'আহ পরিদর্শন সম্পর্কে শাখাসমূহ এখন পর্যন্ত ভালোভাবে অবহিত নয়। ফলে কতিপয় শাখায় শরী'আহ অপরিপালনের মাত্রা বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু শাখা বিদ্যমান ঝুঁকি হ্রাস কমাতে ব্যর্থ হয়েছে.

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত ঝুঁকি রোধে ব্যাংকের শরী'আহ সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক সরবরাহকৃত নীতিমালা সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য সংযুক্ত আকারে প্রেরণ করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মুহাম্মদ কায়সার আলী)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি:

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়,এক্সিকিউটিভ কমিটি, অডিট কমিটি এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এণ্ড কোম্পানি সচিবকে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৩

২৫ ফাল্গুন, ১৪২২
তারিখ : ----------------------
০৮ মার্চ, ২০১৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

Guidelines on Internal Control & Compliance in Banks পরিপালন প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে অত্র বিভাগের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৭, তারিখ অক্টোবর ০৭, ২০০৩ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

ব্যাংকে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ঝুঁকিসমূহ আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে প্রণীত **Guidelines on Internal Control & Compliance Risk Management** এ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশে কার্যরত কতিপয় তফসিলি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির পর্যবেক্ষণ ও স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। সংশোধিত গাইডলাইন্সটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট (www.bb.org.bd) এ পাওয়া যাবে।

সংশোধিত গাইডলাইন্সটি যথাযথভাবে অনুসরণ/পরিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(আবু ফরাহ মোঃ নাছের)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৯৫৩০২৫২।

Chapter-8
Shari'ah Audit

8.1 Introduction

Islamic banking is operated in Bangladesh as per instructions/guidelines contained in the Banking Companies Act, 1991 (amended to 2013) and BRPD Circular No-15 dated 09.11.2009, on Islamic banking. Shari'ah based banks/windows/units are to be evaluated/supervised, as to whether they are following the Shari'ah guidelines/principles accordingly in addition to general banking guidelines/principles. Accordingly, ICC in respect to Shari'ah compliance in banks/windows of banks operating based on Islamic Shari'ah needs to be ensured separately through Shari'ah audit. In this context, these guidelines provide necessary provisions as guiding principles for ICC in Islamic Shari'ah based banks/banking windows operating in Bangladesh in line with Shari'ah and informed decisions(usually taken by Shari'ah Council/Shari'ah Supervisory Committee or SSC)

8..2 Risks and Consequences related to Shari'ah Violation :

8.2.1 Risks

The Risk Management Guidelines (December 2014) of IFSB for Islamic Banking Institutions (except Insurance), stipulate that "The Shari'ah Compliance Risk refers to the risk that arises from the bank's failure to comply with the Shari'ah rules and principles determined by the relevant Shari'ah regulatory councils".

Besides this , Section 2 (A/2) of Islamic Bank Guideline 2009 of Bangladesh Bank, mandates that "All the Financial Transactions of the Banking Company shall be conducted based on the principles of Islamic Shari'ah"

Both of the above mentioned promulgations put major emphasis on Shari'ah compliance.

8.2.2 Implications

Adverse consequences that may arise due to non-compliance with any Shari'ah principle may be summarized as follows:

1. Direct violation of the commands of Allah (swt) and His prophet (sm).
2. Impede the bank and the workforce from the Blessing or Barakah of Allah (swt) which will make the banking activities meaningless (not become 'ibādah before Allah).
3. Contravene the provisions of Bangladesh Bank's 'Guidelines for Islamic Banks 2009' which may bring adverse consequences.
4. Jeopardize or affect the bank's reputation as an Islamic bank.
5. With regard to "Agreement and its Execution" would render the contract between the bank and Customer null and void under the perspective of Shari'ah . Therefore, any profit gained from this contract would be considered as non-halāl.
6. Income generated from a Shari'ah non-compliant transaction is not recognized as the Bank's regular and halal incomes. In the event where the bank receives non-halāl income unintentionally, the amount is to be channeled to the bank's CSR activities as advised by

the Shari'ah Supervisory Committee.

8.3 Objectives of Shari'ah Inspection :

Shari'ah inspection should be conducted based on the Shari'ah non-compliance risk rating to mitigate the above Shari'ah non-compliance risk. Shari'ah inspection to be conducted for achieving the following objectives:

1. To increase monitoring and mentoring the Shari'ah violating branches.
2. To conduct frequent Shari'ah inspection in the violating branches.
3. To bring maximum investment under Shari'ah inspection and to cover maximum areas of

   Shari'ah compliance.
4. To maximize the utilization of working hour of the Muraquibs of the Shari'ah Secretariat.
5. To introduce Shari'ah rating of the branches.

8.4 Areas of Shari'ah Inspection:

The area of Shari'ah Inspection presently covers the following activities of the bank branches :

1. All Contract, Transaction, Policy, Product, Memorandum and Articles of Association, Other Manuals, Financial Statement and Circulars issued by Head Office from time to time.
2. Investment activities of the branches.
3. Foreign Exchange activities of the branches.
4. General Banking activities of the branches.
5. Personnel Management.
6. All investment invested by the Head Office directly.
7. Others.

8.5 Shari'ah non-Compliance Risk Rating :

To determine the individual branch's Shari'ah non-compliance risk position based on operational performance, 100 marks may be allotted as per the categories mentioned in annexure-2. On the basis of the score obtained on the method mentioned in Annexure-2, the branches may be divided into the following three categories in every year:

1. **High Shari'ah non-compliance risk bearing branches;**
2. **Medium Shari'ah non-compliance risk bearing branches ; and**
3. **Low Shari'ah non-compliance risk bearing branches.**

Primarily the branches which obtained a score of 30 or above, may be treated as **High Risk Branch,** the branches which obtained a score from 15-29.99 may be treated as **Medium Risk Branch,** and the branches which obtained a score from 0.00-14.99 may be treated as **Low Risk Branch.** It is mentionable here that, these risk indicator slabs of considering a branch as

High/Medium/Low shari'ah non-compliance risk bearing may be changed from time to time, if necessary.

The ICCD of the banks may conduct a Shari`ah audit as per the following frequency on the basis of their calculated score as High/ Medium/ Low risk:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
01	High	Twice in a year
02	Medium	At least once a year
03	Low	As decided by Shari`ah Board/ SSC/ICC

8.6 Shari'ah Audit Process

At the end of each year, the Head of the Shari`ah Supervisory Committee's' (SSC)/ICC secretariat will set out a Shari'ah audit plan for the next year. This would be a high level Shari'ah audit plan, which will be approved by the member-secretary, SSC and should have concurrence of the SSC.

This will be a risk based plan where sensitive areas, including a higher percentage of Shari`ah violations, will be given priority.

The deficiencies identified during the Shari`ah audit should be notified to the appropriate level and also be reported to the member-secretary of SSC, and to the ACB, with a copy to the MD/CEO.

At the end of each quarter, there should be a summary report on the Shari`ah audit findings and corrective actions taken, which should be forwarded to the SSC, ACB, Board of Directors and MD/CEO.

Based on the review of monitoring reports the Shari`ah audit team should also conduct surprise checks on the branches/windows where regular deficiencies are identified.

Depending on the gravity of deviation from Shari`ah compliance, the member-secretary of SSC will categorize the branches/windows into high, medium and low risk categories, and the frequency of Shari`ah audit shall be as under:-

Risk Category	Frequency of Shari`ah audit
High	Half-yearly
Medium	At least once a year
Low	As decided by Shari'ah Board/ SSC

A Shari`ah Risk Rating guideline is included in Annexure 'C'. The Shari`ah audit should check at least a percentage of the Income of the Bank/windows as decided by the Shari`ah Board/ SSC. An adequate number of personnel, having thorough knowledge in Islamic Banking operations and ICT literacy, are to be posted as Shari`ah auditors.

8.7 Measures Against Shari`ah Violation

The Shari`ah lapses are to be categorized in two categories; viz. major violations and minor violations. (Annexure-C)

All the violators (especially those with major violations) must be sanctioned appropriately, which will help the bank to become more Shari`ah compliant.

Repeat offenders are to be dealt with severely to stop recurrences of Shari`ah violations.

8.8 Monitoring and follow up

Taking into consideration the concerned sections of BCA-1991, BB's guideline for Islamic Banking, AAOIFI's Standard, IFSB's guiding principles, etc., each bank will prepare a check list with regard to Shari`ah compliance for both the branch level and Head Office level and submit the findings of the same to the SSC, ACB, Board and MD/CEO on a quarterly basis for further corrective measures.

Annexure-C

Shari'ah non-Compliance Risk Rating :

Sl No	Category of Risk Factor	Allocated Marks
1	*2*	*3*
1	For 2 types Major Violations	(16x2/2)=16
2	For 5 types other Major Violations	(6x5)=30
3	For 18 types Minor Violations	(2x18)=36
4	For 2 types (Employee+Client)lacking of motivational activities	(3x2)=6
5	For 2 types lacking of other activities related to Shari'ah	(2x3)=6
6	For 6 types lacking of other activities	(1x6)=6
Total		100

1) Score 16 (8x2) @ 8 for each kind of non compliance of 2 types Major Shari'ah violations (See <u>structure 1 for scoring) :</u>

Sl.No.	Types of Shari'ah non-Compliance	Allocated Marks for violation	Allocated Marks as per doubtful income	Allocated Marks as per volume of violation	Score
		Score out of 16 (always gets full marks)	Score out of 16	Score out of 16	Average
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Cash Facility Provided in Bai Murabaha and Bai-Muajjal. [Except Buying Agency]				

2	Old Investment liability adjusted by creating new investment A/C. [Including Conversion]				
	Total				

2) Score 30 (5x6) @ 6 for each kind of non compliance of 5 types others Major Shari'ah violations (See

structure 2 for scoring):

Sl.No.	Types of Shari'ah non-Compliance	Allocated Marks for violation	Allocated Marks as per doubtful income	Allocated Marks as per volume of violation	Score
		Score out of 6 (always gets full marks)	Score out of 6	Score out of 6	Average
1	2	3	4	5	6
1	Cash memo obtained in the name of the investment client				
2	Existence of the supplier not found				
3	Investment given on the Shari'ah prohibited item				
4	Charging of rent on the asset before it becomes usable/ rentable				
5	Amount of cash memo is less than the investment				
	Total				

3) Score 36 (18x2) @ 2 for each kind of non compliance of 18 types Minor Shari'ah violations (See

structure 3 for scoring):

Sl.No.	Types of Shari'ah non-Compliance	Allocated Marks for violation	Allocated Marks as per doubtful income	Allocated Marks as per volume of violation	Score
		Score out of 2 (always gets full marks)	Score out of 2	Score out of 2	Average

1	2	3	4	5	6
1	Client received the goods instead of the Branch from the sellers directly				
2	No record of possession of goods by the branch				
3	Cash memo/Bill/Challan/ Transport receipt not found				
4	Letter of Authority not taken in case of MPI				
5	Letter of Authority not taken in case of dealership				
6	Post purchase inspection report by the Branch not found				
7	Delivery of asset was not made to the client in case of HPSM				
8	Charging of profit at agreement stage in case of Bai Salam				
9	Selling of Bai Salam goods through the client without engaging him as selling agent				
10	Amount of cash memo exceeds the investment				
11	Agreement kept blank				
12	Post dated cash memo obtained				
13	Investment Client himself is applicant of TT/DD/PO				
14	Engagement of buying agent in Bank's unapproved item				

15	Investment made to the client without engagement of buying agent				
16	Engagement of buying agent in case of local and single supplier				
17	Cash memo not taken from actual seller or supplier				
18	Back dated cash memo obtained				
	Total				

4) Score 6 (3x2) @ 3 for each kind of non compliance of 2 types of lacking in motivational activities

(Employee+Client) (See structure 4 for scoring) :

Sl.No.	Types of Shari'ah non-Compliance	Allocated Marks for violation	Allocated Marks as per number of program	Allocated Marks as per attendee of program	Obtained score
		Score out of 3 (always gets full marks)	Score out of 3	Score out of 3	Average
1	2	3	4	5	6
1	Lacking in Shari'ah motivational program for the employees				
2	Lacking in Shari'ah motivational program for the clients				
	Total				

5) Score 6 (2x3) @ 2 for each kind of non compliance of 2 types of other Shari'ah activities

(Seestructure 5 for scoring) :

Sl.No.	Types of Shari'ah non-Compliance	Allocated Marks for violation	Allocated Marks as per measure of violation	Obtained score
		Score out of 2	Score out of 2	Average

		(always gets full marks)		
1	*2*	*3*	*5*	*6*
1	Lacking in Offer and Acceptance with the Supplier			
2	Lacking in sending officials to the spot (outside of the branch) to receive/inspect (in case of buying agency) the goods and handover to the client			
3	Lacking in collecting Cash Memos directly by the branch from the suppliers			
Total				

6) Score 6 (1x6) @ 1 for each kind of non compliance of 6 types of other activities (See structure 5 for

<u>scoring) :</u>

Sl.No.	Types of Shari'ah non-Compliance	Allocated Marks for violation	Allocated Marks as per measure of violation	Obtained score
		Score out of 1 (always gets full marks)	Score out of 1	Average
1	*2*	*3*	*5*	*6*
1	Lacking in giving or/and taking Inter-branch co-operation			
2	Lacking in establishing separate queue or counter for the Woman Clients			
3	Lacking in establishing an effective and efficient purchase cell in the branch			
4	Lacking in conducting dars regularly			
5	Lacking in housekeeping & discipline			

6	Lacking in performing salat in congregation timely			
Total				

Calculation of Risk related to non-Compliance of Shari'ah:

Structure :1

Score will be calculated as below in case of non-Compliance of 2 types major Shari'ah principles (Sl No 1):

Sl.No.	Amount of doubtful income	Score	Number of Shari'ah violation (Investment A/c Number)	Score
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tk 1-50,000	2	1-3	2
2	Tk 50,001-100,000	4	4-6	4
3	Tk 100,001-300,000	6	7-9	6
4	Tk 300,001-500,000	8	10-12	8
5	Tk 500,000-1,000,000	10	13-15	10
6	Tk 1,000,001-1,500,000	12	16-18	12
7	Tk 1,500,001- 2,000,000	14	19-21	14
8	Tk 2,000,001 and above	16	22 and above	16

Structure : 2

Score will be calculated as below in case of non-Compliance of 5 types other major Shari'ah principles (SL.NO -2) :

Sl.No.	Amount of doubtful income	Score	Number of Shari'ah violation (Investment A/c Number)	Score
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tk 1-50,000	2	1-5	2
2	Tk 50,001-100,000	4	6-10	4

3	Tk 100,001 and above	6	11 and above	6

Structure : 3

Score will be calculated as below in case of non-Compliance of 18 types minor Shari'ah principles <u>(SL.NO -3) :</u>

Sl.No.	Amount of doubtful income	Score	Number of Shari'ah violation (Investment A/c Number)	Score
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tk 1-50,000	1	1-5	1
2	Tk 50,001-100,000	1.5	6-10	1.5
3	Tk 100,001 and above	2	11 and above	2

<u>Structure : 4</u>

Score will be calculated as below in case of non-Compliance of 2 types of lacking in motivational activities <u>(SL.NO -4) :</u>

Sl.No.	Number of the program	Score	volume of Shari'ah violation	Score
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0 (zero)	3	1-49%	3
2	1	2	50-80%	2
3	2-3	1	81-95%	1

Structure : 5

Score will be calculated as below in case of non-Compliance of 2 types of other Shari'ah principles (SL.NO -5) :

Sl.No.	Percentage of Shari'ah violation	Score
1	*2*	*3*
1	**50% and above**	2
2	**1-49%**	1

Structure :6

Score will be calculated as below in case of non-Compliance of 2 types of other activities (SL.NO -6) :

Sl.No.	Percentage of Shari'ah violation	Score
1	*2*	*3*
1	**50% and above**	1
2	1-49%	0.5

অষ্টম অধ্যায়

শরী'আহ্ বিষয়ক সার্কুলার

(১৯৮৩ সাল থেকে অদ্যাবধি)

Some Shari'ah Related Circular of IBBL

1	Ins. Cir No.INV/90/170 Date 30.07.1990	17	Ins. Cir No.CIW/IAD/1557 Date 26.09.2017
2	Ins. Cir No.IW/IPPD/440 Date 30.12.1996	18	Ins. Cir No.CIW/IAD/1644 Date 18.02.2019
3	Ins. Cir No.IW/IPPD/672 Date 16.07.2001	19	Ins. Cir No. HRW/1748 Date 27.10.2020
4	Ins. Cir No.IW/IPPD/679 Date 06.09.2001	20	Cir. Letter No.IW/IPPD/1690 Date 14.12.2002
5	Ins. Cir No.IPPD/781 Date 17.04.2003	21	Cir. Letter No.HO/IPPD/1903 Date 03.04.2004
6	Ins. Cir No.IPPD/848 Date 11.09.2004	22	Cir. Letter No.HO/IPPD/1912 Date 13.04.2004
7	Ins. Cir No.IPPD/995 Date 17.03.2007	23	Cir. Letter No.HO/IPPD/1993 Date 12.09.2004
8	Ins. Cir No.IPPD/1005 Date 28.05.2007	24	Cir. Letter No.HO/IPPD/3488 Date 08.04.2009
9	Ins. Cir No.IPPD/1122 Date 24.11.2009	25	Cir. Letter No.HO/IPPD/3744 Date 25.03.2010
10	Ins. Cir No.IPPD/1188 Date 14.12.2010	26	Cir. Letter No.HO/CIW/IAD/6583 Date 21.10.2015
11	Ins. Cir No.IPPD/1195 Date 30.01.2011	27	Cir. Letter No.CIW/IAD/6695 Date 17.12.2015
12	Ins. Cir No.IPPD/1248 Date 23.01.2012	28	Cir. Letter No.CIW/IAD/6901 Date 31.03.2016
13	Ins. Cir No.IPPD/1269 Date 25.06.2012	29	Cir. Letter No.CIW/IAD/7950 Date 09.07.2017
14	Ins. Cir No.IPPD/1285 Date 21.10.2012	30	Cir. Letter No.CIW/IAD/2017/8262 Date18.10.2017
15	Ins. Cir No.CIW/IAD/1361 Date 06.08.2014	31	Cir. Letter No.CIW/IAD/2018/9885 Date 27.12.2018
16	Ins. Cir No.CIW/IAD/1556 Date 26.09.2017		

ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED
INVESTMENT DIVISION
HEAD OFFICE : DHAKA

INSTRUCTION CIRCULAR NO. INV/90/170

Dated: 30.7.90

The Manager,
All branches
Islami Bank Bangladesh Limited.

Sub: Shariah Principle to be observed in case of revolving investment limit.

It has been brought to our notice that most of the branches are not observing the Shariah Principles while handling the revolving investment limits and Shariah Council has taken the matter with dissatisfaction. The branches are, therefore, advised to adhere to the following Shariah principles/guidelines strictly while sanctioning/disbursing revolving investment limits favouring any Company/Firm/Group:

1. Each deal in any mode of investment must be separate and independent.
2. The terms and conditions of all modes of investment shall not be incorporated in one agreement i.e. separate agreement shall have to be executed/obtained for each mode of investment.
3. Previous liability of the party/group must not be adjusted by creating fresh liability.
4. There must not be any fictitious buying and selling of commodities by way of creating new investment i.e. the goods of one sister concern must not be sold to another sister concern for purpose of adjustment.
5. Buy back practice i.e. buying and selling from and to the same person(s)/firm(s)/ Group(s) shall not be allowed within the sanctioned revolving investment limit.

All concerned are therefore, advised to strictly adhere to the above principles. Any deviation in this regard shall be viewed seriously.

ASSTT. VICE PRESIDENT

EXECUTIVE VICE PRESIDENT

INDEX PLAN: S : Shariah Principle to be observed in case of revolving investment limit.

R : Revolving limit - Shariah Principles to be observed.

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং ইব্যা/প্রকা/নিপরি/৯৬/৪৪০ তারিখ ঃ ৩০.১২.৯৬ ইং

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট/ভাইস প্রেসিডেন্ট
/এ্যাসিস্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট/ম্যানেজার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
সকল শাখা/অফিস সমূহ
বাংলাদেশ।

বিষয় : বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল ও ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া পদ্ধতির বিনিয়োগ-সমূহের উপর শরীয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ক্রটি-বিচ্যুতি প্রসংগে

মুহ্তারাম,
আসসালামু আলাইকুম।
ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার শরীয়া পরিদর্শন প্রতিবেদন "অডিট রিপোর্ট স্টাডি কমিটি" কর্তৃক পর্যালোচনা কালে শাখা সমূহের বিনিয়োগ কার্য্যক্রমে/হিসাবে নিম্নেবর্ণিত শরীয়া সংক্রান্ত অনিয়ম, ক্রটি-বিচ্যুতি সমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ সমূহের আয় 'সন্দেহজনক' আয় রূপে চিহ্নিত হচ্ছে এবং এ আয় ব্যাংকের চূড়ান্ত লাভ/লোকসানের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে না। ফলে ডিপোজিটরগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট অনিয়মের বিপরীতে শাখার করণীয় বিষয় সমূহ সকলের নিষ্ঠাপূর্ণ পরিপালনের জন্য প্রদত্ত হল ঃ

ক্রমিক নং	সংঘটিত অনিয়ম, ক্রটি-বিচ্যুতি সমূহ	শাখার করণীয় বিষয় সমূহ
১।	শাখা বাই-মুরাবাহা পদ্ধতির মালামাল ক্রয়ের জন্য বিক্রেতার সাথে ক্রেতারূপে যোগাযোগ করেছে বলে প্রমাণিত হয়নি।	বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট পণ্য পছন্দকরণ, মূল্য নির্ধারণ, মূল্য পরিশোধ ও মালামাল ডেলিভারী সংক্রান্ত শর্তাবলী ফয়সালাপূর্বক ব্যাংক কর্তৃক মালামাল খরিদ করতে হবে এবং উক্ত কার্য্যাবলীর রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
২।	শাখা শরীয়ত নির্দেশিত উপায়ে গ্রাহকের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেনি। চুক্তিপত্র খালি ও তারিখ বিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়।	পণ্যের বিক্রয় মূল্য/পাওনা হিসাবে (বিনিয়োগ হিসাবে) লেন-দেন শুরুর পূর্বেই দ্রব্যমূল্য, ব্যাংকের লভ্যাংশ, মালামালের পূর্ণ বিবরণ-গুণ-মান, পরিমাপ, পরিমাণ, ডেলিভারীর তারিখ, স্থান, চুক্তির মেয়াদ ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধপূর্বক চুক্তিপত্র যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্র কোন অবস্থাতেই পূরণ না করে রাখা বৈধ নয়।
৩।	প্রকৃত পক্ষে গ্রাহকের ক্রীত মালামাল গুদামজাত করে নেয়ার পর শাখা গ্রাহকের দায় পরিশোধ করেছে।	গ্রাহক যে মাল বাকীতে বা নগদে ক্রয় করে ফেলেছে সেই মাল ব্যাংকে Pledge রেখে গ্রাহকের বাকী দেনা পরিশোধ বা গ্রাহককে দাম পুনঃভরণ (Re-imburse) করা বৈধ নয়। সুতরাং শুধুমাত্র ব্যাংক কর্তৃক খরিদকৃত মালামালই বাই-মুরাবাহা/বাই-মুয়াজ্জাল/ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া চুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করতে হবে এবং বিনিয়োগ গ্রাহকের নামে শুধুমাত্র ঐসব দ্রব্যের মূল্য, ব্যাংক লাভ/ভাড়া ও স্বীকৃত খরচের দায় সৃষ্টি করতে হবে।

ক্রমিক নং	সংঘটিত অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ	শাখার করণীয় বিষয় সমূহ
৪।	শাখা বিক্রেতার অনুকূলে ডি ডি/পি ও প্রদান করে গ্রাহকের ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক পরোক্ষভাবে নগদ অর্থ গ্রহণ করেছে।	এ রকম কাজ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত পক্ষে ব্যাংক মাল খরিদ করেনি এবং বিক্রিও করেনি। বরং গ্রাহকের ক্রয়কৃত মালের মূল্য ডি ডি-র মাধ্যমে পরিশোধ করেছে অথবা পি ও/ডি ডি-র অর্থ গ্রাহককে নগদ অর্থের আকারে প্রদান করেছে। এতে দু'ধরনের অপরাধ হয়েছে ঃ (১) মাল না কিনে ক্রয় দেখানোর অপচেষ্টা, এবং (২) পরোক্ষভাবে নগদ অর্থ প্রদান করে তার উপর সুদ নেয়া।
৫।	নথিপত্র হতে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, বিনিয়োগ গ্রাহক বিভিন্ন সূত্র হতে ফান্ড সংগ্রহ করতঃ ব্যাংকের তার পূর্বের দায় পরিশোধ করেছে। নথিপত্র হতে আরো লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, গ্রাহকের নামে নতুন বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করার দিনেই ব্যাংকের পূর্বের দায় পরিশোধের জন্য যে ফান্ড সংগ্রহ করা হয়েছিল তা সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহকের পূর্ববর্তী দায় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি করা হয়েছে।	প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই গ্রাহকের দেনা পরিশোধ/ নগদ টাকা প্রদান করা যাবে না। শুধুমাত্র ব্যাংক কর্তৃক খরিদকৃত মালামালই বাই-মরাবাহা/বাই- মুয়াজ্জাল/ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া চুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করতে হবে এবং বিনিয়োগ গ্রাহকের নামে শুধুমাত্র ঐসব দ্রব্যের মূল্য ব্যাংক লাভ/ভাড়া ও স্বীকৃত খরচ বাবদই ব্যাংক গ্রাহকের নামে দায় সৃষ্টি/পাওনা রূপে দাবী করতে পারে। কারণ এ ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে বাই-মুরাবাহা/ বাই-মুয়াজ্জাল এবং ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া দান পদ্ধতির বিনিয়োগ ক্ষেত্রে প্রথমে মাল ব্যাংকের নামে ক্রয় করতেই হবে। অতপর গ্রাহকের কাছে মাল বিক্রি করতে হবে। ভূয়া ক্রয় দেখিয়ে গ্রাহককে অর্থ ঋণ দিয়ে সুদ নেয়ার কোন অবকাশ শরীয়তে নেই।
৬।	গ্রাহকের নামে সংগৃহীত ক্যাশ মেমোর বিপরীতে বিনিয়োগ প্রদান করে শাখা গ্রাহকের হিসাবে টাকা ক্রেডিটের মাধ্যমে নগদ টাকা প্রদান করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক নিজ কর্মচারী/সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে বিক্রেতা সাজিয়ে নগদ অর্থ গ্রহণ করেছে।	গ্রাহকের হিসাবে ক্রেডিট করে অথবা গ্রাহকের কোন কর্মচারী/অংগ প্রতিষ্ঠানের নামে ভূয়া বিক্রয় দেখিয়ে নগদ অর্থ প্রদান করে এর উপর অতিরিক্ত কিছু নেয়া হলে তা অবশ্যই সুদ হিসাবে গণ্য হবে। এ ধরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকার লেনদেন শরীয়া সম্মত নহে। শুধুমাত্র শরীয়া সম্মত ক্রয়-বিক্রয়ই ব্যাংকের জন্য সিদ্ধ।
৭।	নথিপত্র হতে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, পি ও এর মাধ্যমে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে দেখানো হয়েছে কিন্তু কার্যত পে-অর্ডারে পেছনে	প্রকৃত বিক্রেতা হতে শাখার নামে পণ্য ক্রয় করতে হবে এবং প্রকৃত বিক্রেতা/সরবরাহকারীকেই পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কোন ভাবেই পণ্যের কাল্পনিক ক্রয়-বিক্রয় দেখানো যাবে না।

ক্রমিক নং	সংঘটিত অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ	শাখার করণীয় বিষয় সমূহ
৭।	----- বিনিয়োগ গ্রাহক নিজে সই করতঃ অথবা কার্যতঃ বিক্রেতার হিসাবে জমা দিয়ে এবং উহার বিপরীতে চেকের মাধ্যমে এর প্রসিড গ্রহণ করেছে এবং অথবা উক্ত প্রসিডের সাহায্যে নিজে ডিডি ক্রয় করেছে। সংশ্লিষ্ট পণ্য ব্যাংকের পরিবর্তে বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক ক্রীত হয়েছে। অধিকন্তু, ক্রেতা ও (বিনিয়োগ গ্রাহক) বিক্রেতা একই পরিবারভুক্ত।	ডিডি, টিটি-এর মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য অন্যত্র পাঠাতে হলে তার যাবতীয় কাজ শাখাকেই করতে হবে।
৮।	শাখা গ্রাহকের বিনিয়োগ হিসাবে আগাম ঋণ সৃষ্টি করে বিক্রেতার অনুকূলে পে-অর্ডার/ডি ডি/টি টি ইস্যু করে থাকে।	গ্রাহকের নিকট মাল বিক্রয়ের পূর্বে গ্রাহকের নামে আগাম ঋণ/দায় সৃষ্টি করা শরীয়া পদ্ধতিগতভাবে সঠিক নহে। তবুও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নুতন নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালু থাকবে। তবে শাখাকে অবশ্যই বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রিতব্য দ্রব্য আগে ক্রয় করতে হবে এবং পরে বিক্রয় করতে হবে।
৯।	হায়ার পার্চেজ শিরকাতুল মিল্ক-এর (কোন কোন ক্ষেত্রে) ও মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের ইকুইটি আগাম না নিয়ে বা নিশ্চিত না হয়েই ব্যাংক বিনিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।	মুশারাকা পদ্ধতিতে চুক্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অংশীদারগণের মূলধন/ইকুইটির অনুপাত/পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ও আদায় নিশ্চিত করতে হবে। যার ভিত্তিতে কারবারে লোকসান হলে উহা বণ্টিত হবে এবং চুক্তি অনুযায়ী লাভ বণ্টিত হবে। তাই মুশারাকা বিনিয়োগের আগেই চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণের মূলধন আদায়/ নিশ্চিত করতে হবে।
১০।	শাখার ইচ্ছাকৃত পে-অর্ডারের প্রসিড নেয়ার সময় মালের বিক্রেতাকে গ্রাহকই সত্যায়ন করে থাকে। অথচ মালের ক্রেতারূপে শাখাই যথাযথ বিক্রেতাকে সনাক্ত করা উচিৎ।	বিষয়টি শরীয়তের দিক থেকে আপত্তিজনক না হলেও পদ্ধতিগত কারণে ক্রেতা হিসাবে শাখাকেই বিক্রেতাকে চেনা বাঞ্ছনীয়।
১১।	শাখা নিজে (ব্যাংকের নামে) মালামাল খরিদের জন্য সংশ্লিষ্ট এলোটী/ডি-লারের নিকট হতে লেটার অব অথরিটি না নিয়ে বরং বিনিয়োগ দায় সৃষ্টি করে গ্রাহকের মালামাল উত্তোলনে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে।	খরিদ্দার (ক্রেতা) হিসাবে শাখাকে অবশ্যই মালামাল উত্তোলন / ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট এলোটী/ডিলারের নিকট হতে নোটারাইজড অপ্রত্যাহারযোগ্য লেটার অব অথরিটি নিতে হবে এবং উহার কপি সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর নিকট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জমা দিয়ে গ্রহণ করিয়ে নিতে হবে।

ক্রমিক নং	সংঘটিত অনিয়ম, ক্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ	শাখার করণীয় বিষয় সমূহ
১২।	এলসি-র মাধ্যমে আমদানীকৃত মালামালের জন্য সার্বিক একটি চুক্তি সম্পাদন না করে বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথক পৃথক ডিল করে একই পণ্যের একাধিক বার বিক্রয় ও একাধিক বার লাভ আদায় করা হয়ে থাকে।	সম্ভাব্য সকল কাজ ও খরচ সামনে রেখে একটি মাত্র ডিলের মাধ্যমে এল সি-র মাধ্যমে আমদানীকৃত মালের ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে।
১৩।	কোন কোন ক্ষেত্রে ভাড়ার উপর ভাড়া ও রি-ডিলের মাধ্যমে লাভের উপর লাভ আদায় করা হয়ে থাকে।	শরীয়ত মোতাবেক ভাড়ার উপর ভাড়া এবং একই মাল একই মালিকের দু'বার বিক্রি/রি-ডিলের সুযোগ নাই বিধায় সর্বোতভাবে বর্জনীয়।
১৪।	বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রির উদ্দেশ্যে ব্যাংক খরিদকৃত মালামালের মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রয়কৃত ডি ডি, টি টি, পি ও, এল সি-র কমিশন ও অন্যান্য খরচাদি ব্যাংক কর্তৃক বহন না করে গ্রাহকের নিকট হতে নগদ আদায় করা হচ্ছে যাহা শুধুমাত্র বিক্রিত মালের বিক্রয় মূল্য হিসাবে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট হতে আদায়যোগ্য	এসব খরচ গ্রাহকের নিকট হতে নগদ আদায় না করে বিক্রিত মালামালের ক্রয় মূল্যের সাথে যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। বর্ধিত ক্যাশ সিকিউ-রিটি আকারে শাখা এ টাকা আদায় করে নিজের অবস্থানকে মজবুত করতে পারে।

বর্ণিত অনিয়ম ও ক্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ পূর্বক সঠিক ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমের মাধ্যমে হালাল উপার্জনের জন্য ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক "ক্রয়-বিক্রয়" নিশ্চিত করে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের সহায়তা (বিনিয়োগ সুবিধা) প্রদানের জন্য শাখাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা গেল। অন্যথায় শরী'আহ্ বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মা-আস্‌সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(মোঃ নূরুল আমিন)
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

(নাসির উদ্দিন আহমাদ)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

সৌজন্য অনুলিপি

১। পি, এ টু চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, আইবিবিএল, হেড অফিস, ঢাকা।
২। পি, এ টু এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট, আইবিবিএল, হেড অফিস, ঢাকা।
৩। পি, এ টু এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট – ১ ও ২, আইবিবিএল, হেড অফিস, ঢাকা।
৪। মেম্বর-সেক্রেটারী, শরীয়া কাউন্সিল, আইবিবিএল, হেড অফিস, ঢাকা।
৫। মহা-পরিচালক, আইবিটিআরএ, ৬০-ই, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৬। সকল ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধানগণ, আইবিবিএল, হেড অফিস, ঢাকা।
৭। সকল জোনাল অফিস প্রধানগণ।

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
বিনিয়োগ উইং
বিনিয়োগ নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং-আইডব্লিউ/আইপিপিডি/৬৭২ তারিখঃ ১৬/০৭/২০০১

ইভিপি/এসভিপি/ভিপি/এভিপি/ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
সকল শাখা

বিষয়ঃ বিনিয়োগ গ্রাহককে মালামাল ক্রয়ের জন্য 'ক্রয় প্রতিনিধি' নিয়োগ প্রদান প্রসঙ্গে।

মুহতারাম

আসসালামু আলাইকুম।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে বর্তমানে আমাদের ব্যাংকের অধিকাংশ বিনিয়োগই বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জল পদ্ধতিতে হয়ে থাকে আর এ পদ্ধতির মূল বিষয় হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ ব্যাংক মালামাল ক্রয় করে তা বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করবে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যার কারণে ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সরাসরি মালামাল ক্রয় করা কঠিন হয়ে পড়েঃ

ক. ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মালামাল ক্রয়ের সময় মালামালের গুণগত মান, মূল্য ইত্যাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে সঠিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়। এছাড়া অভিজ্ঞতার কারণে ব্যবসায়ীরাই বিশেষ বিশেষ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে থাকে। ব্যাংক কর্মকর্তাদের বাস্তব এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাবে তাদের দ্বারা এ ধরনের কাজ করতে গেলে গ্রাহক এবং সর্বোপরি ব্যাংক বিভিন্ন সমস্যা ও বাস্তব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

খ. অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পণ্য বিভিন্ন বাজার / এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে দর কষাকষির মাধ্যমে কিনতে হয় যা ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

গ. অনেক বিক্রেতা নগদ টাকা ছাড়া ডিডি/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে মালামাল বিক্রয় করতে চায় না। তাই ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে নগদ টাকা নিয়ে বাজারে / বিভিন্ন এলাকায় যাওয়া-আসা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

ঘ. অনেক সময় একাধিক ছোট ছোট পণ্য বিভিন্ন দোকান থেকে নগদ টাকায় কিনতে হয় যা ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এমতাবস্থায়, ব্যাংকের শরীয়াহ্ কাউন্সিল শুধুমাত্র নিম্নোক্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি (বাইং এজেন্ট) নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেনঃ

১. কাপড়ের ক্ষেত্রেঃ বস্ত্র, থান কাপড়, প্যান্ট-শার্ট, শাড়ী, লুঙ্গি, হোসিয়ারী দ্রব্য ও তৈরী পোশাক।

২. মনোহরী দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রেঃ কাগজ, বই-পত্র, খেলনা সামগ্রী, কসমেটিকস, প্রসাধন সামগ্রী এবং ক্রোকারিজ।

৩. মুদী দ্রব্যাদির ক্ষেত্রেঃ ধান, চাউল, গোল আলু, গম, আদা, ডাল, পেয়াজ, শুকনা মরিচ, তৈল, তৈল বীজ, কলাই, রসুন, লবণ, হলুদ, চা ও পাট।

৪. ধাতব সামগ্রী ক্ষেত্রেঃ সব ধরনের গৃহস্থালী সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি যেমন- নাট-বল্টু, স্ক্রু, পাত্র, তালা ও গ্রীল।

৫. সব রকমের ঔষধপত্র।

৬. আরডিএস বিনিয়োগের ক্ষেত্রেঃ গরু, গবাদীপশু, পোনা মাছ, শাক-সবজি সাহায্যকারী দ্রব্যাদি, মুরগীর খামার, ধান, রিকসা ও প্রোপাশী দ্রব্যাদি।

৭. মাছ ও শুটকি মাছ।

গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী অবশ্যই যথাযথভাবে শাখাসমূহকে পরিপালন করতে হবেঃ

১. প্রথমে গ্রাহক ক্রয় প্রতিনিধিরূপে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করে ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করবে। অতঃপর ইজাব ও কবুল (অর্থাৎ বাই মুরাবাহা /বাই মুয়াজ্জল চুক্তিপত্র পূরণ) এর মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত দামে নিজের জন্যে তা ক্রয় করে নিবে। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহকের দুটি বৈশিষ্ট্যের একটিকে অন্যটি হতে সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক রাখা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কখনও সে একজন গ্রাহক এবং কখনও একজন প্রতিনিধি। যতক্ষন পর্যন্ত সে প্রতিনিধিরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করবে ততক্ষন পর্যন্ত তার উপর প্রতিনিধিত্বের বিধান বলবৎ থাকবে। অতঃপর যখন সে ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মালামাল ব্যাংক হতে ক্রয় করে নিবে, তখন থেকে উক্ত মালামালের মালিকানা ও ঝুঁকি গ্রাহককেই বহন করতে হবে।

২ শাখার আওতা বহির্ভূত স্থান এবং স্থানীয় বিক্রেতা হতে খুচরা মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রেই শুধু গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে গ্রাহক/ প্রতিনিধির ক্রয়কৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট শাখার একজন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন করতঃ এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে ।

৩. পদ্ধতিঃ

ক. গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও গ্রাহক কর্তৃক উক্ত মঞ্জুরী পত্র স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর যাবতীয় প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদিত হতে হবে। তৎপর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট থেকে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয়ের জন্য সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী আবেদন পত্র নিতে হবে ।

খ. গ্রাহকের কাছ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয়ের আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর গ্রাহককে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয়ের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান পূর্বক সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী নিয়োগ পত্র দিতে হবে ।

গ. মালামাল ক্রয়ের জন্য গ্রাহকের বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করে সরবরাহকারী / বিক্রেতার অনুকূলে ইস্যুকৃত পে অর্ডার / ডিডি প্রতিনিধির নিকট যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকারের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে। প্রয়োজনে মালামালের ক্রয়মূল্য ব্যাংকের নিকট রক্ষিত প্রতিনিধির হিসাবে ক্রেডিট করা যেতে পারে অথবা যথাযথ প্রাপ্তিস্বীকার পূর্বক প্রতিনিধিকে নগদ অর্থও প্রদান করা যেতে পারে। এব্যাপারে বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে শাখা ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।

ঘ. ক্রয়ের পর প্রতিনিধি পূর্বনির্ধারিত স্থানে মালামাল মজুত করে অনতিবিলম্বে ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট মালামালের দখলনামা ও ক্রয় সংক্রান্ত প্রমানাদি যথা- ক্যাশমেমো / চালান, পরিবহন রশিদ, বীমাপত্র ইত্যাদি হস্তান্তর করবে। অতঃপর ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রাহককে মালামাল হস্তান্তর পূর্বক পার্চেজ সিডিউল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রে তাঁর স্বাক্ষর নিবে ।

ঙ. সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি/দলিলাদি শাখায় গ্রাহকের ফাইলে যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকতে হবে ।

অতএব, আশা করা যাচ্ছে যে দীর্ঘদিনের বহু আলোচিত বিষয়টি সুরাহার পর আমাদের শাখা ব্যবস্থাপকগণ বিনিয়োগ প্রদানে শরীয়া নীতি অনুসরনে অতীত থেকে ভবিষ্যতে আরও বেশী সচেষ্ট ও আন্তরিক হবেন ।

মা-আস্‌সালাম ।

আপনাদের বিশ্বস্ত

মোঃ [illegible] হোসাইন
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

এম ফরিদউদ্দিন আহমেদ
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

অনুলিপিঃ

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্‌, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্‌ ।
৩. মাননীয় এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়া কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
৫. সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট/সেকশন প্রধানগণ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
৬. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, কবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
৭. সকল আঞ্চলিক প্রধানগণ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সকল আঞ্চলিক কার্যালয় ।
৮. সকল টিম লিডার, ওয়ান স্টপ অডিট টীম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সকল আঞ্চলিক কার্যালয় এবং লোকাল অফিস, ফরেন এক্সচেঞ্জ ও মধ্যপুর শাখা ব্যতীত ।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

C:\My Documents\[illegible]buying agent.doc
16-Jul-01 10:28 AM

গ্রাহকের প্যাড

তারিখঃ

ইভিপি/এসভিপি/ভিপি/এভিপি/ম্যানেজার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
.................................শাখা

বিষয়ঃ 'ক্রয় প্রতিনিধি' হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন ।

মুহ্তারাম
আস্সালামু আলাইকুম ।

আমার/আমাদের....................তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনারা আমার/আমাদের অনুকূলে আপনাদের....................তারিখের....................নম্বর মঞ্জুরীপত্র মারফত আমার/আমাদের অনুকূলে....................টাকা বাই-মুরাবাহা/বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ মঞ্জুর করেছেন । আমি/আমরা উক্ত মঞ্জুরীপত্রে উল্লিখিত সকল শর্ত মেনে নিয়েছি । এক্ষণে আমরা মঞ্জুরীপত্রে বর্ণিত মালামালসমূহ ক্রয়ের জন্য আমাকে/আমাদিগকে আপনাদের ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য আবেদন করছি ।

আমি/আমরা অঙ্গীকার করছি যে, মঞ্জুরীপত্রে উল্লিখিত মালামাল যথাযথ মূল্য, সঠিক পরিমাণ, গুনগত মান, আকার, প্রকার, ধরণ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করে আপনাদের ব্যাংকের নামে ক্রয় পূর্বক .... তারিখের মধ্যে .... স্থানে ব্যাংকের দায়ীত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করব এবং তৎক্ষনাৎ তা উক্ত কর্মকর্তা/ব্যাংকের নিকট থেকে যথাযথভাবে বুঝে নেব । আমার/আমাদের অবহেলা ব' অসাবধানতা জনিত কারণে মালামালের কোন ক্ষতি হলে আমি/আমরা আপনাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকব ।

মা-আস্সালাম

আপনার বিশ্বস্ত ।

____

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

.......................শাখা

সূত্রঃ আইবিবিএল/ তারিখঃ

জনাব/মেসার্স.............. ....

....

বিষয়ঃ 'ক্রয় প্রতিনিধি' নিয়োগ দান।

জনাব

আসসালামু আলাইকুম।

আপনার/আপনাদের.......................তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে, আমাদের ....তারিখের..নম্বর মঞ্জুরী পত্র মারফত আপনাদের অনুকূলে..........................টাকা বাই-মুরাবাহা/বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ মঞ্জুরীর বিপরীতে মালামালসমূহ ক্রয়ের জন্য আপনাকে/আপনাদিগকে নিম্নোক্ত শর্তে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করা হলো ঃ

(১) উল্লিখিত মঞ্জুরী পত্রে বর্ণিত মালামালসমূহ যথাযথ মূল্য, সঠিক পরিমাণ, গুনগত মান, আকার, প্রকার, স্বরূপ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করতঃ ক্রয় করবেন।

(২) মালামাল ক্রয়ের পর আপনি/আপনার নিজ দায়িত্বে........................তারিখের মধ্যে........................স্থানে ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ক্যাশ মেমো/বিল ইত্যাদি সহ হস্তান্তর করবেন এবং তৎক্ষনাৎ তা উক্ত কর্মকর্তা/ব্যাংকের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন পূর্বক বুঝে নিবেন।

(৩) আপনার/আপনাদের অসাবধানতা বা অবহেলা জনিত কোন কারনে উল্লিখিত মালামালের ক্ষতি হলে আপনি/আপনারা ব্যাংককে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(৪) মালামালসমূহ ক্রয়ের জন্য উক্ত বিনিয়োগ সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল আপনার/আপনাদের বিনিয়োগ হিসাব বিকলন করে মালামাল সরবরাহকারী/বিক্রেতার অনুকূলে পেমেন্ট অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ইস্যু করা হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে মালামাল ক্রয়ের জন্য অর্থ আপনার/আপনাদের চলতি হিসাবেও আকলন করা যেতে পারে।

উক্ত শর্তসমূহ আপনার/আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে এতদসংগে সংযুক্ত অত্র নিয়োগ পত্রের অনুলিপিটি স্বাক্ষরপূর্বক ফেরৎ দান এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করছি।

ওয়া-আসসালাম

আপনার বিশ্বস্ত।

ব্যবস্থাপক

উক্ত শর্তে সম্মত হয়ে
অত্র নিয়োগ পত্রে স্বাক্ষর করলাম

ক্রয় প্রতিনিধি

ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED
Investment Wing
Investment Policy & Planning Department
Head Office, Dhaka

INSTRUCTION CIRCULAR NO. IW/IPPD/679 September 6, 2001

All Heads of the Wings/Divisions/Departments at Head Office
All Zonal Offices
All Branches
Islami Bank Bangladesh Ltd.

SUB: CREATION OF BUYING AND SELLING CELL/ MARKETING INTELLIGENCE CELL

Muhtaram
Assalamu Alaikum.

The investments of Islami Bank are different from the loans & advances of the conventional Bank. In Islami Bank Bangladesh Ltd., Investment under trading / leasing modes, conversion of money into goods / services is necessary to have investment result / benefit. But, the conventional Banks deal in money . They charge / earn interest(money) on money without considering whatever the result of use of money they lent / the business/ venture (profit / loss). In financing mode (Mudaraba / Musharaka), Islami Bank invests money (equity) to share profit on the basis of agreement between the parties (equity holders) and bear loss as per equity in the business. Islami Bank under buy mode (Bai- Murabaha / MPI /Bai- Muajjal etc.) of investment , purchases the goods/commodities from the supplier / seller either by the Bank itself or its agent (Wakil) and then sells the same to the investment client at the mutually agreed upon price . Price once fixed, shall remain fixed despite buyer's failure to pay the price as per contract. As Islami Bank Bangladesh Limited is based on Islamic Shariah , it has no other alternative but to ensure effective compliance of Shariah in all its activities.

Acquisition of ownership by the seller (the Bank) through proper buying and then selling of goods / commodities to the buyer (the client) is a precondition of Shariah for investment under the aforesaid modes of investment i.e Bai- Murabaha , Bai- Muajjal , Hire Purchase(Ijarah) etc. in which our major portion of investment is centred .

Moreover , the purchase of goods for an investment by Islami Bank pre-supposes the followings to protect the Bank's interest

i. Examination / inspection of market;
ii. Marketability;
&
iii. Verification of price, quality and quantity of the goods at the time of purchase and storage of the same thereof.

Of late, it has been observed that the goods purchased and stored against Bai- Murabaha mode of investment are not only found inferior in quality but also sometimes over valued. As a result, the Bank often faces difficulties in disposing the goods to liquidate the overdue investments. We believe, lack of experience, prudence, sincerity as well as integrity on the part of the Bank officials involved are not the only reasons for such state of affairs; the prevailing system of purchase and sale of goods too is largely responsible for the same. At present the branches are solely dependant on the investment clients for determining the quality and price of the commodities so purchased and in many cases the commodities are purchased through the investment clients breaking the norms of the Bank's investment procedures as well as the principles of Shariah.

In order to overcome the above deviations and constraints and to develop a system of purchase and sale of Investment goods, a broad-based "Buying & Selling Cell / Marketing Intelligence Cell" has already been created at Head Office under Assets Management Division of Investment Wing " Buying & Selling Cell" should also be created at Zone / Branch level.

The details regarding operations of the "Buying & Selling Cell / Marketing Intelligence Cell" are as follows:

A. Creation of " Buying & Selling Cell / Marketing Intelligence Cell" at Head Office:

a. Formation:

" Buying & Selling Cell / Marketing Intelligence Cell" at Head Office has already been created under Assets Management Division of Investment Wing

b. Function:

The Cell will identify the items / economic sectors of Bank's interest with market (strength, weakness, opportunity, threat), the short / long term perspective etc. The functions of the Cell will be as under:

1. To maintain a list of major commodities/goods against which IBBL makes investment and provide finance to the clients.
2. To maintain a list showing the particulars of Manufacturers / Suppliers / Traders / Brokers of the commodities/goods mentioned at Sl. No. 1.
3. To maintain a list showing the markets and places (both national and international) where the commodities/goods against Sl. No. 1 are manufactured / traded / available.
4. To collect daily market prices of the commodities/goods as mentioned at Sl. No. 1. from important market places of the country.
5. To supply the market prices of the commodities/goods to all Wings of Head Office, Zonal Offices and Branches of the Bank.

6. To prepare and maintain a list showing the commodities / goods against which the commercial Bank of the country usually provide loans and advances to their clients. A separate such list should be maintained in respect of the Banks run on the basis of Islamic Shariah.

7. To maintain a web-site with up-to- date price list therein for use of the branches.

8. Until the above arrangement of web-site is not put into operation , the Cell will send an up-to-date price list of different markets of the country to the main branch of each Divisional / Zonal Head Quarters on daily basis through the quickest possible means of transmission i.e E-mail / Fax / Talex etc.

9. The Cell will conduct market research with a view to making periodical forecast regarding demand and supply of commodities/goods and its price movements.

10. To monitor the performance of the Buying & Selling Cell at the main Branch of the Divisional Zonal Head Quarters and at Branch level and prepare & submit evaluation report to the Management periodically.

c. **Responsibilities :**

The Officials of the Cell will be held responsible both jointly and severally for genuineness of the price of the commodities they collected and conveyed to the branches.

B. Creation of Buying & Selling Cell at the Main Branch of Divisional / Zonal Head Quarters:

a. Formation:

"Buying & Selling Cell" at the Main Branch of Divisional / Zonal Head Quarters may be created with the following officials under direct supervision of the Branch Incumbent:

i. Two Officers not below the rank of Assistant Officer Grade-I and
ii. A computer operator.

b. Function:

The Cell shall arrange purchase and sell of investment goods of the branch and branches tagged/to be tagged with them ensuring the price, quality and quantity of the goods as detailed below:

i. To maintain market price Register (B-83) from the price list collected / received daily from the web-site / Buying & Selling Cell / Marketing Intelligence Cell at Head Office.

ii. To collect and prepare price List from the local markets and send a copy of the same to the " Buying & Selling / Marketing Intelligence Cell" at Head Office on the same day through a quickest media Viz E-mail , Fax, Telex etc.

iii To send a copy of the price list received from the Head Office along with a copy of their own to the other nearest branches, where the aforesaid media is not available, immediately on receipt of the same from Head Office.

iv. To attend the request / requisitions / purchase orders from the investment / foreign Exchange Department of their own branch as well as any other branch of the country for purchase of goods on their behalf. The department / Branch will mention the amount , quantity, quality and price of the goods.

vi. On receipt of the Department's / branch's requisition/ purchase order, to verify the quality and market price of the goods intended to be purchased with the lists and from the local wholesale market and after ascertaining the same to purchase the goods on the same day and to ensure dispatch of the goods to the department / the respective branches through easy, quick and available mode of transport under proper insurance / security under intimation to the concerned branch on the same day of sending the goods and to obtain confirmation of receipt of the goods by the branch in time.

vii. To pay the price of goods and other expenses from the proceeds of DD/PO/Credit advice etc. sent by the department / branch along with purchase order / requisition / accepted quotation of the respective investment parties with the concurrence and authority of the incumbent of the main branch.

viii To keep the record of every purchase in the file / register of respective department / branch serially and keep them handy for checking and verification at any time by the authorized persons.

c. Responsibilities:

The officials of the Cell will be held responsible both jointly and severally for procurement of desired goods for selling of the same to the client under any mode of Bank's investment. They will be liable for purchasing inferior quality of goods and over valuing the same.

C. Creation of 'Buying & Selling Cell ' at Branch level other than the main Branch of Divisional / Zonal Head Quarters:

a. Formation:

'Buying & Selling Cell' at branches of "A" &"B" grade other than the main Branch of Divisional/ Zonal Head Quarters may be created with two officers and those of "C" grade with one officer not below the rank of Assistant Officer Grade-I in both the cases under Investment Department of the concerned branch.

b. Function:

The Cell shall arrange purchase of investment goods from local market through verification of price ensuring the quantity and quality of the goods as detailed below:

i. To maintain Market Price Register (B-83) for their items of investment.

ii. To preserve the price list received daily from the ' Buying & Selling Cell' of the concerned main branch of their Divisional / Zonal Head Quarter.

iii. To collect and prepare a price list from local markets and preserve both the lists for their record.

iv. After receiving the application from the intending client, contact with the supplier / Seller of the proposed goods in the local markets, if available and arrange to purchase the same or will communicate with the ' Buying & Selling Cell' of the main branch of any Divisional / Zonal Head Quarer where the goods are available and inform as to the required item, quantity and quality of the goods and ask them about the prevailing market price and probable quantum of profit that may be received from the deal for purchasing the goods through them.

c. Responsibilities:

The officials of the Cell will be held responsible both jointly and severally for procurement of desired goods for selling of the same to the client under any mode of Bank's investment. They will be liable for purchasing inferior quality of goods and over valuing the same.

D. Activities of the Branch:

i. After having been sure about the market position and profitability and having the market report through the ' Buying & Selling Cell / Marketing Intelligence Cell' at Head Office, the branch may execute the Investment Agreement with the client in consultation with said Cell of the main branch of Divisional / Zonal Head Quarters.

ii. After the sanction of any investment, the branch will send the purchase order in duplicate along with DD/PC/ Credit Advice to the ' Buying & Selling Cell' of the concerned main branch of Divisional / Zonal Head Quarter requesting them to purchase / procure the goods as per specification / purchase order and send the same within 24 (Twenty Four) hours of receipt of purchase order and from the branch and within 12(Twelve) hours of taking delivery of goods from the sellers along with one copy of branch's purchase order.

iii. On receipt of the consignment from the transport company along with delivery order sent by the concerned Cell. the branch will receive the goods from the transport authority and verify the same with purchase order / delivery order etc. and will send the confirmation / acknowledgement under the full signature with tamp of the branch incumbent / investment incharge / authorized officials of the concerned branch.

iv. In case of any discrepancy with regard to the quality, quantity of the goods, short delivery etc. the branch will immediately take up with the concerned Cell who will then negotiate with the seller and the transport / insurance company to remove / make good the discrepancies / losses.

E. SPECIAL GUIDANCE:

1. In order to safeguard Bank's interest, in the event of any mishaps, short supply etc. transit insurance must be obtained by concerned cell before sending the goods to the branch.
2. The concerned Cell ,as far as possible , should ensure quick supply of goods as per order of the branches through available and dependable means of transport.

All the Zonal Offices and the Branches will, henceforth utilize the services of the "Buying & selling / Marketing Intelligence Cell" for purchase of commodities. They should suggest improvement in the operational approach of the Cell to Head Office from time to time.

Ma-assalam.
Yours Faithfully,

(Gulam Moula Choudhury)
Senior Vice President

(M. Fariduddin Ahmed)
Executive Vice President

Copy For Information and Necessary Action

1. P.A. to the Executive President, IBBL, HO, Dhaka for kind information of the Executive President
2. P. A. to the Member - Secretary, Shariah Council, IBBL, HO, Dhaka for kind information of the Member- Secretary.
3. P. A. to the Deputy Executive President, Operations Wing, IBBL HO, Dhaka for kind information of the Deputy Executive President
4. P. A. to the Deputy Executive President, International Banking Wing, IBBL HO, Dhaka for kind information of the Deputy Executive President
5. P. A. to the Executive Vice President & Director General IBTRA Dhaka for kind information of the Executive Vice President & Director General.
6. P. A. to the Executive Vice President, Audit & Inspection Division IBBL HO, Dhaka for kind information of the Executive Vice President.
7. All Divisional / Departmental Heads, IBBL, HO, Dhaka.
8. All Zonal Heads, IBBL, Bangladesh.
9. All Branch Incumbents, IBBL, Bangladesh.

(Gulam Moula Choudhury)
Senior Vice President

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
বিনিয়োগ উইং
বিনিয়োগ নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং- বিউ/বিনীপবি/৭৮১ তারিখ: ১৭/০৪/২০০৩ ইং

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ।

বিষয় : <u>শরীয়াহ্ সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতি প্রসঙ্গে ।</u>

মুহতারাম,
আস্সালামু আলাইকুম ।

উপরোক্ত বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক জারিকৃত ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং ইব্যা/প্রকা/বিপবি/৮৬/৪৪০ তারিখ ৩০/১২/১৯৯৬, IW/IPPD/715 তারিখ ০৭/০৪/২০০২, Audit/2002/738 তারিখ ১০/০৯/২০০২ এবং সার্কুলার লেটার নং বিউ/বিনীপবি/ ১৬৯০ তাং ১৪/১২/২০০২ ইং এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ।

গত ৭ এপ্রিল ২০০৩ ইং এ শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ১০৮ তম সভায় ২০০২ সালের ব্যালান্সশীট অনুমোদন করে পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয় । শরীয়াহ্ পরিদর্শন দল কর্তৃক দাখিলকৃত শাখাওয়ারী শরীয়াহ্ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনাতে কাউন্সিল এ মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন যে, শরীয়াহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদর্শিত নিম্নোক্ত তিন ধরনের ত্রুটি গুরুতর।

১। গ্রাহককে নগদ সুবিধা দেয়া;
২। নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে পুরাতন বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করা এবং
৩। গ্রাহকের নামে ক্যাশ মেমো দেয়া ।

উপরোক্ত তিন ক্ষেত্রে ২০০১ সালে সন্দেহজনক আয় কিছুটা কম হলেও ২০০২ সালে তা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত ত্রুটি বিচ্যুতিসহ নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি যাতে পুনরায় সংঘটিত না হয় এবং উপরে বর্ণিত সার্কুলারসমূহের দিক নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় বিশেষভাবে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে ।

<u>বাই মুরাবাহা এবং বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত অনিয়ম/ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ:</u>

১। গ্রাহককে নগদ সুবিধা দেয়া ।
২। গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো দেয়া ।
৩। ক্যাশমেমো রেকর্ডে না থাকা ।
৪। ডিসবার্সমেন্টের পূর্বের/পরের তারিখের ক্যাশমেমো দেয়া ।
৫। ডিসবার্সমেন্টের সাথে ক্যাশমেমোর মিল না থাকা ।
৬। শাখার পরিবর্তে গ্রাহক বিক্রেতা হতে সরাসরি মালামাল বুঝে নেয়া ।
৭। পণ্য বুঝে নেওয়ার রেকর্ড না থাকা ।
৮। নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে পুরাতন বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করা ।
৯। এম.পি.আই. ও ডিলারশীপের ক্ষেত্রে গ্রাহক হতে স্টোর অব অথোরিটি না নেয়া ।
১০। মালামালবিহীন বাইম ওয়েজ বিলুপ্ত বিনিয়োগ দেয়া ।
১১। চুক্তিপত্র খালি ও তারিখ বিহীন রাখা ।

<u>ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত অনিয়ম/ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ :</u>

১. পণ্য পরিদর্শন রিপোর্ট ও ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় প্রতিনিধি হতে মালামাল বুঝে নিয়ে তা গ্রাহককে বুঝিয়ে দেবার রেকর্ড না রাখা ।
২. বিনিয়োগযুক্ত কার্যের জন্য বিশেষ দিয়ে পণ্য ক্রয় করা ।
৩. বিনিয়োগের টাকা থেকে ক্যাশ সিকিউরিটি/এলসি মার্জিন নেয়া ।
৪. বিনিয়োগের টাকা দিয়ে গ্রাহকের পূর্বের বিনিয়োগ দায় সমন্বয় সাধন করা ।

চলমান পাতা-২

৫. কাল্পনিক কেনা-বেচা দেখিয়ে বিনিয়োগ প্রদান/গ্রহণ করা ।
৬. ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য গ্রাহকের আবেদনপত্র না নেয়া ও গ্রাহককে শাখার নিয়োগপত্র না দেয়া ।
৭. ক্রয় প্রতিনিধির নিয়োগপত্র অপূরণকৃত ও স্বাক্ষরবিহীন রাখা অথবা আদৌ কোন নিয়োগপত্র না দেয়া ।
৮. ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহকের নামে ক্যাশ মেমো নেয়া ।
৯. স্থানীয় বাজার/একই দোকান থেকে একত্রে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করা ।
১০. বিনিয়োগের টাকা গ্রাহকের চলতি হিসাবে দীর্ঘদিন ফেলে রাখা, অতীত তারিখের ক্যাশমেমো নেয়া এবং বিলম্বে পণ্য ক্রয় করা ।
১১. অননুমোদিত আইটেমে প্রতিনিধি নিয়োগ করা ।
১২. ডিলারশীপের ক্ষেত্রে লেটার অব অথোরিটি না নিয়ে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা ।
১৩. মালামাল ক্রয়ের ক্যাশমেমো না নেয়া/রাখা।
১৪. বিভিন্ন ক্রেতা হতে মালামাল ক্রয় করা হলেও কেবল মাত্র একজন বিক্রেতার ক্যাশমেমো সংরক্ষণ করা ।
১৫. মালামালসমূহের ক্রয়োত্তর পরিদর্শন না করা অথবা পরিদর্শিত হলেও রিপোর্ট সংরক্ষণ না করা ।

<u>বাই সালাম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত অনিয়ম/ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ:</u>

১. বাই সালামের মালামালের মূল্য পরিশোধের সাথে সাথে বিনিয়োগ হিসাবে মুনাফা চার্জ করা এবং যথাযথভাবে মুনাফা নির্ধারণ না করা ।
২. শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ক্রয়কৃত মালামাল সরেজমিনে পরিদর্শন ও গ্রহণপূর্বক ব্যাংকের এজেন্ট/গ্রাহক এজেন্টকে মালামাল বুঝিয়ে না দেয়া ।
৩. বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য গ্রাহকের সাথে প্রতিনিধিত্ব চুক্তি সম্পাদন না করা ।
৪. বাই সালাম চুক্তিপত্রে মালামালের বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, ডেলিভারীর স্থান, তারিখ ও ক্রয়মূল্য উল্লেখ না করা ।
৫. নির্ধারিত সময়ের আগে উৎপাদনকারীর মূল্য আদায় হলে গ্রাহককে রিবেট প্রদান করা ।
৬. চুক্তিপত্র খালি ও তারিখ বিহীন রাখা ।

<u>হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত অনিয়ম/ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ:</u>

১. রেজিষ্ট্রেশন পিরিওডের ভাড়া নেয়া এবং সম্পদ হস্তান্তরের রেকর্ড না রাখা ।
২. চুক্তিপত্র খালি ও তারিখ বিহীন রাখা ।

মা-আস্সালাম ।

আপনার বিশ্বস্ত

এম, ফরিদউদ্দিন আহমদ
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

[illegible]
এ্যাসিষ্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট

<u>অনুলিপি :</u>
১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস ।
৩. মাননীয় এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
৬. সকল টিম লিডার, ওয়ান স্টপ অডিট টীম , ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সকল আঞ্চলিক কার্যালয় এবং লোকাল অফিস, করেন এক্সচেঞ্জ ও নবাবপুর শাখা ক্যাম্প ।

এ্যাসিষ্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
বিনিয়োগ নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ইনট্রাকশন সার্কুলার নং-বিনীপবি/৮৪৮ তারিখঃ ১১.০৯.২০০৪ ইং

সকল উইং / ডিভিশন / ডিপার্টমেন্ট প্রধান
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয় ঃ **প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান প্রসংগে।**

মুহতারাম

আস্সালামু আলাইকুম ।

ইসলামী ব্যাংক ব্যতীত দেশে প্রচলিত অন্যান্য ব্যাংকগুলো বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সে তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাবস্থা গ্রাহকের নিকট একেবারে নতুন । ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নতুনভাবে বড় বড় ব্যবসায়ী সৃষ্টি করা সময় সাপেক্ষ ও কঠিন ব্যাপার । তাই বিনিয়োগ তথা ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনেক ক্ষেত্রে আমরা প্রচলিত ব্যাংকের গ্রাহকগণকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে থাকি। বিনিয়োগ অনুমোদনের পূর্বে গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা সততা, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা, জামানত ইত্যাদি ও আনুসাঙ্গিক বিষয়সমূহকে গুরুত্ব প্রদান করে থাকি। অনেক সময় বড় বড় গ্রাহক প্রচলিত সুদ ভিত্তিক ব্যাংকের সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী ব্যাংকে শরীয়াহ্ সম্মতভাবে ব্যবসা করতে চায়। ঐ সমস্ত গ্রাহকদের পক্ষে সমুদয় দায় একসাথে সম্পূর্ণ সমন্বয় করে আসা সম্ভব হয় না । ফলে ঐ সমস্ত গ্রাহকদেরকে ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হয়। তাছাড়া বড় গ্রাহকদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্টক বিক্রি করে দায় নগদায়ন করে সুদযুক্ত ব্যাংকিং এর অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণে একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তা সম্ভব হয় না ।

উপরোক্ত বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে গত ২৪ মে, ২০০৪ ইং তারিখে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ১২০তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে শরীয়াহ্ কাউন্সিল অন্য ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান প্রসংগে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যা সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা হলো ঃ

" Conventional ব্যাংকের নিকট থেকে গৃহীত ঋণের বিপরীতে যে পরিমাণ মালামাল বিদ্যমান আছে তা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতঃ ইসলামী ব্যাংক উক্ত ব্যাংক থেকে ঐ মালামাল ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট বাই মুরাবাহা/বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রয় করবে। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহক তাদের প্যাডে প্রথমেই তাদের ঋণের বিপরীতে থাকা মালামাল বিক্রয়ের নিমিত্তে Conventional ব্যাংককে ক্ষমতা প্রদান করবে এবং এ ক্ষমতা বলে ইসলামী ব্যাংক উক্ত ব্যাংক হতে মালামাল ক্রয় করে নিবে এবং ইসলামী ব্যাংক উক্ত মাল মুরাবাহা পদ্ধতিতে উক্ত বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে। এ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা বৈধ হবে বলে কাউন্সিল মতামত ব্যক্ত করে। তবে অনুরূপ যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে case to case শরীয়াহ্ কাউন্সিলকে অবহিত করতে হবে। সদস্য সচিব প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি শরীয়াহ্ কাউন্সিলে উপস্থাপন করে কাউন্সিলের মতামত নিতে পারেন।"

উল্লেখ্য, যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অথবা প্রস্তাবিত গ্রাহকের গোডাউনে মালামাল থাকবেনা সেক্ষেত্রে কোন বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

সকল শাখা ব্যবস্থাপক, অঞ্চল প্রধান ও প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল কর্মকর্তাগণকে Conventional ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা/ প্রস্তাবনা বিবেচনার সময় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া গেল। এর অন্যথা হলে বিনিয়োগে গুরুতর অনিয়ম (violation) হিসাবে পরিগণিত হবে ।

মা-আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এ.টি.এম. হারুন-উর-রশীদ চৌধুরী
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

গোলাম মওলা চৌধুরী
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

অনুলিপিঃ

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস।
৩. মাননীয় এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়া কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বরবর রোড, মোহম্মদপুর, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৬. সকল টিম লিডার, সেন্ট্রাল অডিট টীম, অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

بنك إسلامي بنغلاديش ليمتد

Islami Bank Bangladesh Limited

Investment Wing

Investment Policy & Planning Department

HEAD OFFICE, DHAKA

INSTRUCTION CIRCULAR NO. IW/IPPD/995 Date: 17.03.2007

All Heads of Wings/Divisions/Departments at Head Office

All Zonal Heads

All Branch Incumbents

Islami Bank Bangladesh Limited

Sub: Shariah Pre-Audit Memo.

During inspection of investment port-folio of the Branches our Shariah Council observed that a lot of circulars have been issued by the bank since its inception to reduce/arrest Shariah violations but in spite of these committing of Shariah violation has not come to nil. Under situation Shariah Council desires that for 100% Shariah compliance a separate Shariah Pre-Audit Memo like that of general audit vis-a-vis other different measures which have already been taken, may be introduced in all the branches of the Bank, which they think, would be very helpful to ensure Shariah compliance as well as to make the branches aware of the Shariah violations. Keeping it in mind the Shariah Council have prepared a Shariah pre-Audit Memo incorporating the points of major violations therein and they believe that if the Branches fill it duly, this will make them alert and careful about Shariah compliance in the concerned investment and enable them to refrain from committing such violation in future.

In view of above, all concerned are hereby advised to follow/comply Shariah Pre-Audit Memo (copy enclosed) meticulously while considering any investment proposals /disbursement.

Ma-assalam.

Yours faithfully

(A.T.M. Harun-ur-Rashid Chowdhury)
Deputy Executive President

(Md. Sirajur Rahman)
Executive Vice President

Enclosed: As above

Copy to:

1. P.A. to the Hon'ble Chairman, Board of Directors, IBBL, HO, Dhaka for kind information of the Hon'ble Chairman, Board.
2. The EVP & Secretary (Board & Company) IBBL, HO, Dhaka for kind information of the Hon'ble Chairman, E.C.
3. P.A. to the Executive President, IBBL, HO, Dhaka for kind information of Hon'ble the Executive President.
4. P.A. to The Member Secretary, Shariah Council, IBBL, HO, Dhaka, for kind information of the Hon'ble Member Secretary, Shariah Council.
5. The Senior Vice President & In-Charge, IBTRA 13A/2A Babar Road, Mohammadpur, Dhaka.

Executive Vice President

Annexure-A

Islami Bank Bangladesh Limited

--------------------------------Branch

Pre-Audit Memo for Shariah' Compliance pertaining to investment of Tk ....Million
Under Bai Murabaha/Bai Muajjal/HPSM/..A/c
M/s. ....

Note: Negative reply/non-compliance to any of the following point(s) may make the transaction void/doubtful from the view point of Islamic Shariah and as such disbursement there against must not be made.

Sl. No	Points to be checked	Reply (√)		
		Yes	No	N/A
01	Whether the item(s) is permissible under Islamic Shariah.			
02	Whether the quotation obtained in Bank's name.			
03	Whether quotation accepted by the client.			
04	Whether agreement is being filled in properly after attainment of ownership of the goods.			
05	Cash memo shall be procured by the branch instead of the client.			
06	Whether cash memo is being obtained in the name of the Bank			
07	The bank official while putting his signature in the cash memo in the place of "buyer's signature" whether he is doing it properly.			
08	The client does not receive the goods from the seller directly			
09	Paper adjustment is not being made and new investment deal is not being created for adjustment of the previous overdue liability of the client.			
10	The amount is not being remitted to another Branch by TT/DD in the name of the investment client/sister/allied concern(s).			
11	Cash payment is not being provided to the client except in case of appointment of buying agent as per Head Office circular No. IW/IPPD/672 dated 16.07.2001.			
12	Whether buying agent is being appointed in bank's approved item and fund is being diverted to the other purpose under any circumstances.			
13	Whether physical inspection of the goods is being made by the bank official and a report is prepared thereof in case of buying agent.			
14	The profit receivable voucher is not being passed before making delivery of goods.			
15	Time proportionate profit instead of pre-determined profit by extending time is not being realized.			
16	Whether letter of Authority (CP-17) is being obtained from the client in case of MPI/Dealership.			
17	Baim WES investment is not being created against no stock of goods.			
18	Whether the equity is being obtained in HPSM from the client and credited to the investment account.			
19	Whether acknowledgement of asset is being obtained from the client			
20	Conversion of investment under Bai-Murabaha & Bai Muajjal into Hire purchase(SM) is not made.			

Prepared by **Investment In-charge** **2nd Officer** **Branch Incumbent**

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
বিনিয়োগ উইং
বিনিয়োগ নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-বিউ/বিনীপবি/১০০৫ তারিখঃ ২৮.০৫.২০০৭ ইং

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়ঃ ব্যাংকের সার্বিক ক্ষেত্রে শরী'আহ্ পরিপালনে অগ্রগতির লক্ষ্যে শরী'আহ্ কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ/পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন প্রসংগে।

মুহ্তারাম

আস্সালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ে বিগত ১লা আগস্ট, ২০০৬ ইং তারিখে শরী'আহ্ কাউন্সিলের ১৩৬ তম অধিবেশনে ব্যাংকের সার্বিক ক্ষেত্রে শরী'আহ পরিপালনের অগ্রগতির লক্ষ্যে শরী'আহ কাউন্সিল নিম্নোক্ত কতিপয় সুপারিশ/পরামর্শ পেশ করেছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন/পরিপালন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১. যেহেতু গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান একটি অবৈধ কাজ, সেহেতু তা বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. ভাল গ্রাহক নির্বাচনপূর্বক বিনিয়োগ প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করা এবং বিনিয়োগ পাওনা ওভারডিউ (overdue) হওয়ার পূর্বেই আদায়ের জন্য গ্রাহককে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রেখে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এতে শরী'আহ লংঘন কমে আসতে পারে।

৩. যেসব ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক কোনভাবেই মালামাল ক্রয় করা, সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করে তাকে পণ্যের মূল্য প্রদান করা এবং সরবরাহকারী থেকে সরাসরি পণ্য বুঝে নেয়া সম্ভব হয় না কেবল সেসব ক্ষেত্রেই শরী'আহ্ কাউন্সিল প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে আস্থাশীল দায়িত্ববান গ্রাহকদেরকেই ক্রয় প্রতিনিধি করার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

৪. শুধু কাগজে রিপোর্ট নয়, বরং বাস্তব ক্ষেত্রে ক্রয় প্রতিনিধির মালামাল ক্রয় নিশ্চিত করা এবং সময় সময় (time to time) পরিদর্শন নয়, বরং শাখা কর্তৃক ডীল টু ডীল (deal to deal) পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. কোন গ্রাহক বাইং এজেন্সী পদ্ধতির অপপ্রয়োগ করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে পরবর্তীতে আর কোন ডীলে বাইং এজেন্ট নিয়োগ করা যাবে না।

৬. প্রতিটি শাখায় ক্রয় বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শাখার জনবল থেকে মালামাল ক্রয় নিশ্চিত করার জন্য Purchase Officer নিয়োগ করতে হবে।

৭. শাখার সকল বিভাগের জনশক্তির মাঝে দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে তাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় এর কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮. গ্রাহকের পরিবর্তে মালামালের প্রথম ক্রেতা হিসাবে অবশ্যই ব্যাংকে বা শাখাকেই সরাসরি ক্যাশ মেমো বা বিল সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক ক্যাশ মেমো জমা দেয়া হয়- তা পরিহার করতে হবে।

৯. প্রতিটি জোনে ১টি করে কার্যকর Purchase Cell প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিটি শাখায় ১ টি করে Purchase Unite বা কমিটি গঠন করা যা সার্কুলার লেটার নং-এইচও/আইপিপিডি/১৯০৩ তারিখ ০৩.০৪.২০০৪ ইং এর মাধ্যমে শাখাসমূহকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১০. দূরবর্তী স্থান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃ শাখা সহযোগীতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

চলমান পাতা/ ২

১১. প্রত্যেক শাখায় সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকভাবে নিয়মিত শরী'আহ্ পরিপালন সম্পর্কে পর্যালোচনামূলক বৈঠক করতে হবে।

১২. নতুন বিনিয়োগ গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগে শরী'আহ্‌র নীতিমালা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রধান কার্যালয় হতে ইস্যুকৃত লিফলেট ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

১৩. আঞ্চলিক প্রধানগণ শাখা পরিদর্শনের সময় ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বিনিয়োগ কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনবেন।

১৪. ইসলামী শরী'আহ্‌র আলোকে পরিচালিত ব্যাংক ব্যবস্থাকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য করে তোলার জন্য প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন শাখার গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে শরী'আহ্ কাউন্সিলের সদস্যদের উপস্থিতিতে সমাবেশের আয়োজন করতে হবে।

১৫. আমানত, বিনিয়োগ ও মুনাফা বৃদ্ধির জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার পাশাপাশি শরী'আহ্ পরিপালনে যথাযথ পরিকল্পনা নিতে হবে।

১৬. বাই মোডে (Bai Mode) শরী'আহ্ পরিপালনের উপর জোর তাগিদের পাশাপাশি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যেমন মুদারাবা, মুশারাকা, বাই সালাম, প্রভৃতি নগদে অর্থায়নযোগ্য বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৭. মুরাবাহার মালামাল বিক্রয়ের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ ডীল সমন্বয় করে প্রয়োজনে নতুন বিনিয়োগ নিতে গ্রাহকদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

১৮. সংশ্লিষ্ট শাখার নিজ নিজ এলাকায় উল্লেখযোগ্য বড় বড় কোম্পানীর (সাপ্লায়ার) সাথে ব্যাংকের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করে তাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ পদ্ধতির সাথে পরিচিত করানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

১৯. নির্ধারিত বিনিয়োগ গ্রাহকদের নিয়ে মাঝে মাঝে শাখা কর্তৃক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করার ব্যবস্থা করতে হবে।

সকল শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক প্রধান ও প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল কর্মকর্তাগণকে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের উপর্যুক্ত পরামর্শ মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হলো।

মা-আস্‌সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এ.টি.এম. হারুন-উর-রশীদ চৌধুরী
ডেপুটি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট

মোঃ সেতাউর রহমান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

অনুলিপিঃ

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যাক্তিগত সহকারীকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্।
৩. মাননীয় এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যাক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়া কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যাক্তিগত সহকারীকে।
৫. এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ইনচার্জ, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যাক্তিগত সহকারীকে।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

C:\IPO [illegible]

Islami Bank Bangladesh Limited

Investment Policy & Planning Department
Investment Administration Division
Investment Wing
Head Office

Instruction Circular No-IAD/IPPD/1122 Date: 24. 11-2009

All Heads of Wings/ Divisions/ Departments
at Head Office
All Zonal Heads
All Branch Incumbents
All SME Service Centre Incharges
Islami Bank Bangladesh Limited.

Sub: Identification of Major and Minor Shari'ah Violations.

Muhtaram,
Assalamu Alaikum.

This is for information of all concerned that the Shari'ah Council of the Bank in its 152nd Meeting held on 24 March 2009 identified the following irregularities of investment operations as '**Major/'Minor**' violations:

Major Violations:

1. Providing of cash facility in Bai-Murabaha and Bai-Muajjal without buying and selling of goods.
2. Obtention of Cash Memo in the name of the investment client instead of the Bank.
3. Adjustment of old investment liability by creating new investment account without complying with Shari'ah principles.
4. Showing fake supplier of the goods.
5. Allowing of Investment against Shari'ah prohibited items.
6. Creation of investment against Baim Wes Bills without having any goods.
7. Amount in the Cash Memo is less than that of investment.
8. Obtention of back dated Cash Memo.
9. Receipt of goods by the client from the Seller(s) directly instead of the Branch.
10. Non-existence of records regarding taking of goods under possession of the Branch.
11. Charging of rent on the asset before it becomes usable /rentable.
12. Non-receipt of Cash Memo /Bill /Challan/Transport Receipt against the goods purchased.
13. Non- Obtention of Letter of Authority in case of Murabaha Post Import (MPI).
14. Non- Obtention of Letter of Authority in case of Dealership.
15. Non-conduction of post purchase inspection by the Branch.

Minor Violations:

1. Non-delivery of asset to the client in case of Hire Purchase under Shirkatul Melk (HPSM).
2. Charging of profit at agreement stage in case of Bai-Salam.
3. Sale of goods under Bai-Salam sold through the client without engaging him as Selling Agent.
4. Amount of Cash Memo exceeds the investment amount.
5. Keeping the Agreement blank.
6. Obtention of post dated Cash Memo.
7. Showing Investment Client as applicant of TT/DD/PO.
8. Engagement of buying agent against Bank's unapproved item.
9. Engagement of buying agent in case of local single supplier.

This supersedes the Instruction Circular No. IW/IPPD/715 dated 07.04.2002.

All concerned are hereby advised to conduct investment operations avoiding above violations and take all precautions to stop occurrence of the same.

Ma -Assalm.

Yours faithfully,

(Md. Shah Jahan)
Executive Vice President

(Mohammad Abdul Mannan)
Deputy Managing Director

Copy to:

1. P.S. to the Hon'ble Chairman, Board of Directors, IBBL, HO, Dhaka for kind information of the Hon'ble Chairman, Board.
2. The EVP& Secretary (BSD), IBBL, HO, Dhaka, for kind information of the Hon'ble Chairman, Executive Committee.
3. P.A. to the Managing Director, IBBL, HO, Dhaka for kind information of the Hon'ble Managing Director.
4. P.A. to the Member Secretary, Shari'ah Secretariat, IBBL, HO, Dhaka, for kind information of the Member Secretary, Shari'ah Council.
5. The Director General, IBTRA, 13A/ 2A Babar Road, Mohammadpur, Dhaka for information.
6. The Representatives of Islami Bank Bangladesh Limited attached to different Banks, Money Exchanges abroad for information.

Executive Vice President

Annexure -I

ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED

................Branch

Ref: IBBL/............. Date: ....

The Executive Vice President
Islami Bank Bangladesh Limited
Investment Administration Division
Investment Wing
Head Office,
Dhaka.

Verification Certificate of Mortgaged documents.

Muhtaram,
Assalamu Alaikum.

Pursuant to Instruction Circular No. i. IW/IPPD/792 dated 02.07.2003, ii.No.IPPD/825 dated 19.04.2004, iii. No. বিউ/বিনীপবি/৯৪৭ তারিখ ১৯.০৪.২০০৬, iv. No. বিউ/বিনীপবি/২৬৮৩ তারিখ ০৮.০৪.২০০৭, & .No.LAW/2692 dated 17.04.2007, we the undersigned do hereby certify that all the documents/papers of the properties mortgaged as primary/Collateral security against the Facility/Investment allowed to...................... of our Branch have been examined/scrutinized thoroughly.

We also certify that

i. All the documents/papers have been obtained and verified from Sub Registrar's office, Record Room, AC Land Office & Tahsil Office as per procedures described in the above Circulars and also in the respective Investment Manual, related circulars and sanction advice.

ii. All the documents/papers are genuine and executed/issued/mortgaged/submitted by the proper /appropriate authority/person.

iii. The valuation of the collateral securities and both market & forced sale value have been made/assessed as per procedures mentioned in the above circulars and relevant Investment Manual(s).

iv. The physical possession of the mortgagor/owner of the mortgaged property has been inspected and found to be genuine.

v. The Lawyer's Certificate has been issued in accordance with the procedures mentioned in the above circulars and relevant Investment Manual(s) and without any ambiguity.

vi. All the investments are secured in all respects.

vii. Additional Observations:

....
....

This is for your kind information and necessary action.

Ma-asslam.

Yours faithfully,

Branch Incumbent **Second Officer** **Investment Incharge**

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইনভেস্টমেন্ট পলিসি এন্ড প্লানিং ডিপার্টমেন্ট
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
ইনভেস্টমেন্ট উইং
হেড অফিস

ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-আইএডি/আইপিপিডি/১১৮৮ তারিখঃ ১৪.১২.২০১০ ইং

বিষয় ঃ শরী'আহ্ পরিপালনে সতর্কতা অবলম্বন প্রসংগে ।

উপরোক্ত বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত ২৮.০৫.২০১০ ইং তারিখের ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-বিউ/বিনীপবি/১০০৫-এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। বিগত ১৬.০৯.২০১০ ইং তারিখে শরী'আহ্ কাউন্সিলের ১৫৯তম অধিবেশনে শরী'আহ্ পরিপালনের অগ্রগতির লক্ষ্যে শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কমিটি কতিপয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যার সার সংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট নীতিমালা (কপি সংযুক্ত)-এর আলোকে শাখাসমূহসহ সংশ্লিষ্ট সকলে মুরাক্কিবদের পরিদর্শন কাজে সহযোগীতা করবেন।
২. বিদ্যমান বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ এইচপিএসএম-এ রূপান্তর করা যাবে না।
৩. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ভাবেই শরী'আহ্ লঙ্ঘন করা যাবে না। ব্যাংকিং-এ বিভিন্ন টার্গেট অর্জনের চেয়েও শরী'আহ্ পরিপালন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। Human Resources Policy Manual এর ৩৩ পৃষ্ঠায় ৪.০০ নং অনুচ্ছেদে Ground for Punishment এর আওতায় ৪.০১ ক্রমিকে বলা হয়েছে যে, "Disregard and violation of the principles of Shari'ah in the conduct of business" শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সকল শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক প্রধান ও প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল কর্মকর্তাগণকে শরী'আহ্ কাউন্সিলের উপর্যুক্ত সুপারিশ মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। এ বিষয়ে পূর্বের সকল নির্দেশনাও যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

মা-আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ শাহ্ জাহান)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি ঃ

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড সেক্রেটারীয়েট ডিভিশন-কে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ্ কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৬. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর

অভ্যন্তরীণ শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট নীতিমালা

১. ভূমিকা

ইসলামী শরী'আহ্‌র নীতি ও আদর্শ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অঙ্গীকার নিয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমে শরী'আহ বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের জন্য দেশের বিজ্ঞ আলেম, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ ও ব্যাংকারের সমন্বয়ে শরী'আহ কাউন্সিল গঠন করা হয় এবং কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি ব্যাংকের Memorandum & Articles of Association এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুরু থেকেই ব্যাংকের কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য শরী'আহ্ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে মুরাকিবদের মাধ্যমে শরী'আহ্ পরিদর্শন/অডিট পরিচালিত হয়ে আসছে। পরিদর্শন কার্যক্রমকে আরো কার্যকর ও সমৃদ্ধশালী করার উদ্দেশ্যে Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Insitiions (AAOIFI) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত 'ইসলামী ব্যাংকিং গাইডলাইন' এর নির্দেশনাকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অভ্যন্তরীণ শরী'আহ পরিদর্শন নীতিমালা নামে অত্র নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

২. শরী'আহ্ পরিদর্শনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ক. ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

খ. বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং গাইড লাইন ও ব্যাংকের শরী'আহ্ কাউন্সিলের পরামর্শের ভিত্তিতে শরী'আহ পরিপালন সম্পর্কে বিনিয়োগসহ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে পরিদর্শন করা।

গ ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমে শরী'আহ পরিপালন বিষয়ে শরী'আহ কাউন্সিলের স্বাধীন মতামত প্রদানের সুবিধার্থে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ ও শরী'আহ পরিপালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

৩. পরিদর্শনের পরিধি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অভ্যন্তরীণ শরী'আহ পরিদর্শনের পরিধি হবে নিম্নরূপ:

ক. ব্যাংকের সকল চুক্তিপত্র, লেনদেন, নীতিমালা, প্রোডাক্ট, সংঘ স্মারক বিধি ও পরিমেল নিয়মাবলি (Memorandum & Articles of Association), বিভিন্ন ম্যানুয়াল, আর্থিক বিবরণী ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রধান কার্যালয় থেকে ইস্যুকৃত সার্কুলারসহ ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

১. শাখাসমূহের বিনিয়োগ কার্যক্রম।

২. শাখাসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Exchange) কার্যক্রম।

৩. শাখাসমূহের জেনারেল ব্যাংকিং কার্যক্রম।

৪. ব্যাংকের কর্মী ব্যবস্থাপনা (Personnel Management)।

৫. প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত বিনিয়োগসমূহ।

৬. প্রধান কার্যালয়ে বিনিয়োগ গ্রাহকদের বিনিয়োগ লিমিট/প্রস্তাবসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়া, তৎসংশ্লিষ্ট ফাইলপত্র এবং অনুমোদনপত্রে সন্নিবেশিত শর্তাবলি।

৪. পরিদর্শন পরিকল্পনা

ক. শরী'আহ্ পরিদর্শনের জন্য কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট বছরের শুরুতে একটি বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। উক্ত পরিকল্পনাটি ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ও ব্যাংকের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অবগতির জন্য পাঠানো হবে।

খ. শরী'আহ্ কাউন্সিল সচিবালয়ে কর্মরত মুরাকিবদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিমে ভাগ করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

গ. ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় বছরে অন্তত একবার শরী'আহ্ পরিদর্শনের লক্ষ্য (target) ঠিক করা থাকবে। গুরুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘনকারী শাখা ও বড় বড় শাখাসমূহে প্রয়োজনে বছরে একাধিকবার শরী'আহ্ পরিদর্শন করা হবে।

ঘ. শরী'আহ্ কাউন্সিল সচিবালয় থেকে অফিস অর্ডারের মাধ্যমে মুরাকিবদেরকে বিভিন্ন শাখা শরী'আহ্ পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হবে।

Shariah Council Secretariat
Islami Bank Bangladesh Ltd.

৫. পরিদর্শন পদ্ধতি

ক. শাখার বিনিয়োগ/বিনিয়োগ আয়ের পরিমাণ (income volume) অনুযায়ী পরিদর্শনের সময় (tenure) নির্ধারিত হবে।

খ. মুরাক্বিবগণ নমুনার ভিত্তিতে (Sample Basis) বিনিয়োগ ফিল পরিদর্শন করবেন এবং যে সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি (Mode of Investment) এ শরী'আহ লংঘনের আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে বেশী সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখবেন।

গ. পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বিগত বছরের শরী'আহ্ পরিদর্শন তারিখ থেকে বর্তমান বছরের শরী'আহ্ পরিদর্শন তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম শরী'আহ্ পরিদর্শনের আওতাভুক্ত হবে।

ঘ. শরী'আহ্ পরিদর্শনকালে মুরাক্বিবগণ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র,আর্থিক বিবরণী ও ভাউচার ইত্যাদি নিরীক্ষা করবেন। প্রয়োজনে তারা শাখার কর্মকর্তা, গ্রাহক ও সরবরাহকারীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি ব্যবসায়িক স্থাপনা (business establishment) ও পরিদর্শন করবেন।

ঙ. পরিদর্শনকালে শাখার সামগ্রিক বিষয়াবলির উপর পর্যবেক্ষণের আলোকে মুরাক্বিবগণ পরিদর্শন প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখার শরী'আহ পরিপালনের বিষয়ে একটি সাধারণ মন্তব্য (General Observation) সংযুক্ত করবেন।

চ. পরিদর্শন কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট শরী'আহ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ছক (form) এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ছ. পরিদর্শনকালে নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ চিহ্নিত অনিয়ম সম্পর্কে মুরাক্বিবগণ পরিদর্শন চলাকালেই শাখা ব্যবস্থাপককে অবহিত করবেন এবং মুরাক্বিবদের উপস্থিতিতে শাখা ব্যবস্থাপক লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

জ. শাখা শরী'আহ্ পরিদর্শনের শেষ দিন শাখার জনবল নিয়ে একটি Internal get-together এর আয়োজন করবে। সেখানে সকলের অবগতির জন্য মুরাক্বিবগণ তাদের পর্যবেক্ষণ পেশ করবেন।

ঝ. শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রম বর্তমানে যে পদ্ধতিতে চলছে আপাতত সে পদ্ধতিতেই (ম্যানুয়্যালী) সম্পন্ন হবে। তবে যত দ্রুত সম্ভব একে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক (IT Based) করার উদ্যোগ নেয়া।

৬. প্রতিবেদন তৈরিকরণ ও উপস্থাপন

ক. মুরাক্বিবদের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক পরিদর্শন রিপোর্টের উপর মন্তব্য প্রদানের পর মুরাক্বিব ও শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরযুক্ত সম্পূর্ণ রিপোর্টটি ফটোকপি করিয়ে মুরাক্বিব ফটোকপিটি শাখার সংরক্ষণের জন্য প্রদান করবেন এবং মূল কপিটি শরী'আহ্ কাউন্সিল সচিবালয়ে জমা দিবেন।

খ. শরী'আহ্ কাউন্সিলের প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে কাউন্সিল সচিবালয় রিপোর্টে উল্লেখিত মুরাক্বিবের পর্যবেক্ষণ এবং শাখা ব্যবস্থাপকের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ আয়কে সংশয়মুক্ত (Doubtfree) কিংবা সংশয়যুক্ত (Doubful) হিসেবে চিহ্নিত করে গুরুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘন (Major shari'ah lapses) ও লঘুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘন (Minor shari'ah lapses) এ দু ভাগ করে সংশয়যুক্ত হিসেবে চিহ্নিত বিনিয়োগ হিসাবগুলোর উপর পৃথক করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হবে।

গ. শরী'আহ্ কাউন্সিল সচিবালয় উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে শরী'আহ্ কাউন্সিলের অধিবেশনে উপস্থাপন করবে।

ঘ. প্রতিবেদন তৈরির পরই ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ও ব্যাংকের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হবে। পরবর্তীতে শরী'আহ্ কাউন্সিলের অনুমোদনের পর চূড়ান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক/বছরান্তে প্রেরণ করা হবে।

ঙ. প্রতিবেদন তৈরির সময় শাখার কার্যক্রম (performance) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশয়পূর্ণ আয়ের বিষয়টি শতকরা হারে উল্লেখ করার পরিবর্তে শরী'আহ্ লংঘনের মাত্রা ও গুরুতর লংঘনজনিত সংশয়পূর্ণ আয়কে মুখ্য বিবেচনা করা হবে।

চ. শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে গুরুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘন (Major) ও লঘুতর শরী'আহ্ লঙ্ঘন (Minor) রিভিউ করা হলে তা পরবর্তী বছর থেকে ইফেক্ট হবে।

৭. মনিটরিং

ক. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অভ্যন্তরীণ শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রম শরী'আহ্ কাউন্সিলের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাউন্সিল সচিবালয় কর্তৃক পরিচালিত হবে।

খ. পরিদর্শন কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য কাউন্সিল সচিবালয়ের একজন নির্বাহী (মুরাক্বিব) দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. শরী'আহ্ কাউন্সিল সচিবালয়ের উদ্যোগে প্রতিমাসে শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে পরিদর্শন টীমের সদস্যদের নিয়ে একটি অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে বিগত সময়ে পরিদর্শনকৃত শাখাসমূহের শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ধরণ ও প্রকৃতি নিয়ে পর্যালোচনা করে পরিদর্শন কার্যক্রমকে আরো কার্যকর (effective) করতে হবে।

ঘ. মুরাক্বিবদের পরিদর্শন কার্যক্রমের কার্যমান মূল্যায়নের লক্ষ্যে তাদের পরিদর্শনকৃত শাখাসমূহের প্রতিবেদনগুলোর সংক্ষিপ্তসার ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শরী'আহ কাউন্সিলে পেশ করা হবে।

ঙ. ব্যাংকের অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন শাখাসমূহে ফলো আপ ও মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ফাইল ক্লোজ করে।

৮. পরিদর্শনের কাজে ব্যবহৃত ফরমসমূহ

শাখার ইনভেস্টমেন্ট, জেনারেল ব্যাংকিং ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়াবলির উপর মুরাক্বিবের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার জন্য নিম্নোক্ত চারটি শরী'আহ্ ইন্সপেকশন ফরম অনুসরণ করা হবেঃ

ক. শাখার সাধারণ তথ্যাবলি (Shari`ah Inspection Top Sheet-A (কপি সংযুক্ত)

খ. বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য- Shari`ah Inspection Form-B (কপি সংযুক্ত)

গ. জেনারেল ব্যাংকিং-এ শরী'আহ্ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য- Shari`ah Inspection Form-C (কপি সংযুক্ত)

ঘ. অন্যান্য পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার জন্য- Shari`ah Inspection Form-D (কপি সংযুক্ত)

সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাউন্সিল ভবিষ্যতে বাস্তবতার নিরীখে আলোচ্য প্রফর্মাগুলোতে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনসহ পরিদর্শন নীতিমালাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারবে।

Shariah Council Secretariat
Islami Bank Bangladesh Ltd.

(অধিবেশন নং -১৫৮, তাং ০৪ জুলাই ২০১০)

Shari'ah Inspection Form-A

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

শাখার নাম :...

পরিদর্শন শুরুর তারিখ :...................
পরিদর্শন শেষ করার তারিখ :..................
বিগত পরিদর্শনের তারিখ :....................
বিগত পরিদর্শনে সন্দেহজনক আয়ের শতকরা তারিখ: .....

০১.	শাখা খোলার তারিখ :	
০২.	শাখা ব্যবস্থাপকের নাম ও পদবী ....(সাবেক) : ....(বর্তমান) :	থেকে পর্যন্ত
০৩.	পরিদর্শন কর্মকর্তা/মুরাক্বিবগণের নাম ও পদবী টীম লিডার: সদস্য : ১। ২। ৩।	
০৪.	পরিদর্শনের তারিখে আমানতের পরিমাণ :	
০৫.	পরিদর্শনের তারিখে বিনিয়োগের পরিমাণ :	
০৬.	মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের পরিমাণ :	
০৭.	বিনিয়োগের মোট হিসাব সংখ্যা :	
০৮.	আয়: ক) বিনিয়োগ আয় : খ) অন্যান্য আয় :	
	মোট আয় :	
০৯.	মোট ব্যয় :	
১০.	নীট লাভ/লোকসান :	

অত্র পরিদর্শন রিপোর্ট শাখা ব্যবস্থাপক/এভিপি/ভিপি/এসভিপি/ইভিপি/ডিইপি মহোদয় সম্পূর্ণরূপে পড়েছেন এবং মুরাক্বিবদের সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অতঃপর দফাওয়ারী জবাব প্রদান করে রিপোর্টটি শরী'আহ্ পরিদর্শন টীমের নিকট হস্তান্তর করেন।

টীমলিডার/মুরাক্বিবের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপক/এভিপি/ভিপি/এসভিপি/ইভিপি/ডিইপি

Shari`ah Inspection Form-B

শাখার নাম :

শরী'আহ্ পরিদর্শন বিবরণী

পৃষ্ঠা নং-

পরিদর্শনের তারিখ .... থেকে .... পর্যন্ত

বিনিয়োগ পদ্ধতি:

গ্রাহকের নাম ও বিনিয়োগ হিসাব নং	বিনিয়োগের পরিমাণ	বিনিয়োগের তারিখ	মুনাফা/ভাড়া চার্জ	চলতি বছরে আদায়কৃত মুনাফা/ভাড়া	মুরাক্বিবের পর্যবেক্ষণ	শাখার ব্যাখ্যা	কাউন্সিল সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত
	বর্তমান স্থিতি	মেয়াদ					

মুরাক্বিবের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপক/এভিপি/ভিপি/এসভিপি/ইভিপি/ডিএমডির স্বাক্ষর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

Shari`ah Inspection Form-C

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন (জেনারেল ব্যাংকিং).

শাখার নামঃ | **পরিদর্শনের তাং:.**

ক্রমিক	ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকল্পে শরী'আহ্ কাউন্সিল/ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা	বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে মুরাকিবের পর্যবেক্ষণ	শাখার মন্তব্য
১.	মুদারাবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সাহিব আল মাল/ডিপোজিটরদেরকে তার প্রাপ্য মুনাফা (সাময়িকভাবে) যথাসময়ে দেয়া হয়েছে কিনা?		
২.	মুদারাবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংকের হিসাব চূড়ান্ত করার পর সাহিব আল মাল/ডিপোজিটরদেরকে তার প্রাপ্য অবশিষ্ট মুনাফা যথাসময়ে দেয়া হয়েছে কিনা?		
৩.	সার্কুলার লেটার নং এইচআরডি/২০২৬ তাং ২১.০৫.০৭ অনুযায়ী 'সংশ্লিষ্ট সকলকে শাখায় মহিলাদের জন্য পৃথক কাউন্টার চালু করার জন্য সম্ভব সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা কমপক্ষে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক লাইনে দাঁড়িয়ে লেনদেন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে উত্তম সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যাংকের সুনাম রাখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।'		
৬.	অন্যান্য		

মুরাকিবের স্বাক্ষর | Shariah Council Secretariat, Islami Bank Bangladesh Ltd. | **শাখা ব্যবস্থাপক/নির্বাহীর স্বাক্ষর**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

Shari'ah Inspection Form-D

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

শরী'আহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন (সাধারণ বিষয়াবলি)

শাখার নামঃ

পরিদর্শনের তাং:

ক্রমিক	ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকল্পে শরী'আহ্ কাউন্সিল/ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা	বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে মুরাক্বিবের পর্যবেক্ষণ	শাখার বক্তব্য
১.	অফিস চলাকালে যথাসময়ে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা		
২.	শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নৈতিক ও পেশাগত মানোন্নয়নে কোন কর্মসূচি কার্যকর রয়েছে কিনা?		
৩.	ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং বিনীপবি/১০০৫ তাং ২৮.০৫.০৭ অনুযায়ী 'প্রতিটি শাখায় (বিনিয়োগের) পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শাখার জনবল থেকে পারচেজ অফিসার নিয়োগ করতে হবে।'		
৪.	ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং বিনীপবি/১০০৫ তাং ২৮.০৫.০৭ অনুযায়ী 'দূরবর্তী স্থান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃশাখা সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'		
৫.	ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং বিনীপবি/১০০৫ তাং ২৮.০৫.০৭ অনুযায়ী 'প্রত্যেক শাখায় সাপ্তাহিক ও পাক্ষিকভাবে নিয়মিত শরী'আহ পরিপালন সম্পর্কে পর্যালোচনামূলক বৈঠক করতে হবে।'		

Shari'ah Council Secretariat, Islami Bank Bangladesh Ltd.

৬.	ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং বিনীপবি/১০০৫ তাং ২৮.০৫.০৭ অনুযায়ী 'নতুন বিনিয়োগ গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে শরী'আহ্‌সম্মত ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগে শরী'আহ্‌র নীতিমালা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রধান কার্যালয় ইস্যুকৃত লিফলেট ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে।		
৭.	ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং বিনীপবি/১০০৫ তাং ২৮.০৫.০৭ অনুযায়ী 'আঞ্চলিক প্রধানগণ শাখা পরিদর্শনের সময় ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বিনিয়োগ কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনবেন।'		
৮.	ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং বিনীপবি/১০০৫ তাং ২৮.০৫.০৭ অনুযায়ী 'ইসলামী শরী'আহ্‌র আলোকে পরিচালিত ব্যাংক ব্যবস্থাকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য করে তোলার জন্য প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন শাখায় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে শরী'আহ্ কাউন্সিলের সদস্যদের উপস্থিতিতে সমাবেশের আয়োজন করতে হবে।		
৯.	ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং বিনীপবি/১০০৫ তাং ২৮.০৫.০৭ অনুযায়ী 'আমানত, বিনিয়োগ ও মুনাফা বৃদ্ধির জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার পাশাপাশি শরী'আহ্ পরিপালনে যথাযথ পরিকল্পনা নিতে হবে।'		
১০	ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং বিনীপবি/১০০৫ তাং ২৮.০৫.০৭ অনুযায়ী 'নির্বাচিত বিনিয়োগ গ্রাহকদের জন্য মাঝে মাঝে শাখা কর্তৃক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করার ব্যবস্থা করতে হবে।'		
১১.	Instruction Circular No. IW//IPPD/995 dated 17.03.2007 অনুযায়ী 'All concernid are hereby advised to follow/comply **Shariah Pre-Audit Memo** meticulously while considering any investment proposals/disbursement.'		
১২.	ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং আইডব্লিউ/আইপিপিডি/৬৭২ তাং ১৬.০৭.২০০১ অনুযায়ী বিনিয়োগের পণ্য 'ক্রয়ের পর (ক্রয়) প্রতিনিধি পূর্বনির্ধারিত স্থানে মালামাল মজুত করে অনতিবিলম্বে ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট মালামালের পজেশন ও ক্রয় সংক্রান্ত প্রমাণাদি যথা-ক্যাশমেমো/চালান, পরিবহণ রশিদ, বীমাপত্র ইত্যাদি হস্তান্তর করবে।		

	অতঃপর ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রাহককে মালামাল হস্তান্তরপূর্বক পার্চেজ সিডিউল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রে তাঁর স্বাক্ষর নিবে।'		
১৩.	শাখার কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কেউ ধূমপান করেন কিনা?		
১৪.	পরিদর্শন চলাকালে প্রয়োজনীয় ফাইলপত্র, ভাউচার, স্ট্যাটমেন্ট ও আনুষঙ্গিক তথ্যাবলি যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে কিনা এবং পরিদর্শন কাজে মুরাক্বিবদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়েছে কিনা?		
১৫.	শাখার শরী'আহ্ সম্পর্কিত সার্কুলার সংরক্ষনের জন্য আলাদা কোন ফাইল আছে কিনা?		
১৬.	শাখার কর্মী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মুরাক্বিবের পর্যবেক্ষণ (৩ বছরের অধিক সময় ধরে উক্ত শাখায় কর্মরত কেউ আছে কিনা, এমসিজিদের ওভারটাইম করানো হয় কিনা, করালে বিল দেয়া হয় কিনা, কম্পালসরি লিভ দেয়া হয় কিনা, এছাড়া ব্যাংকের সার্ভিস রুলে উল্লেখিত এমপ্লয়ীদের কোন অধিকার খর্ব হচ্ছে কিনা ইত্যাদি।)		
১৭.	শাখার শরী'আহ্ পরিপালনের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণী পর্যবেক্ষণ:		

মুরাক্বিবের স্বাক্ষর

শাখা ব্যবস্থাপক/নির্বাহীর স্বাক্ষর

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইনভেস্টমেন্ট পলিসি এন্ড প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
ইনভেস্টমেন্ট উইং
হেড অফিস

ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-আইএডি/আইপিপিডি/১১৯৫ তারিখ: ৩০.০১.২০১১ ইং

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল জোন প্রধান
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয় ঃ **জোন এবং শাখা পর্যায়ে পার্চেজ সেল/ইউনিট-এর কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রসংগে।**

মুহ্তারাম,

আস্সালামু আলাইকুম।

গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শরীআহ্ পরিপালন, শরীআহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদনে উত্থাপিত অনিয়মসমূহের বিপরীতে শাখার পরিপালন, বিনিয়োগ গ্রাহককে মালামাল ক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদান, মেজর ও মাইনর শরীআহ্ লংঘন চিহ্নিতকরণ এবং ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শরীআহ্ পরিপালনে প্রধান কার্যালয় থেকে বার বার নির্দেশনা প্রদান সত্ত্বেও তা যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে না। ফলে ব্যাংকের সম্মানিত নীতি নির্ধারকগণ অসন্তোষ প্রকাশ করছেন।

সংশ্লিষ্ট সকলের পরিপালনের সুবিধার্থে শরীআহ্ পরিপালনে সময়ে সময়ে যে সমস্ত সার্কুলার ইস্যু করা হয়েছে সেগুলোর সার সংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. আমানত, বিনিয়োগ ও মুনাফা বৃদ্ধির জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি শরী'আহ্ পরিপালনেও যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. ভাল গ্রাহক নির্বাচন পূর্বক ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করে বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে এবং মেয়াদোত্তীর্ণের আগেই আদায় করতে হবে।

৩. নতুন বিনিয়োগ গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগে শরী'আহ্র নীতিমালা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রধান কার্যালয় হতে ইস্যুকৃত লিফলেট, পুস্তিকা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

৪. সার্কুলার লেটার নং-আইএডি/আইপিপিডি/৩৭৪৪ তারিখ ২৫.০৩.২০১০ ইং-এর আলোকে প্রতিটি জোনে ১টি করে Purchase Cell এবং প্রতিটি শাখায় ১ টি করে Purchase Unit গঠন করতে হবে। দূরবর্তী স্থান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃ শাখা সহযোগীতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. বাই মোডে (বাই-মুরাবাহা/বাই-মুয়াজ্জাল) বিনিয়োগের টাকা দিয়ে গ্রাহক মালামাল ক্রয় করলেই শরীআহ্ পরিপালিত হয়না। এক্ষেত্রে ব্যাংক/শাখাকে অবশ্যই মালামালের প্রথম ক্রেতা হতে হবে।

৬. মালামালের প্রথম ক্রেতা হিসাবে শাখাকে অবশ্যই ব্যাংকের নামে ক্যাশ মেমো বা বিল সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক ক্যাশ মেমো জমা দেয়া হয়- তা পরিহার করতে হবে।

৭. গ্রাহককে কোন নগদ সুবিধা প্রদান করা যাবে না ।

৮. নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে পুরাতন বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করা যাবে না।

৯. যে সব ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক কোন ভাবেই মালামাল ক্রয় করা/সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করে তাকে পণ্যের মূল্য প্রদান করা এবং সরবরাহকারী থেকে সরাসরি পণ্য বুঝে নেয়া সম্ভব হয় না কেবল সেসব ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজারী কমিটি প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে আস্থাশীল ও দায়িত্ববান গ্রাহকদের মধ্যেই ক্রয় প্রতিনিধি করা সীমিত রাখতে হবে।

১০. ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে আবেদনপত্র নিতে এবং গ্রাহককে শাখার নিয়োগপত্র দিতে হবে।

১১. পণ্য পরিদর্শন রিপোর্ট ও ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় প্রতিনিধি হতে মালামাল বুঝে নিয়ে তা গ্রাহককে বুঝিয়ে দেয়ার স্বতন্ত্র রেকর্ড রাখতে হবে।

১২. ক্রয় প্রতিনিধির মালামাল ক্রয় নিশ্চিত করা এবং সময় সময় (time to time) পরিদর্শন নয়, বরং ডীল টু ডীল (deal to deal) পরিদর্শন শাখা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. শরীআহ্ সুপারভাইজারী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন আইটেমে প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে না।

১৪. স্থানীয় বাজার ও একই দোকান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে না।

১৫. কোন গ্রাহক বাইং এজেন্সী পদ্ধতির অপপ্রয়োগ করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে পরবর্তীতে আর কোন ডীলে বাইং এজেন্ট নিয়োগ করা যাবে না।

১৬. ডিসবার্সমেন্টের সাথে ক্যাশমেমোর মিল থাকতে হবে।

১৭. যে তারিখে বিনিয়োগ ডিসবার্সমেন্ট হবে সেই তারিখের ক্যাশমেমো নিতে হবে। যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া পূর্বের/পরের তারিখের ক্যাশমেমো নেয়া যাবে না।

১৮. এম.পি.আই.ও ডিলারশীপের ক্ষেত্রে গ্রাহক হতে লেটার অব অথরিটি অবশ্যই নিতে হবে ।

১৯. মালামালবিহীন বাইম ওয়েজ বিল্‌স বিনিয়োগ দেয়া যাবে না।

২০. বিনিয়োগের টাকা থেকে ক্যাশ সিকিউরিটি/এলসি মার্জিন নেয়া যাবে না।

২১. বাই সালামের মালামালের মূল্য পরিশোধের সাথে সাথে বিনিয়োগ হিসাবে মুনাফা চার্জ করা যাবে না।

২২. বাই সালাম চুক্তিপত্রে মালামালের বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, ডেলিভারীর স্থান, তারিখ ও ক্রয়মূল্য উল্লেখ করতে হবে।

২৩. নির্ধারিত সময়ের আগে রপ্তানী মূল্য আদায় হলে গ্রাহককে রিবেট প্রদান করা যাবে না ।

২৪. গেষ্টেশন পিরিওডের ভাড়া নেয়া যাবে না।

২৫. চুক্তিপত্র খালি ও তারিখ বিহীন রাখা যাবে না।

২৬. বাই মোডে (Bai Mode) শরী'আহ্ পরিপালনের উপর জোর তাগিদের পাশাপাশি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মুদারাবা, মুশারাকা, বাই-সালাম, প্রভৃতি নগদে অর্থায়নযোগ্য বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২৭. সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে প্রত্যেক শাখায় সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকভাবে নিয়মিত শরী'আহ্ পরিপালন সম্পর্কে পর্যালোচনামূলক বৈঠক করতে হবে।

২৮. নির্ধারিত বিনিয়োগ গ্রাহকদের নিয়ে মাঝে মাঝে শাখা কর্তৃক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৯. সংশ্লিষ্ট শাখার নিজ নিজ এলাকায় উল্লেখযোগ্য বড় বড় কোম্পানীর (সাপ্লায়ার) সাথে ব্যাংকের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করে তাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ পদ্ধতির সাথে পরিচিত করানোর উদ্যোগ নিতে হবে

৩০. ইসলামী শরী'আহ্‌র আলোকে পরিচালিত ব্যাংক ব্যাবস্থাকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য করে তোলার জন্য প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন শাখায় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে সম্ভব হলে শরী'আহ্ সুপারভাইজারী কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে সমাবেশের আয়োজন করতে হবে।

৩১. আঞ্চলিক প্রধানগণ শাখা পরিদর্শনের সময় ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বিনিয়োগ কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখবেন।

এমতাবস্থায়, ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক প্রধান ও প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ মেনে চলার/যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

ষা-আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ শাহ্ জাহান)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি ঃ

১ মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড সেক্রেটারীয়েট ডিভিশন-কে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ্ সুপারভাইজারী কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে.
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৬. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইনভেস্টমেন্ট পলিসি এন্ড প্লানিং ডিপার্টমেন্ট
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
ইনভেস্টমেন্ট উইং
হেডঅফিস, ঢাকা

ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং- আইএডি/আইপিপিডি/১২৪৮ তারিখ: ২৩/০১/২০১২ ইং

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয় : ১০০% শরীয়াহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণ প্রসংগে।

মুহ্তারাম,

আসসালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-আইএডি/আইপিপিডি/১১২২, বিউ/বৈনীপবি/১০০৫, আইএডি/আইপিপিডি/১১৮৮ ও আইএডি/আইপিপিডি/১১৯৫ তারিখ যথাক্রমে ২৪/১১/২০০৯, ২৮/০৫/২০১০, ১৪/১২/২০১০ ও ৩০/০১/২০১১ ইং এবং সার্কুলার লেটার নং- বিউ/বৈনীপবি/১৯৯৩ ও আইডব্লিউ/আইএডি/আইপিপিডি/৩৪৮৮ তারিখ যথাক্রমে ১২/০৯/২০০৪ ও ০৮/০৪/২০০৯ ইং-এর প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

বর্নিত বিষয়ে ব্যাংকের অডিট কমিটির বিগত ২১/০৯/২০১১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৭২তম মিটিং-এ এমর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, **ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার প্রত্যেকটি লেনদেনে ১০০% শরীয়াহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এখন থেকে এ ব্যাপারে যে কোন প্রকার অবহেলা/অনিয়ম বিশেষ গুরুত্বসহকারে দেখা হবে** ।

এমতাবস্থায়, শরীয়াহ্ পরিপালনে পূর্বের সকল ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহের সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে মেনে চলাসহ নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলো পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হল ঃ-

১) বিনিয়োগ গ্রাহকদের শরীয়াহ্ পরিপালনে উদ্বুদ্ধকরণে সকল শাখায় গ্রাহকদেরকে নিয়ে বছরে কমপক্ষে দু'বার Shari`ah Awarness Program আয়োজন করতে হবে ।

২) নতুন বিনিয়োগ দিয়ে পুরাতন বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করা যাবে না ।

৩) গ্রাহককে কোন প্রকার নগদ সুবিধা প্রদান করা যাবে না । পণ্য না কিনে গ্রাহক কর্তৃক নগদ সুবিধা গ্রহণ বন্ধ করার জন্য সরাসরি ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করতে হবে ও প্রতিটি শাখায় পার্চেজ ইউনিটকে সক্রিয় করতে হবে।

৪) শাখা কর্তৃক দূরবর্তী স্থান থেকে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে সকল শাখা পরস্পরকে সহযোগীতা করবে ।

৫) প্রত্যেক শাখাকে মুশারাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এ ব্যাপারে শাখার ভাল গ্রাহককে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ব্যাংকের অডিট ডিভিশন ও শরীয়াহ্ কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক শাখা পরিদর্শনকালে শরীয়াহ্ সম্পর্কিত কোন ধরনের অনিয়ম গোচরীভূত হলে শাখার ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

ওয়া-আস্সালাম।

আপনার বিশ্বস্ত

শেখ মোহাম্মদ
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোঃ হাবিবুর রহমান
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি :

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ্ সুপারভাইজরী কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ।
৬. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইনভেস্টমেন্ট পলিসি এন্ড প্লানিং ডিপার্টমেন্ট
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
৩৯, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৪র্থতলা)
হেড অফিস

ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-আইএডি/আইপিপিডি/১২৬৯ — তারিখঃ ২৫.০৬.২০১২ ইং

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয় ঃ **শরী'আহ্ পরিপালনের জন্য সুনির্দিষ্ট বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রসংগে।**

মুহতারাম,

আস্সালামু আলাইকুম ।

উপরোক্ত বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত ৩০.০১.২০১১ ও ২৩.০১.২০১২ ইং তারিখের ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-আইএডি/আইপিপিডি/১১৯৫ ও ১২৪৮-এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে. বিগত ১৪.০২.২০১২ ইং তারিখে শরীআ'হ্ কাউন্সিলের ১৬৭তম অধিবেশনে শরী'আহ্ পরিপালনের অগ্রগতির লক্ষ্যে শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কমিটি কতিপয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যার সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. প্রতিটি শাখায় প্রত্যেক বছর শরী'আহ্ পরিপালনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

খ. আমাদের ব্যাংকের অধিকাংশ বিনিয়োগই বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জল পদ্ধতিতে হয়ে থাকে আর এ পদ্ধতির মূল বিষয় হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ ব্যাংক মালামাল ক্রয় করে তা বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করবে। গ্রাহককে কোন নগদ সুবিধা প্রদান করা যাবেনা। এক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নগদ সুবিধা গ্রহণ বন্ধ করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

১. স্থানীয় সাপ্লায়ারের নিকট থেকে বিনিয়োগের পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে শাখা সরাসরি পণ্য ক্রয় করবে।

২. দূরবর্তী স্থান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃশাখা লেনদেন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. সকল শাখার পারচেজ ইউনিটকে সক্রিয় ও কার্যকর করতে হবে।

৪. বিনিয়োগের পণ্যে ব্যাংকের দখল (possession) নিশ্চিত করতে হবে।

এমতাবস্থায়, ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণকে উপরোক্ত সার্কুলারদ্বয় ও ক ও খ- এ বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ সহ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল নির্দেশনাসমূহ মেনে চলার/যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

মা-আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(শেখ মোহাম্মদ)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপিঃ

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, মাজার রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৬. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড - এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন

কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং

হেড অফিস, ঢাকা

ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-আইএডি/১২৮৫ — **তারিখঃ ২১.১০.২০১২**

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয় ঃ বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

মুহতারাম,

আস্সালামু আলাইকুম।

ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্ নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালন বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত ১৭.০৭.২০১২ ইং তারিখের ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-এইচআরডি/১২৭৩-এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

এ বিষয়ে গত ১৬.০৯.২০১২ ইং তারিখে শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কমিটির ১৬৯তম অধিবেশনে ব্যাংকের ব্যালেন্সশীট-২০১১ পর্যালোচনান্তে শরী'আহ্ পরিপালনের জন্য বিনিয়োগ সম্পর্কিত নিম্ন বর্ণিত সুপারিশ/দিকনির্দেশনাসমূহ প্রদান করা হয় ঃ

১. বর্তমানে শাখাসমূহে এ ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে যে, ব্যাংক যদি সাপ্লায়ারের অনুকূলে বিনিয়োগের টাকা প্রদান করে এবং গ্রাহক সরাসরি সাপ্লায়ার থেকে মালামাল বুঝে নেয় অথবা যদি বিনিয়োগ গ্রাহক সাপ্লায়ার থেকে পণ্য না কিনে যোগসাজশে নগদ অর্থ নিয়ে অন্য সরবরাহকারী থেকে নিজে মালামাল ক্রয় করেন তাহলে শরী'আহ্-এর দৃষ্টিতে কোন সমস্যা নেই। উক্ত বদ্ধমূল ধারণা সঠিক নয় এবং এভাবে পণ্যের উপর ব্যাংকের মালিকানা ও কবজ প্রতিষ্ঠিত হয় না বিধায় এতে শরী'আহ্ পরিপালিত হয় না। কাজেই এখন থেকে উক্ত ধারণার আলোকে কোন প্রকার বিনিয়োগ করা যাবে না।

২. বাই-মুরাবাহা/বাই-মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নগদ সুবিধা গ্রহণ বন্ধ করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

   ক. স্থানীয় সাপ্লায়ারের নিকট থেকে বিনিয়োগের পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে শাখা সরাসরি পণ্য ক্রয় করবে।

   খ. সকল ক্ষেত্রে গ্রাহকের পরিবর্তে ব্যাংকই বিক্রেতা/সরবরাহকারী থেকে মালামাল ক্রয়ের ক্যাশমেমো সংগ্রহ করবে।

   গ. দূরবর্তী স্থান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃশাখা লেনদেন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

   ঘ. সকল শাখার পারচেজ ইউনিটকে শক্তিশালী কার্যকর করতে হবে।

   ঙ. বিনিয়োগের পণ্যে ব্যাংকের কবজ (possession) নিশ্চিত করতে হবে।

   চ. শরী'আহ্ পরিপালনের জন্য ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ইস্যুকৃত সার্কুলারসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ সহ ইতোপূর্বে জারিকৃত অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন পূর্বক যথাযথভাবে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

ওয়া-আসসালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(শেখ মোহাম্মদ)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপিঃ

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর সচিবালয় সহকারীকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সদয় অবগতির জন্য সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৬. [illegible] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল [illegible]।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং
হেড অফিস, ঢাকা

ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং: সিআইডব্লিউ/আইএডি/১৩৬১ তারিখ: ০৬.০৮.২০১৪ ইং

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়: অন্য ব্যাংকের দায় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির নীতিমালা।

মুহ্তারাম,
আস্সালামু আলাইকুম।

উপরিউক্ত বিষয়ে সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অন্য ব্যাংকের দায় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অনুমোদন প্রসঙ্গে ১৭৮ তম সভায় নিম্নোক্ত অভিমত গৃহীত হয়:

"বিষয়টি বিগত ২৫ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির ১৭৮তম অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রদান করে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকদেরকে ইসলামী ব্যাংকে নিয়ে আসার ব্যাপারে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার আলোকে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রদান করেছে এর ফলে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তি/মেশিনারিজ-এর ক্ষেত্রে ১১২ তম অধিবেশন (তাং ১৪.০৮.২০০৩), ১২৯ তম অধিবেশন (তাং ০৯.০৮.২০০৫) এবং চলতি মূলধন (সিসি হাইপো, সিসি প্লেজ)-এর ক্ষেত্রে ১৪১তম অধিবেশন (তাং ২২.০৪.২০০৭)-এ প্রদত্ত মতামতের আলোকে নিম্নোক্ত নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়:

স্থাবর সম্পত্তি/মেশিনারিজ-এর ক্ষেত্রে

অন্য ব্যাংক থেকে গৃহীত মেয়াদী বিনিয়োগ (Term Investment) টার্ম লোনের বিপরীতে যে সমস্ত স্থায়ী-সম্পদ যেমন- বিল্ডিং, ট্রান্সপোর্ট ও মেশিনারীজ অন্য ব্যাংক অথবা গ্রাহকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে তার প্রকৃত বাজার দাম নির্ধারণ করতঃ উক্ত সম্পদের উপর ইসলামী ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হওয়ার পর তা গ্রাহককে প্রচলিত হারে এইচপিএসএম পদ্ধতিতে ভাড়ায় প্রদান করা যেতে পারে। তবে কোন অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের নিকট সংশ্লিষ্ট প্রচলিত Conventional ব্যাংকের প্রাপ্য সুদ পরিশোধ করতে পারবে না। যদি কোন সুদ পরিশোধযোগ্য (Dues) হয় তা গ্রাহক নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করবেন।

চলতি মূলধন (প্লেজ)-এর ক্ষেত্রে:

১. ইসলামী ব্যাংক সরজমিনে মালামালের তালিকা তৈরী ও মূল্য নির্ধারণ করবে।
২. গ্রাহক তার প্যাডে উক্ত মালামাল বিক্রয়ের জন্য তার বর্তমান ব্যাংককে ক্ষমতা অর্পণ করবে।
৩. গ্রাহকের বর্তমান ব্যাংক গ্রাহকের প্রদত্ত ক্ষমতা ও তার আইনগত অধিকার বলে তার ঋণ/বিনিয়োগ-এর সমপরিমাণ মালামালের ষ্টক লিষ্ট তৈরি করে ইসলামী ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করবে।
৪. ইসলামী ব্যাংক স্টক লিস্ট অনুসারে উক্ত মালামালের মূল্য সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে পরিশোধের মাধ্যমে ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট বাই মুরাবাহা/বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রয় ও হস্তান্তর করবে।
৫. শাখা আলোচ্য ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রালাপ ও তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করবে।

যে ক্ষেত্রে কোন সম্পদ বা মালামাল আদৌ নেই সেক্ষেত্রে গ্রাহককে করযে হাসানাহ ছাড়া কোন প্রকার বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

চলমান পাতা-২

চলতি মূলধন (হাইপো/পিজার)-এর ক্ষেত্রেঃ

অন্য ব্যাংকের হাইপো/পিজার-এর বিপরীতে যে সমস্ত মালামাল অন্য ব্যাংক বা গ্রাহকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে তার বিপরীতে বিনিয়োগ প্রদান করতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির নিকট থেকে কেস টু কেস অনুমোদন নিতে হবে। যে ক্ষেত্রে কোন সম্পদ বা মালামাল আদৌ নেই সেক্ষেত্রে গ্রাহককে কর্জে হাসানাহ ছাড়া কোন প্রকার বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে না।"

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে এইচপিএসএম ও মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ দেয়ার সময় গ্রাহকের ইক্যুইটি/ক্যাশ সিকিউরিটি ব্যাংকের নিয়ম (Norm) অনুসারে ঠিক করতে হবে এবং দায় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।

এমতাবস্থায়, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি কর্তৃক গৃহীত উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পরিপালন করে সকল শাখাকে একই রকম অনুশীলন (Uniform Practice) করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

মা-আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ আলী)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোহাম্মদ আবুল বাশার)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

<u>অনুলিপি:</u>

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-কে।
৩. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, অডিট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-কে।
৪. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. মাননীয় সদস্য সচিব, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৬. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৭. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল প্রতিনিধি।

<u>এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট</u>

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং
হেড অফিস, ঢাকা

ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং: সিআইডব্লিউ/আইএডি/১৫৫৬ — তারিখ: ২৬.০৭.২০১৭

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান এবং ডিজি, আইবিটিআরএ
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়: আম বাগান লিজ গ্রহণের জন্য বিনিয়োগ প্রদানে শরী'আহসম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি চালুকরণে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অনুমোদন প্রসঙ্গে।

মুহতারাম,
আস্সালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটি ২০১৬ সালের ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ১৯৬তম সভায় আম বাগান সহ বিভিন্ন বাগানে অর্থায়নের ক্ষেত্রে লিজ অ্যান্ড সাব লিজ (Lease and Sub Lease) বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণের অভিমত ব্যক্ত করে। উল্লিখিত বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক প্রথমে বাগানের মালিকের কাছ থেকে সমুদয় বাগান বা আংশিক (গ্রাহকের ইকুইটি/নিজস্ব তহবিল থেকে লিজ নেওয়া অংশটুকু বাদ দিয়ে যতটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটুকু) লিজ নেবে এবং গ্রাহকের কাছে অপেক্ষাকৃত বেশি ভাড়ায় লিজ দেবে। এক্ষেত্রে মূল মালিককে ভাড়া প্রদানের পরিমাণ ও গ্রাহক থেকে কিস্তিতে ভাড়া আদায়ের পরিমাণের মধ্যে ব্যবধানটুকু ব্যাংকের বিনিয়োগ আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

এমতাবস্থায়, শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির উক্ত সিদ্ধান্তটি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত আকারে প্রেরণ করা হলো।

মা-আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আব্দুল জব্বার)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোঃ মাহবুব-উল-আলম)
এ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

<u>অনুলিপি:</u>

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, অডিট কমিটি এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড কোম্পানি সেক্রেটারিকে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড সিইও, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল প্রতিনিধি।

<u>এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট</u>

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং
হেড অফিস, ঢাকা।

ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং: সিআইডব্লিউ/আইএডি/১৫৫৭ তারিখ: ২৬.০৯.২০১৭

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান এবং ডিজি, আইবিটিআরএ
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়: গ্রাহকের পক্ষে মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগের আওতায় গ্রাহকের গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল প্রদানে শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির মতামত প্রসঙ্গে।

মুহতারাম,
আস্সালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটি ২০০২ সালের ৯ জুনে অনুষ্ঠিত ১০৪তম সভায় গ্রাহকের পক্ষে মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগের আওতায় গ্রাহকের গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। উক্ত শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্ত কলা হয়,

> "বাই মুরাবাহা অথবা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবহার বা বিল পাওয়ার পূর্বে বিনিয়োগ গ্রাহকের সাথে একটি আলাদা ওকালাহ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক মালামাল অর্থাৎ গ্যাস ও বিদ্যুৎ ক্রয় করা হলে ব্যাংকের কব্জের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল থাকলেই চলবে। তবে, যেহেতু ব্যাংক সরাসরি গ্যাস ও বিদ্যুৎ ক্রয় করতে পারে না সেহেতু বিনিয়োগ গ্রাহক উক্ত গ্যাস ও বিদ্যুৎ ক্রয়ের নিমিত্তে ব্যাংককে ক্ষমতা পত্র বা Letter of Authority প্রদান করতে হবে।"

এমতাবস্থায়, শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির উক্ত সিদ্ধান্তটি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

মা-আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আব্দুল জব্বার)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোঃ মাহবুব-উল-আলম)
এ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি:

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, অডিট কমিটি এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড কোম্পানি সেক্রেটারিকে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড সিইও, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
হেড অফিস, ঢাকা।

ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং: সিআইডব্লিউ/আইএডি/২০১৯/১৬৪৪ তারিখ: ১৮.০২.২০১৯

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল জোন প্রধান, রিজিওনাল প্রধান এবং ডিজি, আইবিটিআরএ
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়: শরী'আহ লঙ্ঘনজনিত কারণে উদ্ভূত ঝুঁকির ভিত্তিতে শরী'আহ পরিদর্শন এবং শরী'আহ রেটিং নীতিমালা প্রসঙ্গে।

জনাব,
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো যাচ্ছে যে, শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটি ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬৯ তম সভায় Risk Based Shariah Inspection Guidelines অনুমোদন করে। ০৮ মার্চ ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে বিআরপিডি সার্কুলার নং-৩ এর মাধ্যমে প্রকাশিত Guidelines on Internal Control & Compliance in Banks এর ৮ নং অধ্যায়ে শরী'আহ পরিদর্শন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উল্লিখিত নীতিমালায় শরী'আহ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকি নিরূপণের জন্য ধরন অনুযায়ী শাখাসমূহকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ এই তিন শ্রেণিতে চিহ্নিত করে তদনুযায়ী পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার পরামর্শ দেয়া হয়। আশা করা হয়েছিল যে, সকল শাখা শরী'আহ লঙ্ঘনজনিত ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে নিম্নস্তরে নিয়ে আসবে কিন্তু উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ঝুঁকিভিত্তিক শরী'আহ পরিদর্শন সম্পর্কে শাখাসমূহ এখন পর্যন্ত ভালোভাবে অবহিত নয়। ফলে কতিপয় শাখায় শরী'আহ অপরিপালনের মাত্রা বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু শাখা বিদ্যমান ঝুঁকি স্তর কমাতে ব্যর্থ হয়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত ঝুঁকি রোধে ব্যাংকের শরী'আহ সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক সরবরাহকৃত নীতিমালা সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য সংযুক্ত আকারে প্রেরণ করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মুহাম্মদ কায়সার আলী)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

<u>অনুলিপি:</u>

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, অডিট কমিটি এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড কোম্পানি সচিবকে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
اسلامی بنك بنغلاديش لميتيد
Islami Bank Bangladesh Limited
Human Resources Wing

HEAD OFFICE, ISLAMI BANK TOWER
40, DILKUSHA C/A DHAKA-1000 BANGLADESH
Phone : 9558264 PABX-9563040 Ex-252
Fax : 9558264
E-mail : hrw@islamibankbd.com
Web-site www.islamibankbd.com
SWIFT IBBLBDDH

Instruction Circular No. HRW/1748 October 27, 2020

Heads of all Wings/Divisions/Departments
Heads of all Zones
Heads/Managers of all Branches
Islami Bank Bangladesh Limited.

Sub: Shari'ah Compliance in Banking Operations.

Janab,
Assalamu Alaikum.

This is for information of all concerned that, the Executive Committee (EC) of the Bank in its 1921st Meeting held on 09.08.2020 while discussing the Memo No.539 regarding Shari'ah Compliance Report for the period from January to June, 2020 approved the recommendations to the effect that, 'all the employees of the Bank should engage whole hearted efforts to comply with the Shari'ah Principles in the day to day banking operations as well as uphold the ethical standards'.

In line with this recommendation, it is to state that to ensure appropriate Shari'ah compliance while accomplishing the day to day banking operations, specifically in dealing with the investment activities, the relevant rules and procedures as prescribed earlier in different Circulars/Instruction Circulars must be strictly followed. The basic Shari'ah points which cannot be compromised in any circumstances as contained, amongst others, in the Instruction Circular No.HRD/1273 dated 17.07.2012 are furnished below as ready reference:

1. Physical presence of the bank official(s) must be ensured to buy goods from the suppliers.
2. Cash memo from the suppliers must be collected by the bank official(s) instead of the client.
3. To arrest the practice of adjusting the existing liability by creating a new fictitious deal, the investment client needs to be made habituated to adjust the existing deals beforehand of the expiry date of the same.
4. Creating new fictitious investment deal to adjust the existing liability of the client is to be treated as a severe offence for which the concerned branch incumbent must be liable for punishment.
5. Organizing at least 04 Shari'ah motivational programs for the employees while 04 such programs for the clients in a year.

Under this context, the heads of all operational units of the Bank are requested to bring the contents of this Instruction Circular to the notice of all the employees working under their respective control and ensure strict compliance with the Shari'ah Principles in all operational activities with renewed impulse and enthusiasm.

Thanking you.

Sincerely yours,

27/10/2020
(Md. Mostafizur Rahman Siddiquee)
Deputy Managing Director & CHRO

(Md. Mahbub ul Alam)
Managing Director & CEO

Distributions:

1. P.S. to Chairman, Board of Directors, IBBL, Head Office, Dhaka for kind information of the Hon'ble Chairman, Board and the Hon'ble Chairman, Executive Committee.
2. P.S. to Managing Director, IBBL, Head Office, Dhaka for kind information of the Hon'ble Managing Director & CEO.
3. P.A. to Member Secretary, Shari'ah Secretariat, IBBL, Head Office, Dhaka for kind information of the Hon'ble Member Secretary

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
বিনিয়োগ উইং
বিনিয়োগ নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

সার্কুলার লেটার নং- বিউ/বিনীপবি/১৬৯০ তারিখ: ১৪/১২/২০০২ ইং

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টাল প্রধান
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ।

বিষয় : বিনিয়োগ গ্রাহককে মালামাল ক্রয়ের জন্য "ক্রয় প্রতিনিধি" নিয়োগ প্রদান প্রসঙ্গে।

মুহতারাম,
আস্সালামু আলাইকুম ।

উপরোক্ত বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক জারিকৃত ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং- আইডব্লিউ/আইপিপিডি/৬৭২ তারিখ ১৬-০৭-২০০১ ইং এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে । বিষয়টির উপর বিগত ৬ অক্টোবর, ২০০২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ১০৬তম সভায় সুদীর্ঘ আলোচনা ও শাখাসমূহের রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয় এবং কাউন্সিল গভীর উদ্বেগের সাথে নিম্নলিখিত অনিয়ম ও অপপ্রয়োগসমূহ লক্ষ্য করেন :

১ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাহকের কারেন্ট একাউন্টেই বিনিয়োগের সমুদয় টাকা ক্যাশ স্থানান্তর করা হয় । এরূপ ক্ষেত্রে যে সকল অনিয়ম ও অপব্যবহার সংঘটিত হয় তা নিম্নরূপঃ
  - ক গ্রাহকের কারেন্ট একাউন্টে বিনিয়োগের টাকা স্থানান্তরের পর উক্ত সমুদয়/আংশিক টাকা দিয়ে গ্রাহক তার অন্য বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করে থাকে।
  - খ গ্রাহকের কারেন্ট একাউন্টে জমা হওয়া মুরাবাহা বিনিয়োগের টাকা এলসি মার্জিনে স্থানান্তর করা হয় ।
  - গ গ্রাহকের কারেন্ট একাউন্টে টাকা দেয়ার পর দীর্ঘ সময় (এমনকি ১৫ দিন) অতিবাহিত হওয়ার পরও উক্ত টাকা উত্তোলন করা হয় না । অথচ প্রথম দিনেই মালামাল ক্রয়ের ক্যাশমেমো প্রদান করা হয়ে থাকে এবং যথারীতি মুনাফা ধার্য করা হয়ে থাকে ।
  - ঘ কখনো কখনো বিনিয়োগ এর নিমিত্তে বরাদ্দকৃত অর্থের অংশ বিশেষ দিয়ে পণ্য ক্রয় করা হয় ।
  - ঙ বিনিয়োগের টাকা দিয়ে ক্যাশ সিকিউরিটি প্রদান করা হয় ।

২ ক্রয় প্রতিনিধি কর্তৃক মালামাল ক্রয়ের পর শাখা কর্তৃক মালের কোন পরিদর্শন রিপোর্ট থাকে না।
৩ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন আইটেমে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় ।
৪ স্থানীয় বাজার/একই দোকান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় ।

শরীয়াহ্ কাউন্সিল আরও মন্তব্য করেন যে, গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগদানের অনুমতি প্রদানের সময় যে ধরণের সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে বলে আশংকা করা হয়েছিল তা বর্তমানে সম্পূর্ণ রূপে বিরাজমান। ক্রয় প্রতিনিধিত্বের উপরোক্ত অপপ্রয়োগসমূহ রোধ করে শরীয়াহ্ পরিপালনে অগ্রগতি না হলে ভবিষ্যতে বাইং এজেন্ট পদ্ধতি চালু রাখা সম্ভব হবে না বলেও কাউন্সিল মতামত ব্যক্ত করে ।
কাজেই উক্ত অনিয়ম ও অপপ্রয়োগসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি, সতর্কতা অবলম্বন ও পরিহারের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী ।

মা-আস্সালাম।

আপনার বিশ্বস্ত

এম. কবিরউদ্দিন আহমেদ
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

শেখ মোহাম্মদ
এ্যাসিষ্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট

অনুলিপি :
১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস ।
৩. মাননীয় এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ্ কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে ।
৬. সকল টিম লিডার, ওয়ান স্টপ অডিট টিম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সকল আঞ্চলিক কার্যালয় এবং লোকাল অফিস, করেন এক্সচেঞ্জ ও মহাখালী শাখা কমপ্লেক্স ।

এ্যাসিষ্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

اسلامی بنک بنگلادیش لمیٹد

Islami Bank Bangladesh Limited

Investment Policy & Planning Department

HEAD OFFICE, DHAKA

Circular Letter No. HO/IPPD/1903 Dated: 03.04.2004

All Heads of Wings/ Divisions/ Departments
at Head Office
All Zonal Heads
All Branch Incumbents
Islami Bank Bangladesh Ltd.

Sub: **Creation of Buying and Selling Cell/Marketing Intelligence Cell.**

Muhtaram
Assalamu Alaikum,

We invite attention of all concern to Head Office Instruction Circular No. IW/IPPD/679 dated 06.09.20(wherein it was instructed to create Buying and Selling Cell/Marketing Intelligence Cell at Branch & Zon Offices. Detail Guidelines were also provided for formation and functioning of the Cell. But it has be observed that proper attention has not been given for implementation of the instruction.

Shariah Inspection Teams in their report have pointed out that formation and functioning of the Buying a Selling Cell/Marketing Intelligence Cell have not been formed as per above Instruction Circular issued I Investment Policy & Planning Department, Investment Wing, Head Office. **All Zonal Offices Branches are once again advised to go through the contents of the Circular and form Buying a Selling Cell/Marketing Intelligence Cell and start functioning forthwith, if not formed earlier.**

On completion of formation of the Committee and starting the functioning of the Cell, Head Offic Assets Management Division, Buying and Selling Cell/Marketing Intelligence Cell should I provided with the detail list of Committee so formed and the date of functioning of the Committee.

A discussion meeting on 'Development of Shariah in Islami Bank' was held on 08.03.2004 at Head Offi in presence of Executive President, Member Secretary, Additional Member Secretary of Shariah Counc others executives of Head Office and Muraqibs of Shariah Councils wherein it was emphasized implement the Instruction of the aforesaid Circular to ensure buying and selling under Shariah Principle.

All concerned are therefore advised to constitute the said Cell if not done already and utilize the "Buyi and Selling Cell/Marketing Intelligence Cell" for purchase of commodities. They should also sugge improvement in the operational approach of the Cell to Head Office from time to time.

This be treated as must urgent.

Ma-Assalam.

Yours faithfully

A.T.M. Harun-ur-Rashid Chowdhury
Executive Vice President

Gulam Moula Choudhury
Senior Vice President

Copy to:

1. P.A. to the Hon'ble Chairman, Board of Directors, IBBL, HO, Dhaka for kind information of the Hon'ble Chairman, Board.
2. P.A. to the Hon'ble Chairman, Executive Committee (EC), IBBL, HO, Dhaka, for kind information of the Hon'ble Chairman, E.C.
3. P.A. to the Executive President, IBBL, HO, Dhaka for kind information of the Hon'ble Executive President.
4. P.A. to the Member Secretary, Shariah Council, IBBL, HO, Dhaka, for kind information of the Member Secretary, Shariah Council.
5. P.A. to the Director General, IBTRA, 13A/ 2A Baber Road, Mohammadpur, Dhaka for kind information of the Director General, IBTRA.
6. The Secretary Board & Company, IBBL, HO, Dhaka for kind information.

Senior Vice President

C:\IPPD [illegible]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

Islami Bank Bangladesh Limited

Investment Policy & Planning Department

HEAD OFFICE, DHAKA

সার্কুলার লেটার নং-বিনীপবি/১৯১২

তারিখঃ ১৩.০৪.২০০৪ ইং

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয় ঃ বিনিয়োগ গ্রাহককে 'ক্রয় প্রতিনিধি' নিয়োগ প্রদান ও শরীয়াহ্ সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রসঙ্গে।

মুহ্তারাম,
আস্সালামু আলাইকুম

উপরোক্ত বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক জারিকৃত ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং- আইডব্লিউ/আইপিপিডি/৬৭২ তারিখ ১৬-০৭-২০০১ ইং এবং সার্কুলার লেটার নং বিউ/বিনীপবি/১৬৯০ তারিখ ১৪.১২.২০০২ ইং এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। বিষয়টির উপর বিগত ২৯শে মার্চ, ২০০৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত 'শরীয়াহ্ সাব কমিটি' এর সভায় ক্রয় প্রতিনিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার পর <u>বাইং এজেন্ট অনুশীলনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল সচিবালয় কর্তৃক চিহ্নিত নিম্নোক্ত অনিয়মসমূহ রোধের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ</u> করা হয়।

- ক. গ্রাহকের চলতি হিসাবে বিনিয়োগের টাকা স্থানান্তরের পর উক্ত সমুদয়/আংশিক টাকা দিয়ে গ্রাহক তার অন্য বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করে থাকে।
- খ. গ্রাহকের চলতি হিসাবে জমা হওয়া মুরাবাহা বিনিয়োগের টাকা এলসি মার্জিনে স্থানান্তর করা হয়।
- গ. গ্রাহকের চলতি হিসাবে টাকা দেয়ার পর দীর্ঘ সময় (এমনকি ১৫ দিন) অতিবাহিত হওয়ার পরও উক্ত টাকা উত্তোলন করা হয় না। অথচ প্রথম দিনেই মালামাল ক্রয়ের ক্যাশমেমো প্রদান করা হয়ে থাকে এবং যথারীতি মুনাফা ধার্য করা হয়ে থাকে।
- ঘ. কখনো কখনো বিনিয়োগ এর নিমিত্তে বরাদ্দকৃত অর্থের অংশবিশেষ দিয়ে পণ্য ক্রয় করা হয় এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বারা মালামাল ক্রয় করা হয় না।
- ঙ. বিনিয়োগের টাকা দিয়ে ক্যাশ সিকিউরিটি প্রদান করা হয়।
- চ. ক্রয় প্রতিনিধি কর্তৃক মালামাল ক্রয়ের পর শাখা কর্তৃক মালের কোন পরিদর্শন রিপোর্ট থাকে না।
- ছ. কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন আইটেমে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়।
- জ. স্থানীয় বাজার/একই দোকান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়।

উক্ত অনিয়ম ও অপপ্রয়োগসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি, সতর্কতা অবলম্বন ও পরিহারের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

শরীয়াহ্ ইন্সপেকশন বা অন্য কোন তদারকি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্ঘাটিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পুনঃ পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, কর্মকর্তা ও শাখা ব্যবস্থাপক এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মা-আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এ.টি.এম. হারুন-উর-রশীদ চৌধুরী
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

গোলাম মওলা চৌধুরী
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

<u>অনুলিপি :</u>

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্।
৩. মাননীয় এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়া কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
বিনিয়োগ নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

সার্কুলার লেটার নং-বিনীপবি/ ১৯৯৩ তারিখঃ ১২.০৯.২০০৪ ইং

সকল উইং / ডিভিশন / ডিপার্টমেন্ট প্রধান
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয় ঃ শরীয়াহ্ পরিপালনে কতিপয় সমস্যা ও তার সমাধান প্রসঙ্গে।

মুহ্তারাম

আস্সালামু আলাইকুম ।

উপরোক্ত বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক জারীকৃত ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং ইব্যা/প্রকা/নিপবি/৯৬/৪৪০ তারিখ ৩০/১২/১৯৯৬, IW/IPPD/715 তারিখ ০৭/০৪/২০০২, Audit/2002/738 তারিখ ১০/০৯/২০০২ সার্কুলার লেটার নং বিউ/বিনীপবি/ ১৬৯০ তাং ১৪/১২/২০০২ ইং এবং ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-বিউ/বিনীপবি/৭৮১ তারিখ ১৭/৪/০০৩ ইং এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ।

বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে 'শরীয়াহ্ পরিপালনে সমস্যাসমূহ' বিষয়ের সমাধানের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তদূর্ধ নির্বাহী, আঞ্চলিক প্রধান (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ), শরীয়াহ্ কাউন্সিলের মুরাকিব এবং কর্পোরেট শাখাগুলোর প্রধানদের নিয়ে এক সভা ব্যাংকের বোর্ডরুমে গত ৭ জুন, ২০০৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত সমস্যাসমূহের ব্যাপারে উক্ত সভায় যেসব পর্যবেক্ষণ/পরামর্শ/সমাধান দেয়া হয় তা ব্যাংকের সম্মানিত চেয়ারম্যান, সম্মানিত এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট ও শরীয়াহ্ কাউন্সিল কর্তৃক পুনঃ নিরীক্ষা পূর্বক নিম্নে পেশ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	সমস্যা	পর্যবেক্ষণ/পরামর্শ/সমাধান
১	আমাদের সম্মানিত গ্রাহকগণ ইসলামী ব্যাংকিং ও শরীয়াহ নিয়মাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল নন, ফলে তাঁরা কনভেনশনাল ব্যাংকিং সিস্টেমের সাথে তুলনা করতে চান এবং সবসময়ই বিনিয়োগের পরিমান নগদ পেতে চান। তিনে চার্জ ডকুমেন্ট, বিনিয়োগ আবেদন, বিনিয়োগ অনুমোদন পত্র ইত্যাদি দিতে আপত্তি করে থাকেন।	ক) গ্রাহকদের ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং লেনদেনে শরীয়াহ্ পরিপালনে উদ্বুদ্ধকরণ/প্রশিক্ষিত করার জন্য শাখা/জোন/বিভাগ পর্যায়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম/গ্রাহক সমাবেশ আয়োজনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) কেবলমাত্র মুদারাবা, মুশারাকা ও বাই সালাম বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই নগদ সুবিধা প্রদানে শরীয়াহর অনুমোদন রয়েছে। অন্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাই- মুরাবাহা ও বাই- মুয়াজ্জাল-এ নগদ সুবিধা প্রদানের কোন অবকাশ নেই। গ) চার্জ ডকুমেন্ট সহজীকরণের প্রয়োজন অনেক আগেই অনুভূত হয়েছিল এবং সেই আলোকে প্রধান কার্যালয়ের বিনিয়োগ বিভাগ থেকে ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং- আইএমডি/৬৩১ তারিখ ২৪.০৯.২০০০ ইং জারি করা হয়েছে। এতে উল্লেখিত সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা দেয়া আছে। একে আরও সরলীকরণের জন্য সম্মানিত ইভিপি, জিআইডি এন্ড এএমডি কে এই মর্মে দায়িত্ব দেয়া হয় যে, তিনি আইডিবি (Islamic Develoment Bank) প্রণীত Master Documents set এর ১টি কপি সংগ্রহ করে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক একজন বিজ্ঞ ব্যারিস্টার/আইনজীবির সহায়তায় ইসলামী ব্যাংকের উপযোগী Master Documents /Charge Documents প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
২	কনভেনশনাল ব্যাংকে (সুদী ব্যাংকে) এর সিসি লোন এর সাদৃশ্য ইসলামীক কোন বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ না থাকায় গ্রাহকগণ যখন ইচ্ছা টাকা জমা ও উত্তোলন করতে না পারায় আমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের সকল নিয়মকানুন পরিপালনে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এমন কিছু কিছু বিনিয়োগ গ্রাহক সমান্তরালভাবে অন্য ব্যাংকেও সিসি/ওডি ঋণ সুবিধা ভোগ করে থাকে অথচ আমরা সম্পূরক কোন বিনিয়োগ পদ্ধতি দিতে পারলে তারা অন্যত্র যাবার ব্যাপারে উৎসাহিত হতেন না।	ইসলামী ব্যাংকিং অনুশীলনের ক্ষেত্রে শরীয়াহ্ বহির্ভূত কোন সুবিধা তথা প্রচলিত ব্যাংকগুলোর অনুরূপ বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে গ্রাহকদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত করণ, উদ্বুদ্ধ করণ এবং পরিপালনে উৎসাহী করতে ইসলামী ব্যাংককে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে ।
৩	অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠান যেমন সিঙ্গার ব্রাদার্স, বাটা সু কোং, কাককো, এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড ইত্যাদি থেকে মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পূর্বে কোন কোটেশন ইস্যু করে না এবং তারা তাদের ডিলার এর নামে মূল্যের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র ও ডেলিভারী চালান ইস্যু করে থাকে। যার জন্য বর্তমানে শরীয়া পরিপালন ত্রুটি জনিত আপত্তি উত্থাপিত হয়।	সমস্যাটির সমাধান ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে যা মুরাবাহা বিনিয়োগ ম্যানুয়েলের ১৩০ পৃষ্ঠায় দেয়া CF-17 এর নমুনা মোতাবেক গ্রাহকের কাছ থেকে Letter of Authority নেয়ার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য।
৪	বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের বিপরীতে ক্যাশ ট্রানজেকশন সুবিধা না থাকায় বিনিয়োগ গ্রাহকগণ বার্গেনিং এর মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করতে পারে না ফলে সুবিধাজনক মূল্যে ক্রয় করতে ব্যর্থতার দায়ভার বিনিয়োগ গ্রহীতাকে ভোগ করতে হয়।	অভিযোগটি অগ্রহণযোগ্য। বস্তুত গ্রাহকগণ দোকান/বিক্রেতা কিংবা সরবরাহকারী পছন্দ করা এবং দরকষাকষির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন । এ ব্যাপারে ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক/কর্মকর্তাগণ কখনো প্রভাব বিস্তার করেন না । সুতরাং এ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক মূল্যে মাল ক্রয়ে পছন্দনীয় বিক্রেতার কাছ থেকে মাল ক্রয়ে কোনরূপ বিঘ্নের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।
৫	কোটেশন মোতাবেক মালামাল ডেলিভারীর ক্ষেত্রে যথার্থ কারণেই কমবেশী হতে পারে। কিন্তু শরীয়াহ্ এব্যাপারে আপত্তি করেছে। মালামাল সরবরাহে বিভিন্ন অসুবিধার কারণে অনেক সময় বিনিয়োগের পরিমানের থেকে কম/বেশী হতে পারে।	যথার্থ কারণ ছাড়া বিনিয়োগের পরিমানের চেয়ে কোটেশন/ক্যাশমেমো/বিলের পরিমাণ কমবেশী হতে পারবে না। কমবেশী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা (clarification) করতে হবে।

ক্রমিক নং	সমস্যা	পর্যবেক্ষণ/পরামর্শ/সমাধান
৬	বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করার মাধ্যমে ক্রয় মূল্য পরিশোধ পদ্ধতির আপত্তি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।	বিনিয়োগ গ্রাহক বিনিয়োগ সুবিধা নেয়ার পূর্বেই বাজারদর যাচাই পূর্বক বিক্রেতার/সাপ্লাইয়ারের সাথে মালামালের দাম ও পণ্যের গুনাগুন ঠিক করে থাকে, ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দাম পণ্যের গুনগত মান, উৎপত্তিস্থল প্রভৃতি পরীক্ষা করে থাকে. এর পর ব্যাংক, গ্রাহক ও সাপ্লাইয়ার সবাই একমত হলেই সাপ্লাইয়ার হতে গ্রাহকের কাংখিত পণ্য কিনে গ্রাহককে ডেলিভারী দেয়া হয়। কাজেই সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের স্বার্থ সঠিকভাবেই সংরক্ষিত হচ্ছে। গ্রাহককে কোনভাবেই নগদ টাকা প্রদান করার মাধ্যমে তার একক স্বার্থ রক্ষা করলে শরীয়াহ সম্মত হবেনা।
৭	জনশক্তির স্বল্পতার কারণে ডেক্স সার্ভিস নিশ্চিত করতে গিয়ে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেও শাখা নিজে মাল ক্রয় না করে গ্রাহকের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে থাকে।	জনশক্তির স্বল্পতা এ ক্ষেত্রে একটি খোঁড়া অজুহাত, যা অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শাখা ব্যবস্থাপক/ বিনিয়োগ কর্মকর্তা সহজেই মালামাল ক্রয়/বিক্রয় নিশ্চিত করতে পারেন। তবে এইসব যোগাযোগের লিখিত রেকর্ড থাকতে হবে। অবশ্যই প্রচলিত ব্যাংকিং এর তুলনায় ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগে শরীয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করতে তথা মালামালের ক্রয়/বিক্রয় নিশ্চিত করতে কিছু বেশী জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের (মানব সম্পদ বিভাগ) দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।
৮	অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালামাল ক্রয়ে বাইং এজেন্ট না থাকা।	অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাইং এজেন্টের আদৌ প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আমাদের ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং আইবিবিএল/আইবিডি/৬৭২ তারিখ ১৬.০৭.২০০১ এর মাধ্যমে বাইং এজেন্ট নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়াও অন্য পণ্যের ক্ষেত্রে বাইং এজেন্ট নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে কেইস টু কেইস ভিত্তিতে শরীয়াহ কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে বাইং এজেন্ট নিয়োগ করা হচ্ছে।
৯	কিছু কিছু বাস্তব ক্ষেত্রে চেক ও ডকুমেন্ট খালি অবস্থায় গ্রাহকের স্বাক্ষর রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কিন্তু এক্ষেত্রে শরীয়া আপত্তির সঙ্গত কারণ থাকলেও সমাধান দেয়া দরকার।	ডকুমেন্ট খালি রাখার কোন অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হল, ডকুমেন্ট কোন অবস্থাতেই খালি রাখা যাবেনা। বলা বাহুল্য, শরীয়াহ মোতাবেক যে কোন চুক্তি সম্পূর্ণ লিখিত হতে হবে। এর কোন শর্ত অস্পষ্ট থাকতে পারবেনা, অন্যথায় তা বাতিলযোগ্য। উল্লেখ্য যে, কোন খেলাপী গ্রাহকের বিরুদ্ধে পূর্বে খালি রাখা ডকুমেন্ট পরে পূরণ করে আদালতে দাখিল করলে তা বিশেষজ্ঞদের নিরীক্ষায় স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়ে যাবে। এতে করে ব্যাংকের সুনাম/ ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হবে। আরও উল্লেখ্য যে, আমদানীর ক্ষেত্রে এলসিতে উল্লেখিত মূল্যের সাথে প্রকৃত জাহাজীকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণে কিছুটা জটিলতা থাকায় এক্ষেত্রে বাই মুয়াজ্জাল ও বাই মুরাবাহা উভয় ম্যানুয়েলের ৪৯ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মালামাল ক্রয়ের অঙ্গীকারনামা ও ৬১ নং পৃষ্ঠায় এফ-১৩৬ এর মাধ্যমে 'ওয়াদ বিল বাই' এ বর্ণিত চুক্তির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এর ভিত্তিতে প্রকৃত জাহাজীকৃত পণ্যের সঠিক মূল্য নিরূপণের পর ডকুমেন্ট পূরণ করতে হবে।
১০	কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাদের ডিলার ছাড়া অন্য কারো নামে ক্যাশ মেমো দেয় না, অথচ ঐ প্রতিষ্ঠানের মালামাল ক্রয়েচ্ছু সকল বিনিয়োগ গ্রাহকদের ঐ কোম্পানীর ডিলার হওয়া সম্ভব নয়। তবে ডিলারগণের নামে সরবরাহ দিলেও প্রকৃত পক্ষে বিনিয়োগ গ্রহীতারাই মালামাল গ্রহণ করলেও মেমো/ডেলিভারী চালান অন্যের নামে অর্থাৎ তাদের নিয়োগকৃত ডিলার এর নামে থাকতে পারে।	দেশের প্রচলিত অনুশীলন অনুযায়ী যদি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ব্যাংকের নামে ক্যাশ মেমো দেয়ার বিধান না থাকে, সে ক্ষেত্রে ক্রয়/ বিক্রয় হয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে। এবং এ মর্মে ফাইলে যথাযথ রেকর্ড রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপকের বিবৃতিই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট ডিলার এর মাধ্যম ছাড়া কোন বিকল্প নেই তার প্রমাণ থাকতে হবে। এ ছাড়া মূল ডিলার ও বিনিয়োগ গ্রাহক হতে দেটার অব অথরিটি নিতে হবে।
১১	ক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে গ্রাহক মালামাল ক্রয় করার সময় প্রায় ক্ষেত্রে অবজ্ঞা বা অবহেলাবশতঃ ক্যাশ মেমো ব্যাংকের নামে না করে নিজের নামে গ্রহণ করে। এ সমস্ত ত্রুটি দূরীকরণের জন্য গ্রাহক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার হলেও জনশক্তি ও সময়ের স্বল্পতার জন্য তা করা যায় না।	এ ধরনের অবজ্ঞা বা অবহেলা প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই। ক্যাশ মেমো অবশ্যই ব্যাংকের নামে নিতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপক, দ্বিতীয় কর্মকর্তা ও বিনিয়োগ কর্মকর্তাগণ শরীয়াহ পরিপালনে আন্তরিক হলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।
১২	সাপ্লাইয়ারের সাথে পূর্ব সম্পর্কের কারণে গ্রাহক ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের আগে বা পরে মালামাল সরবরাহ নিয়ে থাকে এবং বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করে মূল্য পরিশোধ করে। এক্ষেত্রে গ্রাহক এ কয়দিনের কোন রেট অব রিটার্ন ব্যাংকে / মালামাল সাপ্লাইয়ারের সাথে পূর্ব সম্পর্কের কারণে গ্রাহক ব্যাংক থেকে সরবরাহকারীকে দিতে হয় না। ফলে এক্ষেত্রে ক্রেতা একতরফাভাবে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ক্ষেত্রে শরীয়া প্রতিপালনে সমস্যা জনিত আপত্তি উত্থাপিত হয়।	ব্যাংকের সাথে পূর্বে আলোচনা সাপেক্ষে ক্রয়/বিক্রয় করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে আগে মালামাল ডেলিভারী ও পরে মূল্য পরিশোধে কোন শরয়ী আপত্তি নেই।
১৩	আরভিএস গ্রাহকগণ ব্যাংকিং লেনদেন সময়ের পরে মাল ক্রয় করেন। ক্রয়ের সময় কোন কারণে মাল কম ক্রয় করে পরদিন অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেন এবং তার উপর কোন মুনাফা দিতে চান না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করেই ক্রয় প্রতিনিধিকে টাকা দেয়া হয়। পরদিন ফেরৎ প্রদানকৃত টাকা সমন্বয় করতে গিয়ে একদিনের Profit হিসাব করা হয়। মাল ক্রয়ের পূর্বে Profit চার্জ করা শরীয়া অনুমোদন করে না।	এক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত পণ্যের মূল্যের উপরই মুনাফা নিতে হবে। তবে অনিবার্য কারণে কম বেশী হলে তা ভাউচার দেখে সমন্বয় করতে হবে।
১৪	সীলহিয়ার্ড মালিকগণ সীপ ব্রেকিং মালামাল সরাসরি বিক্রি না করে তাদের নিয়োজিত ডিলার / দালালদের মাধ্যমে বিক্রি করে। উক্ত ডিলার /দালালদের কোন স্থায়ী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থাকে না বিধায় মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোটেশন/ মেমো দেখাতে পারে না।	প্রস্তুতি যথাযথ বলে মনে হয় না। ঠিকানাবিহীন কোন দালাল/সরবরাহকারী নেই। তবুও যদি কোন দালাল/ সরবরাহকারী তার সঠিক ঠিকানা দিতে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে তার থেকে না কিনে ঠিকানাধারী দালালের কাছ থেকে মালামাল ক্রয় করলে আর কোন সমস্যা থাকেনা।

	সমস্যা	পর্যবেক্ষণ/পরামর্শ/সমাধান
১৫	কাউন্টারপার্টির কোম্পানী থেকে মাল প্রাপ্তির পূর্বেই পেমেন্ট দিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক পরেও মালামাল ডেলিভারী দিয়ে থাকে।	ব্যাংকের সাথে পূর্ব আলোচনা সাপেক্ষে ক্রয়/বিক্রয় করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে উভয়ের আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে আগে পণ্য ডেলিভারী পরে মূল্য পরিশোধ অথবা আগে মূল্য পরিশোধ পরে পণ্য ডেলিভারীতে কোন শরয়ী আপত্তি নেই।
১৬	যেখানে অনেক বিক্রেতার কাছ থেকে অল্প অল্প করে মাল ক্রয় করতে হয় সেখানে প্রকৃত ক্রেতার কাছ থেকে অনেক সময় কোন ক্রেতা/বিক্রয় রশিদ না দিয়ে একজন সাজানো ক্রেতার কাছ থেকে বিক্রয় রশিদ তাকে মূল্য প্রদান দেখাতে হয়।	প্রকৃতপক্ষে ক্রয় বিক্রয় নিশ্চিত করাই মূল বিষয়। এক্ষেত্রে যথাযথ রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করতে হবে এবং শাখা ব্যবস্থাপক ক্রয় বিক্রয় নিশ্চিত করণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৭	ফরোয়ার্ড বুকিং এ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে না পারা সমস্যা।	বিষয়টি এখনো শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যায়ে রয়েছে।
১৮	বাই-সালাম বিনিয়োগ এর ক্ষেত্রে ব্যাংকের জন্য উৎপাদিত পণ্য ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক অনুমতি আদেশেই বিক্রি হয়। কাগজ পত্রে বাস্তব বাণিজ্যিক ব্যাকিং-সেলিং এর পূর্বে হয়ে থাকে।	বিনিয়োগ ম্যানুয়েল অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।
১৯	ব্যাক-টু-ব্যাক বিল পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে ১২০ দিন মেয়াদান্তে পেমেন্ট হয় এবং এক্ষেত্রে LIBOR Rate এ সুদ দিতে হয়।	ব্যাক টু ব্যাক বিলের মধ্যে যদি সুদ না থাকে তবে ব্যাংক উক্ত বিল পরিশোধ করবে এবং সুদের কথা বলা থাকলে সুদের অংশ অবশ্যই গ্রাহক পরিশোধ করবে।
২০	ক্যাশ এলসি এর ক্ষেত্রে Sanction Advice, Agreement & DP Note L/C opening এর সময় পূরণ করতে বলা হয়। এক্ষেত্রে শিপমেন্ট কম বেশী হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকৃত বিনিয়োগ এর সাথে ডকুমেন্টস এর কোন মিল থাকে না।	বিষয়টি মূলতঃ শরীয়াহ্ সংক্রান্ত নয় বরং একটি পরিচালনাগত সমস্যা। আমদানীর ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এলসিতে উল্লেখিত মালের পরিমাণের সাথে প্রাপ্ত মালামালের পরিমাণ কিছুটা কম/বেশী হতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্যাশ Purchase এর পরে প্রাপ্ত মালামালের মূল্য অনুযায়ী Charge Documents পূরণে শরীয়াহ্ অনুমোদন রয়েছে।
২১	Sanction Advice, Agreement & DP Note এর তারিখ যদি L/C opening Date দেয়া হয় তাহলে Due date হিসাব করা হয় ঐ তারিখ থেকে। কিন্তু প্রকৃত বিনিয়োগ হয় মালামাল শিপমেন্ট হওয়ার পর বা ডকুমেন্ট আসার পর বা L/C opening এর বেশ কয়েকমাস পরেও হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পূর্বে লিখিত বিনিয়োগ তারিখ Due date সুষ্ঠু অকার্যকর হয়ে পড়ে। আবার এসব ডকুমেন্ট ব্লাংক রাখলে শরীয়া আপত্তি দিয়ে থাকে।	বিল পরিশোধের তারিখেই বিনিয়োগ কার্যকর হবে এবং ঐ তারিখ হতেই due date হিসাব করতে হবে ও Profit Receivable এর [illegible] হতে হবে।
২২	আমদানী বিল ৩০ দিনের বেশি রাখার উপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিষেধাজ্ঞা আছে। ইসলামী ব্যাংকের অনেক আমদানীকারক এলসিন্যাই করতে আগ্রহী হন না। আবার নির্দিষ্ট নাই এমন আমদানীকারকদের এলসিন্যাই অনুমোদন দেয়া হয় না। কনভেনশনাল ব্যাংকগুলো সাধারণত ৩০ দিনের জন্য [illegible] করে, পরবর্তীতে PAD থেকে LIM Create করে LTR এ ডকুমেন্টস দিয়ে দেয়।	বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করছে না। পুরো এক বছর সময়ের জন্যই বিনিয়োগ করা হয়।
২৩	Deferred L/C এর ক্ষেত্রে Shipping Documents পাওয়ার পর গ্রাহক Document নিয়ে যায় এবং বিনিয়োগের শর্ত মোতাবেক MBC A/c. Debit করে Duty দেওয়া হয়। Deferred Period শেষে L/C Amount এর বিপরীতে [illegible] শর্ত মোতাবেক Fund জমা হয়। সাধারণত ইহা বড় অংকের হয়। যেহেতু তারিখ যদি Duty প্রদানের তারিখ থেকে ধরা হয় এবং এক বৎসর হয় গ্রাহক বিনিয়োগ পরিশোধ [illegible] দিতে সময় কম পায়। আর যেহেতু Profit Receivable Voucher দুই বার তৈরীর সুযোগ নেই এই ক্ষেত্রে সময় এক বৎসরের ক্ষেত্রে অবশ্য ১৮ মাস সময় দিয়ে Profit Receivable Voucher করা হয়।	এ ক্ষেত্রে বাই মুয়াজ্জাল ও বাই মুরাবাহা উভয় ম্যানুয়েলের ৪৯ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মালামাল ক্রয়ের অঙ্গীকারনামা ও ৬১ নং পৃষ্ঠায় এফ-১০৬ এ বর্ণিত 'বকেয়া বিল বাই 'এর মাধ্যমে চুক্তি করতে হবে। তারিখ অনুযায়ী শুল্ক যথারীতি পরিশোধ করতে হবে, তারপর বিল আসার পরে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং ঐ সময়ই গ্রাহকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে Profit Receivable [illegible] হতে হবে। Profit Mark-up এর ক্ষেত্রে পূর্বে পরিশোধিত আমদানী শুল্কের বিষয়টির সাথে গ্রাহকের পূর্ব অভিজ্ঞতা, সুনাম ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি বিবেচনায় আনতে হবে।
২৪	Rate of Return দুই দুইবার পুনঃ নির্ধারণের কারণে দুই Date এ বিনিয়োগ বিভাজনের ফলে একই বিনিয়োগের Profit এর দুই হারে (%) Voucher করা Problem সৃষ্টি হয়। ইহার সমাধান দরকার।	বাই মুয়াজ্জাল ও বাই মুরাবাহার ক্ষেত্রে এরূপ হওয়ার কিছু মাত্র অবকাশ নেই। চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা পরিশোধিত হবে। তবে HPSM এর ক্ষেত্রে সমকালীন (বর্তমান) রেন্টের হার প্রযোজ্য হবে যা ধার্য ও আদায় করতে সমস্যা হয় না।

সংশ্লিষ্ট সকলকে উপরোক্ত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে উল্লেখিত সার্কুলারসমূহ ও প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ/পরামর্শ/সমাধান অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।"

মা-আসসালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এ.টি.এম. হাসান-উর- রশীদ চৌধুরী
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

[illegible] চৌধুরী
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

অনুলিপি:

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর স্টাফ অফিসার মারফত।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য [illegible]।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর স্টাফ অফিসার মারফত।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর স্টাফ অফিসার মারফত।
৫. মহাপরিচালক, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, [illegible]।
৬. [illegible]

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

[illegible]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইনভেস্টমেন্ট পলিসি এন্ড প্লানিং ডিপার্টমেন্ট
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
ইনভেস্টমেন্ট উইং, হেড অফিস
৬৩ দিলকুশা বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা-১০০০।

সার্কুলার লেটার নং-আইডব্লিউ/আইএডি/আইপিপিডি/৩৪৮৮ তারিখঃ ০৮.০৪.২০০৯ ইং

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
সকল এসএমই সেন্টার প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয় ঃ বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকের যথাযথ ধারণা আছে মর্মে শাখা কর্তৃক বিনিয়োগ প্রস্তাবে একটি ধারা সন্নিবেশ প্রসঙ্গে।

মুহ্তারাম,
আস্সালামু আলাইকুম।

শাখা সমূহকে নিম্নোক্ত অঙ্গীকার সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ২০০৮ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন থেকে শুরু করে সময়ে সময়ে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে ঃ

১. আমরা ইসলামী ব্যাংকের সকল জনশক্তি ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইসলামী ব্যাংকিং এর নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করবো এবং ব্যাংকের নীতিমালা ও বিনিয়োগ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবো।

২. শাখার সকল বিদ্যমান বিনিয়োগ গ্রাহক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাঁদের ম্যানেজার/কমার্শিয়াল অফিসারদেরকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি, বিশেষত তাঁরা যে পদ্ধতিতে বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন, সে সম্পর্কে যথাযথ ধারণা প্রদান করবো।

৩. আমরা নতুন গ্রাহকদেরকে বিনিয়োগ দেয়ার আগে ব্যাংকের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্যই সম্যক ধারণা প্রদান করবো।

৪. নতুন বিনিয়োগ উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য আমরা শাখা ও জোনসহ সকল পর্যায়ে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করবো।

উক্ত অঙ্গীকার সমূহের বাস্তবায়ন কিছুটা লক্ষ্য করা গেলেও তা আশানুরূপ নয়। বিশেষ করে বেশীর ভাগ বিনিয়োগ গ্রাহকদেরকে আমরা ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দিতে পারিনি। তাই এ ব্যাপারে শাখা সমূহকে আরও সচেষ্ট হওয়া সহ প্রতিটি বিনিয়োগ প্রস্তাবের সুপারিশ পত্রে নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হলঃ

" বিনিয়োগ গ্রাহক মেসার্স .... এর স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালকবৃন্দ এবং তাঁদের ম্যানেজার/কমার্শিয়াল অফিসারগণকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি, বিশেষত যে পদ্ধতিতে তাঁরা বিনিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন সে সম্পর্কে যথাযথ ধারণা প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতির সাথে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং যথাযথভাবে তা পরিপালন করতঃ আবেদনকৃত বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন।"

মা- আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ শাহ্ জাহান)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোহাম্মদ আবদুল মান্নান)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপিঃ
১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-কে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ্ কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৬. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইনভেস্টমেন্ট পলিসি এন্ড প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
ইনভেস্টমেন্ট উইং
<u>হেড অফিস</u>

সার্কুলার লেটার নং-আইএডি/আইপিপিডি/৩৭৪৪ তারিখ : ২৫.০৩.২০১০ ইং

Islami Bank Bangladesh Limited
10 MAY 2010
RECEIVED

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
সকল এসএমই/কৃষি শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয় : জোনাল অফিসসমূহে পার্চেজ সেল এবং শাখাসমূহে পার্চেজ ইউনিট গঠন করা প্রসংগে।

মুহতারাম,

আস্সালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ে গত ২৮.০৫.২০০৭ ইং তারিখের ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নং-বিউ/বিনীপবি/১০০৫-এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

নীতিমালা পরিপালনের অগ্রগতির লক্ষ্যে উপর্যুক্ত সার্কুলারে প্যারা নং ৯ ও ১০-এ প্রতিটি জোনে ১টি করে কার্যকর পার্চেজ সেল, প্রতিটি শাখায় ১টি করে পার্চেজ ইউনিট বা কমিটি গঠন এবং দূরবর্তী স্থান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃ শাখা সহযোগীতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রধান কার্যালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও জোন ও শাখাসমূহ তা সঠিকভাবে পরিপালন করছে না। এ অবস্থা মোটেই কাম্য নয়।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত সার্কুলারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি জোনে একটি পার্চেজ সেল এবং প্রতিটি শাখায় একটি পার্চেজ ইউনিট গঠন করে তা অত্র বিভাগকে আগামী ৩১.০৩.২০১০ ইং তারিখের মধ্যে জানানোর জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া, দূরবর্তী স্থান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃ শাখা সহযোগীতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যও পুনরায় নির্দেশ দেয়া হলো।

ওয়াস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ শাহ্ জাহান)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোহাম্মদ আবদুল মান্নান)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপিঃ

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-কে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে।

তথ্য অবগতির জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল কর্মকর্তা।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
হেড অফিস, ঢাকা

সার্কুলার লেটার নং: সিআইডব্লিউ/আইএডি/৬৫৮৩ তারিখ: ২১.১০.২০১৫

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান এবং ডিজি, আইবিটিআরএ
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বিষয়: বাই'মুরাবাহা/বাই'মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ প্রসঙ্গে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির মতামত প্রসঙ্গে।

মুহতারাম,
আসসালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, ইতোপূর্বে ১৬.০৮.২০১৪ তারিখে জারিকৃত সার্কুলার লেটার নং সিআইডব্লিউ/আইএডি/১০৬১ এর মাধ্যমে "অন্য ব্যাংকের দায় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির নীতিমালা" বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল যে, অন্য ব্যাংকের হাইপো/টিআর এর বিপরীতে যে সমস্ত মালামাল অন্য ব্যাংক বা গ্রাহকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে তার বিপরীতে বিনিয়োগ প্রদান করতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির নিকট থেকে কেস টু কেস অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু বিষয়টি সময়সাপেক্ষ হওয়ায় শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির ১৯৩তম অধিবেশনে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

"যে সব গ্রাহক শুধু লিমিট বৃদ্ধি বা অন্য কোনো সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নয়, বরং সুদ পরিত্যাগ ও ব্যাংকিং এ শরী'আহ্ পরিপালনের মহৎ উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকে আসতে আগ্রহী তাদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করা হয়:

১. অন্য ব্যাংকের দায় (সিসি হাইপো/প্লেজ) এর বিপরীতে পণ্যের পর্যাপ্ত এবং সন্তোষজনক মজুদ রয়েছে এমন গ্রাহকদেরকে বিগত ২৫ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সুপারভাইজরি কমিটির ১৭৮ তম অধিবেশনে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে

ক. ইসলামী ব্যাংক শুরুতেই (প্রস্তাব পাঠানোর আগে) মালামালের তালিকা তৈরি ও মূল্য নির্ধারণ করবে এবং বিনিয়োগ প্রদানের সময় শাখা কর্তৃক পণ্যের মূল্যসহ হালনাগাদ সরেজমিন স্টক রিপোর্ট প্রস্তুত করবে।
খ. গ্রাহক কর্তৃক তার প্যাডে উক্ত মালামালের মালিকানা তার বর্তমান ব্যাংকের নিকট অর্পণ করবে।
গ. সংশ্লিষ্ট জোনাল হেড কর্তৃক প্রস্তাবিত গ্রাহকের পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ ও তার যথাযথ মূল্যায়ন সম্বলিত একটি আলাদা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।
ঘ. গ্রাহকের বর্তমান ব্যাংক গ্রাহকের প্রদত্ত ক্ষমতা ও তার আইনগত অধিকার বলে তার ঋণ/বিনিয়োগের সমপরিমাণ মালামালের স্টক লিস্ট তৈরি করে ইসলামী ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করবে।
ঙ. ইসলামী ব্যাংক স্টক লিস্ট অনুসারে উক্ত মালামালের মূল্য সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পরিশোধের মাধ্যমে ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট বাই'মুরাবাহা/বাই'মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রয় ও হস্তান্তর করবে।
চ. বিনিয়োগ প্রদানের সময় প্রস্তাবিত বিনিয়োগ গ্রাহককে প্রয়োজনীয় শরী'আহ্ বিষয়ক জ্ঞান বিশেষ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।
ছ. শাখা কর্তৃক নির্ধারিত পণ্যের সর্বশেষ মূল্যের চেয়ে বেশি বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে না।
জ. গ্রাহকের, পূর্ববর্তী ব্যাংক এবং বিনিয়োগ প্রদানকারী শাখার মধ্যে যোগাযোগের যাবতীয় নথিপত্র শাখা কর্তৃক গ্রাহকের ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।
ঝ. যেহেতু উক্ত লেনদেনটি শরী'আহ্ নিষিদ্ধ বাই' উল' ঈনা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই গ্রাহকের পণ্য বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অথবা গ্রাহকের নিজস্ব তহবিল হতে উক্ত বিনিয়োগ পাওনা যথাসম্ভব দ্রুত সমন্বয় করে শরী'আহ্সম্মত পন্থায় পুনরায় নতুন বিনিয়োগ প্রদানের ব্যাপারে চেষ্টা চালাতে হবে।

২ যেসব গ্রাহকের দায়ের বিপরীতে পণ্যের আংশিক মজুদ রয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট যৌক্তিক বিবেচিত হলে উপরিউক্ত শর্তাবলি পরিপালনসাপেক্ষে উক্ত গ্রাহকের আংশিক দায় স্থানান্তর করা যেতে পারে।

৩. যেসব ক্ষেত্রে গ্রাহকের দায়ের বিপরীতে কোনো পণ্যের অস্তিত্ব নেই সেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রদান না করার ব্যাপারে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।"

এমতাবস্থায়, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সুপারিশমালা সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য প্রেরণ করা হলো।

মা-আসসালাম।

আপনার বিশ্বস্ত

(মোহাম্মদ আলী)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোঃ মাহবুব-উল-আলম)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি:

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সচিবকে।

২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং অডিট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি, বোর্ড অব ডাইরেক্টরসকে।

৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।

৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ্ সুপারভাইজারি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।

৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৬. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
হেড অফিস, ঢাকা

সার্কুলার লেটার নং-সিআইডব্লিউ/আইএডি/৬৬৯৫ তারিখ: ১৭.১২.২০১৫

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান ও ডিজি, আইবিটিআরএ
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়: বাই'মুয়াজ্জাল/বাই'মুরাবাহা পদ্ধতিতে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির মতামত পরিপালনে অনিয়ম প্রসঙ্গে।

মুহতারাম,
আস্‌সালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ে সার্কুলার লেটার নং-সিআইডব্লিউ/আইএডি/৬২৮৩ তারিখ ২১.১০.২০১৫ এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে বাই'মুরাবাহা/বাই'মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সুনির্দিষ্ট মতামত পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, শাখাগুলোতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অভিমত যথাযথভাবে পরিপালনের ক্ষেত্রে শিথিলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং প্রক্রিয়াগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন না করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে শরী'আহ্ পরিপালন না করায় আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান এবং বাই'মুরাবাহা/বাই'মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অভিমত সঠিকভাবে পরিপালনের জন্য বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, শরী'আহ্ নীতিমালা লঙ্ঘনের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ওয়া-আস্‌সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ আলী)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোঃ মাহবুব-উল-আলম)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি:

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং অডিট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-কে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীয়াহ্ সুপারভাইজরী কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৬. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
হেড অফিস, ঢাকা

সার্কুলার লেটার নং-সিআইডব্লিউ/আইএডি/৬৯০১ তারিখ: ৩১.০৩.২০১৬

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান ও ডিজি, আইবিটিআরএ
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়: নির্বাচিত ও বিশ্বস্ত গ্রাহককে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিনিয়োগ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃশাখা সহযোগিতা জোরদার করার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে।

মুহ্তারাম,
আস্সালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৭ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির ১৮৯ তম অধিবেশনে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান এবং বিনিয়োগ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃশাখা সহযোগিতার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। উক্ত অধিবেশনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ও বিশ্বস্ত গ্রাহকদের মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। একইসাথে বিনিয়োগ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃশাখা সহযোগিতা জোরদার করা আবশ্যক বলেও অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায়, ব্যাংকের শরী'আহ্ অভিমত সঠিকভাবে পরিপালনের স্বার্থে ব্যাংকের মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ এবং সকল ধরনের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা জোরদারের প্রতি গুরুত্বারোপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এলক্ষ্যে মুশারাকা ও মুদারাবা বিনিয়োগের জন্য প্রথম পর্যায়ে সকল শাখাকে ন্যূনতম একটি করে মুশারাকা ও মুদারাবা বিনিয়োগ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট অনুমোদন কর্তৃপক্ষ (Sanctioning Authority) বরাবর প্রেরণ করার জন্য বলা হচ্ছে।

অতএব, নির্বাচিত ও বিশ্বস্ত গ্রাহককে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের সাথে সাথে সকল প্রকার বিনিয়োগ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃশাখা সহযোগিতা জোরদার করে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অভিমত পরিপালনের জন্য সকলকে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে।

মা-আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ আলী)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মো: মাহবুব-উল-আলম)
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি:
১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং অডিট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-কে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. ডাইরেক্টর জেনারেল, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৬. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং
হেড অফিস, ঢাকা

সার্কুলার লেটার নং: সিআইডব্লিউ/আইএডি/৭৯৫০ তারিখ: ০৯.০৭.২০১৭

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান এবং ডিজি, আইবিটিআরএ
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়: শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

মুহ্তারাম,
আস্সালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ে ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার লেটার নং: আইএডি/আইপিপিডি/১২৪৮ তারিখ ২৩/০১/২০১২ এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে ১০০% শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ সহ আরো কতিপয় নির্দেশনা পরিপালন করতে বলা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে যা খুবই উদ্বেগজনক। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে শতভাগ (১০০%) শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যতে কোনো প্রকার শরী'আহ্ লঙ্ঘনের মতো ঘটনা যেন না ঘটে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিয়েছে।

এমতাবস্থায়, শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যেন কোনো প্রকার শরী'আহ্ লঙ্ঘনের মতো ঘটনা না ঘটে সে জন্য সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হলো।

ওয়া-আস্সালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মো: আব্দুল জব্বার)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মো: মাহবুব-উল-আলম)
এ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি:
১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, অডিট কমিটি এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড কোম্পানি সেক্রেটারিকে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড সিইও, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং
হেড অফিস, ঢাকা।

সার্কুলার লেটার নং: সিআইডব্লিউ/আইএডি/২০১৭/৮২৬২ তারিখ: ১৮.১০.২০১৭

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়
সকল আঞ্চলিক প্রধান এবং ডিজি, আইবিটিআরএ
সকল শাখা প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়: শরী'আহ্ পরিপালনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং সন্দেহজনক আয় থেকে বিরত থাকার প্রতি সর্বাত্মক গুরুত্ব প্রদান প্রসঙ্গে।

মুহতারাম,
আসসালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের ইন্সট্রাকশন সার্কুলার নং: আইএডি/১২৮৫ তারিখ ২১.১০.২০১২ এবং বিভিন্ন সময়ে হেড অফিস থেকে সার্কুলার লেটার ও ইন্সট্রাকশন সার্কুলারের মাধ্যমে ব্যাংকের শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতদসত্ত্বেও শরী'আহ্ লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে বিধায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শতভাগ শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যতে কোনো প্রকার শরী'আহ্ লঙ্ঘনের মতো ঘটনা যেন না ঘটে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলকে পরামর্শ দিয়েছে।

এছাড়াও লক্ষ করা যাচ্ছে, ব্যাংকের শরী'আহ্ লঙ্ঘনজনিত কারণে সন্দেহজনক আয় (Doubtful Income) বৃদ্ধি পেয়েছে যা ব্যাংকের জন্য খুবই উদ্বেগজনক। সন্দেহজনক আয় ব্যাংকের মোট আয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সন্দেহজনক আয় যথাসম্ভব কমিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশনা প্রদান করেছে।

শরী'আহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে শরী'আহ্র প্রতি দায়িত্ববান, যত্নশীল ও আন্তরিক হওয়া অত্যন্ত জরুরী। শরী'আহ্ পরিদর্শন রিপোর্ট অনুসারে বেশীরভাগ সময়ে অসতর্কতা, অবহেলা ও যথাযথ তদারকীর অভাবে ব্যাংকের মূল্যবান আয় সন্দেহজনক আয় হিসেবে চিহ্নিত হয় যা সহজেই অতিক্রমযোগ্য। বৃহত্তর স্বার্থে সংশ্লিষ্টদের অধিকতর সচেতনতা ব্যাংকের সন্দেহজনক আয় কমিয়ে আনবে।

এমতাবস্থায়, শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সন্দেহজনক আয় থেকে বিরত থাকার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশনা প্রদান করা হলো। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যেন কোনো প্রকার শরী'আহ্ লঙ্ঘনের মতো ঘটনা না ঘটে সে জন্য সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হলো।

মা-আসসালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(মোঃ আব্দুল জব্বার)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোঃ মাহবুব-উল-আলম)
এ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি:

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সচিবকে।
২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এক্সিকিউটিভ কমিটি, অডিট কমিটি এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড কোম্পানি সেক্রেটারিকে।
৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড সিইও, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।
৫. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট উইং

ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন

হেড অফিস, ঢাকা।

সার্কুলার লেটার নং: সিআইডব্লিউ/আইএডি/২০১৮/৯৮৮৫

তারিখ: ২৭.১২.২০১৮

সকল উইং/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট প্রধান, প্রধান কার্যালয়

সকল জোন প্রধান, রিজিওনাল প্রধান এবং ডিজি, আইবিটিআরএ

সকল শাখা প্রধান

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিষয়: ব্যাংকের ব্যালেন্সশীট ২০১৭ এর আলোকে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে।

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।

উপরোক্ত বিষয়ে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অভিমতের আলোকে জারিকৃত সার্কুলার লেটার নং: সিআইডব্লিউ/আইএডি/৬৯০১ তারিখ ৩১.০৩.২০১৬ এর প্রতি সকলের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকের ব্যালেন্সশীট ২০১৭ এর আলোকে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি কতিপয় সিদ্ধান্ত/সুপারিশমালা চূড়ান্ত করে তা পরিপালনের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেছে। তন্মধ্যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. নির্বাচিত ও বিশ্বস্ত গ্রাহকদেরকে মুশারাকাহ ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. বিনিয়োগ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃশাখা সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন।

৩. ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে শরীআহ পরিপালনে কর্মকর্তা কর্মচারী পর্যায়ে আরো সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৪. ব্যাংক যেকোন নতুন প্রোডাক্ট অনুশীলনের পূর্বে এর শরীআহ বিষয়ক বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে।

শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য প্রেরণ করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা)
এ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অনুলিপি:

১. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সচিবকে।

২. মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়,এক্সিকিউটিভ কমিটি, অডিট কমিটি এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড কোম্পানি সেক্রেটারিকে।

৩. মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।

৪. মাননীয় সদস্য সচিব, শরীআহ্ সুপারভাইজরি কমিটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সদয় অবগতির জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারীকে।

৫. বিদেশে অবস্থানরত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল প্রতিনিধি।

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

নবম অধ্যায়

জেনারেল ব্যাংকিং ও অন্যান্য বিষয়

আল অদীয়াহ্ চলতি হিসাবে নিরীক্ষার বিষয়সমূহ

১. আল অদীয়াহ্ চলতি হিসাবের জমার ওপর জমাকারীকে কোনো মুনাফা/লাভ দেয়া হয় না। বিষয়টি হিসাব খোলার আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে– তা আছে কি না?

২. আল অদীয়াহ্ চলতি হিসাবধারী গ্রাহকদের নিকট থেকে তাদের তহবিল ব্যবহারের অনুমতি নিতে হবে। বিষয়টি হিসাব খোলার আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে– তা আছে কি না?

৩. আল অদীয়াহ্ চলতি হিসাবের রক্ষণাবেক্ষণজনিত কোনো চার্জ জমাকারী থেকে আদায় করার শর্ত আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে– তা রয়েছে কি না?

মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে নিরীক্ষার বিষয়সমূহ

১. সকল মুদারাবা ডিপোজিটের বিপরীতে সাময়িক মুনাফা (Provisional Profit) প্রদান করা যাবে। চুক্তি অনুযায়ী তা প্রদান করা হয়েছে কি না?

২. সাময়িক হারে প্রদত্ত মুনাফা থেকে চূড়ান্ত মুনাফার হার বেশি হলে তা মুদারাবা জমা হিসাবে প্রদত্ত মুনাফার সাথে চূড়ান্ত মুনাফার সমন্বয় করতে হবে– করা হয়েছে কি না?

৩. ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেক, পে-অর্ডার, ডিডি ইত্যাদি ইনস্ট্রুমেন্ট একই মুদ্রায় হলে কমবেশি মূল্যে ও বাকিতে ক্রয় করতে পারবে না। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৪. সকল মুদারাবা হিসাবে ওয়েটেজ অনুযায়ী প্রাক্কলিত/চূড়ান্তভাবে মুনাফা প্রদান করতে হবে। করা হয়েছে কি না?

৫. শরী'আহ্ অননুমোদিত পন্থায় কোনো আয় অর্জিত হয়ে থাকলে তা মুদারাবা জমাকারীকে দেয়া যাবে না। এটা নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে নিরীক্ষার বিষয়সমূহ

১. সরাসরি ব্যাংকের জনশক্তি পাঠিয়ে/আন্তঃশাখা সহযোগিতা নিয়ে/টেলিফোনে কথা বলে সরবরাহকারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে। করা হয়েছে কি না?

২. অস্তিত্বহীন সরবরাহকারীর অনুকূলে কোনোক্রমেই বিনিয়োগ দেয়া যাবে না। দেয়া হয়েছে কি না?

৩. সরবরাহকারী ভ্রাম্যমাণ বা কমিশন এজেন্ট হলে তার যথার্থতা যাচাইপূর্বক বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে। করা হয়েছে কি না?

৪. বিনিয়োগের পণ্য শরী'আহসম্মতভাবে শাখা কর্তৃক ক্রয় ও কবদ করে গ্রাহককে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং তার সুস্পষ্ট প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে। করা হয়েছে কি না?

৫. বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের নথিপত্রে গ্রাহকের আবেদনপত্র থাকতে হবে। এরূপ আবেদন রয়েছে কি না?

৬. শরী'আহ অননুমোদিত পণ্য ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে না। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৭. বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে খালি রাখা যাবে না। ইজাব-কবুলের বিষয়ে চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্য উল্লেখসহ গ্রাহক, ব্যাংক কর্মকর্তা ও সাক্ষীর স্বাক্ষর যথাযথভাবে নিতে হবে। বিষয়টি পরিপালন করা হয়েছে কি না?

৮. পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় আসার পরই কেবল গ্রাহকের সাথে বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল চুক্তিপত্র কার্যকর করতে হবে। কেননা, কোনো পণ্য মালিকানায় আসার পূর্বে বিক্রয় করা শরী'আহসম্মত নয়। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৯. শরী'আহর দৃষ্টিতে বিনিয়োগ চুক্তিপত্রে রিবেট প্রদানের কোনো শর্ত রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে এরূপ কোনো শর্ত রয়েছে কি না?

১০. পণ্যের বিক্রয়মূল্য একবার নির্ধারিত হওয়ার পর শরী'আহর দৃষ্টিতে পুনরায় মূল্য বাড়ানো যাবে না। এরূপ করা হয়েছে কি না?

১১. মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগ পাওনা আদায়ে গ্রাহকের ইচ্ছাকৃত গড়িমসির কারণে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হলে তা শরী'আহ্র নির্দেশনা মোতাবেক ব্যয় করতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

১২. বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয়ের পরিবর্তে বিনিয়োগ গ্রাহককে নগদ সুবিধা দেয়া যাবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

১৩. বাই মুরাবাহা বা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে প্রদত্ত বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে পণ্য ক্রয়ের পরিবর্তে বিনিয়োগ গ্রাহকের পুরাতন বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করা যাবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

১৪. গ্রাহককে সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয় করতে হবে। সরবরাহকারী কর্তৃক গ্রাহকের কাছে পণ্যের পরিবর্তে বিনিয়োগের অর্থ স্থানান্তর করা যাবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

১৫. সরবরাহকারী পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বিনিয়োগ হিসাবটি সমন্বয় করতে হবে এবং তা থেকে কোনো মুনাফা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

১৬. নথিপত্রে ক্রয়কৃত পণ্যের ভাউচার/ক্যাশ মেমো/বিল/চালান রয়েছে কি না এবং ক্রয়কৃত পণ্য ব্যাংক কর্তৃক যথাযথভাবে গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করতে হবে– করা হয়েছে কি না?

১৭. নথিপত্রে রক্ষিত ভাউচার/ক্যাশ মেমো/বিল/চালান ইত্যাদির তারিখ ও বিনিয়োগের তারিখ, টাকার পরিমাণ, পণ্যের বিবরণ, ক্রেতা হিসেবে ব্যাংকের নাম সঠিকভাবে থাকতে হবে– এরূপ করা হয়েছে কি না?

১৮. ক্যাশমেমোতে সরবরাহকারীর প্রকৃত নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। আছে কি না?

১৯. ভুলক্রমে গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেওয়া হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করিয়ে নিয়ে ডিলের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। করা হয়েছে কি না?

২০. পণ্য ক্রয়ের পরিবর্তে বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে L/C মার্জিন ও Duty/VAT ইত্যাদি প্রদান করা যাবে না– বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

২১. বিনিয়োগের পণ্য গোডাউনে সংরক্ষিত হলে তার যথাযথ প্রমাণ/রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

২২. ডিলারশিপ ও এজেন্সির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে লেটার অব অথোরিটি (সিএফ-১৭) গ্রহণ করতে হবে।

ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিরীক্ষার বিষয়সমূহ

১. ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য গ্রাহকের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র থাকতে হবে। এরূপ আবেদনপত্র রয়েছে কি না?

২. ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগসংক্রান্ত শর্তাবলি পরিপালিত হয়েছে কি না?

৩. যে সরবরাহকারী থেকে ব্যাংক সরাসরি পণ্য ক্রয় করতে পারে তার নিকট থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে না? বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

৪. ক্রয়প্রতিনিধি নিয়োগের অনুমোদন থাকলে ব্যাংকের পক্ষে তিনি পণ্য ক্রয় করবেন এবং সাধারণত ব্যাংকের নামেই ক্যাশমেমো নেবেন; কিন্তু কোথাও অপারগ হলে নিজ নামে ক্যাশমেমো নিতে পারবেন। অপারগতার কারণ অবশ্যই লিখিতভাবে উল্লেখ থাকতে হবে, এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রকৃত ক্যাশমেমো হতে হবে, কোনোরকম 'বানোয়াট' (fake) ক্যশমেমো রাখা যাবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

৫. ক্রয় প্রতিনিধি কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের পর শাখা কর্তৃক তা সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক পণ্যের ওপর ব্যাংকের দখল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৬. ক্রয় প্রতিনিধি (গ্রাহক) কর্তৃক বিনিয়োগের টাকা দিয়ে তার পূর্বের কোন বিনিয়োগ দায় পরিশোধ করতে পারবে না। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৭. পণ্য ক্রয়ের পরিবর্তে ক্রয় প্রতিনিধি বিনিয়োগের অর্থ অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

৮. শাখা কর্তৃক পণ্য সরেজমিনে পরিদর্শন রিপোর্ট নথিতে সংরক্ষিত আছে কি না?

৯. পণ্য পরিদর্শন রিপোর্ট যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। কোনোভাবেই তা স্বাক্ষর ও তারিখবিহীন রাখা যাবে না। অর্থাৎ, ক্রয়োত্তর পণ্য পরিদর্শন/কবদ রিপোর্টে পরিদর্শনকারী/কবদকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর থাকতে হবে। তা আছে কি না?

১০. ক্রয়োত্তর পণ্য পরিদর্শন/কবদ রিপোর্টে বিনিয়োগ গ্রাহকের স্বাক্ষর ও গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংক থেকে পণ্য বুঝে নেয়ার বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হবে। এরূপ হয়েছে কি না?

১১. পণ্য ক্রয়ের পরিবর্তে ক্রয়-প্রতিনিধির ব্যাংক হিসাবে বিনিয়োগের অর্থ ফেলে রাখা যাবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

১২. বিনিয়োগ গ্রাহকের সাথে একান্ত আলোচনার মাধ্যমে পণ্যের অস্তিত্ব ও সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েই বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি না?

মুরাবাহা ইমপোর্ট বিল ও মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট বিনিয়োগে নিরীক্ষার বিষয়সমূহ

১. চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে ফাঁকা রাখা যাবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

২. কোনো অবস্থায়ই শরী'আহ অননুমোদিত পণ্য আমদানি করা যাবে না- এমনটি করা হয়েছে কি না?

৩. এলসি খোলার পূর্বে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে লেটার অব অথোরিটি (Letter of Authority) নিতে হবে। নেয়া হয়েছে কি না?

৪. এমআইবি ও এমপিআই-এর ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ডিলের মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে– করা হয়েছে কি না?

৫. বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জালের সকল শর্ত অনুসরণ করতে হবে–করা হয়েছে কি না?

অন্য ব্যাংকের গ্রাহক আনার ক্ষেত্রে নিরীক্ষার বিষয়সমূহ

১. প্রচলিত ব্যাংকের সিসি প্লেজের পণ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহক পণ্য তার ব্যাংকের নিকট সমর্পণ করার পর ইসলামী ব্যাংক ঐ ব্যাংক থেকে পণ্য কিনতে পারবে। তবে পূর্ববর্তী ব্যাংকের কোনো সুদ পরিশোধ করতে পারবে না। এরূপ করা হয়েছে কি না?

২. প্রচলিত ব্যাংকের সিসি-হাইপোর বিপরীতে কোন পণ্যের অস্তিত্ব থাকলে বিনিয়োগ গ্রাহক পণ্য তার ব্যাংকের নিকট সমর্পণ করার পর ইসলামী ব্যাংক ঐ ব্যাংক থেকে তা কিনতে পারবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ব্যাংকের কোনো সুদ পরিশোধ করতে পারে না। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

৩. প্রচলিত ব্যাংকের সিসি-হাইপোর বিপরীতে পণ্যের অস্তিত্ব না থাকলে ইসলামী ব্যাংক সে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের জন্য কোন বিনিয়োগ প্রদান করতে পারবে না। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহক প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ নিজস্ব উৎস থেকে পরিশোধ করবে। এরূপ করা হয়েছে কি না?

বাই সালাম ও বাই ইসতিসনা' বিনিয়োগে নিরীক্ষার বিষয়সমূহ

১. বাই সালাম ও বাই ইসতিসনা' চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে ফাঁকা রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, গুণাগুণ সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখসহ গ্রাহক, ব্যাংক কর্মকর্তা ও সাক্ষীর স্বাক্ষর যথাযথভাবে নেয়া শরী'আহ্‌র দাবী। চুক্তিপত্রে তা রয়েছে কি না?

২. বাই সালাম বিনিয়োগে বিনিয়োগ গ্রাহককে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু বাই ইসতিসনা'র ক্ষেত্রে বাকি/কিস্তিতে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা যেতে পারে। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

৩. বিনিয়োগ গ্রাহককে পণ্যের মূল্য পরিশোধের সময় মুনাফা ধার্য করা যাবে না। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৪. বাই সালাম ও ইসতিসনা'র ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রির জন্য বিনিয়োগ গ্রাহককে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে কি না?

৫. সমান্তরাল সালাম ও ইসতিসনা'র ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রির মাধ্যমে ব্যাংকের মুনাফা অর্জিত হয়। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে বাই সালাম/ইসতিসনা' চুক্তির সময় বাই মুরাবাহা/বাই মুয়াজ্জালের অনুরূপ মুনাফা ধার্য (mark up) করা যাবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না?

মুশারাকা বিনিয়োগে নিরীক্ষার বিষয়সমূহ

১. মুশারাকা চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে ফাঁকা রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে মূলধনের ইক্যুইটির হারও নির্দিষ্ট করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি না?

২. শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে লাভ/মুনাফা প্রাক্কলিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বণ্টন করা হলে তা মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত হিসাবের সময় সমন্বয় করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৩. শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে লাভ/মুনাফা চুক্তিতে উল্লেখিত অনুপাত মোতাবেক ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে বণ্টন করতে হবে। এরূপ বণ্টন করা হয়েছে কি না?

৪. শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে মুশারাকা কারবারের লোকসান ব্যবসায় প্রদত্ত মূলধন অনুপাতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে বণ্টন করতে হবে। তা করা হয়েছে কি না?

মুদারাবা বিনিয়োগে নিরীক্ষার বিষয়সমূহ

১. মুদারাবা চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে ফাঁকা রাখা যাবে না। ভবিষ্যতে বিরোধ এড়ানোর জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিতে মুনাফা বণ্টনের আনুপাতিক হার সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। সে মোতাবেক মুনাফা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে কি না?

২. লাভ/মুনাফা প্রাক্কলিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বণ্টন করা হলে তা মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত হিসাবের সময় লাভের অবশিষ্ট অংশ সমন্বয় করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৩. চূড়ান্ত হিসাবান্তে মূলধন লোকসান হলে সাহিবুল মাল হিসেবে তা ব্যাংককেই বহন করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৪. গ্রাহকের অবহেলা কিংবা চুক্তির শর্ত ভঙ্গজনিত কারণে লোকসান হলে সাহিবুল মাল হিসেবে ব্যাংক তা বহন করবে না।

এইচপিএসএম (HPSM) বিনিয়োগে নিরীক্ষার বিষয়সমূহ

১. এইচপিএসএম চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে চুক্তির মেয়াদ, মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ও কিস্তির পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। চুক্তিপত্রে এরূপ রয়েছে কি না?

২. পচনশীল বা একবার ব্যবহারের ফলে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এমন সম্পদে এইচপিএসএম করা যাবে না। অর্থাৎ সম্পদটি হতে হবে একাধিকবার ব্যবহারযোগ্য। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না।

৩. গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অংশ কিস্তিতে পরিশোধ করার ফলে ব্যাংকের মালিকানা ক্রমশ কমতে থাকবে এবং গ্রাহকের মালিকানা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে একসময় তার পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হবে। বাস্তবে এরূপ করা হয়েছে কি না?

৪. ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় সম্পদটি ভাড়া গ্রহণকারীর কাছে অর্পণ করতে হবে এবং সেদিন থেকেই ভাড়া শুরু হবে। গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণের পর বিনিয়োগ স্থিতি থাকলে সম্পদে ব্যাংকের মালিকানা বহাল থাকবে। তাই সে সময় ব্যাংক ভাড়াও আদায় করতে পারবে। বিষয়টি যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কি না?

৫. চুক্তি যখনই হোক না কেন সম্পদটি ব্যবহারোপযোগী ও গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করার দিন থেকে ভাড়া আরোপ করা যাবে, Gestation Period এর কোনো ভাড়া আদায় করা যাবে না। কেননা Gestation Period এ সম্পদটি ব্যবহারের উপযোগী হয় না। বিষয়টি যথাযথভাবে পরিপালিত হয়েছে কি না?

অন্যান্য বিষয়

১. শরী'আহ্ পরিদর্শনকালীন যেসব সাধারণ অনিয়ম সংশোধনযোগ্য (শাখা ব্যবস্থাপক/কর্মকর্তা এবং গ্রাহকের উপস্থিতিতে) তা তাৎক্ষণিক সংশোধন করা যেতে পারে।

২. শরী'আহ্ পরিদর্শনকালে চিহ্নিত ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ পর্যালোচনার জন্য শাখার কর্মকর্তাগণকে নিয়ে একটি পর্যালোচনা সভা করা প্রয়োজন, যেখানে শরী'আহ্ পরিদর্শক দল শাখার শরী'আহ্ পরিদর্শনের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন, শরী'আহ্ পরিপালনে পরামর্শ প্রদান করবেন এবং শরী'আহ্ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

৩. শাখার গ্রাহকগণের মধ্যে শরী'আহ্ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ গ্রাহক সমাবেশ করা যেতে পারে। সেখানে শরী'আহ্ পরিদর্শক দল গ্রাহকগণের শরী'আহ্ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

৪. শরী'আহ্র দৃষ্টিতে ব্যাংকের প্রণীত/সম্পাদিত/ইস্যুকৃত সকল চুক্তিপত্র/চার্জ ডকুমেন্ট/সার্কুলার-এ শরী'আহ্ নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো শর্ত থাকতে পারবে না। কোনো চুক্তিপত্র/চার্জ ডকুমেন্ট/সার্কুলার এ এরূপ শর্ত রয়েছে কি না?

৫. ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমে শরী'আহ্ নীতিমালা বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে ব্যাংকের মুরাক্বিবগণ ব্যাংকের শাখাগুলো পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ/মেমো সুপারভাইজরি কমিটিতে পেশ করবেন।

Balance Sheet নিরীক্ষা ও সংশয়পূর্ণ আয় (doubtful income) পৃথকীকরণ

১. শরী'আহ্ পরিদর্শনকালীন প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত সংশয়পূর্ণ বিনিয়োগগুলোর উপর শাখার মন্তব্য/ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চূড়ান্তভাবে সংশয়পূর্ণ আয় হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

২. যেসব বিনিয়োগের মুনাফা চূড়ান্তভাবে সংশয়পূর্ণ আয় হিসেবে চিহ্নিত হবে সেসব বিনিয়োগের বিপরীতে চিহ্নিত অনিয়মসমূহ সুস্পষ্ট হতে হবে। এমন না হলে সে বিনিয়োগের আয় সংশয়পূর্ণ আয় (doubtful income) হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না।

৩. যে সব আয় শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি দ্বারা চূড়ান্তভাবে সংশয়পূর্ণ বিবেচিত হবে তা শরী'আহ্র নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের উপর আরোপিত/আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ (compensation) শরী'আহ্র নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ব্যাংকের বার্ষিক Balance Sheet নিরীক্ষার সময় বাংলাদেশ ব্যাংক FC Clearing A/C কিংবা অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত সুদের হিসাব প্রধান কার্যালয়ে যথাযথ রয়েছে কি না এবং ব্যাংকের বৈধ আয় থেকে পৃথক করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৬. বিদেশী ব্যাংকের সাথে পরিচালিত Nostro A/C হতে প্রাপ্ত সুদ (যদি অর্জিত হয়) হিসেব করে তা ব্যাংকের বৈধ আয় থেকে পৃথক করতে হবে।

৭. ব্যাংকের বার্ষিক Balance Sheet চূড়ান্তকরণের পূর্বে ডিপোজিটরদেরকে চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ আয়ের প্রাপ্য অংশ যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছে কি না- তা নিরীক্ষা করা।

৮. সরকারী/বেসরকারী কোন সুদী ব্যাংক বা বীমা সংস্থায় ইসলামী ব্যাংক বা শাখার তহবিল রাখা যাবে না। ব্যাংকের বার্ষিক Balance Sheet নিরীক্ষার সময় এরূপ লেনদেন পরিলক্ষিত হলে তা থেকে প্রাপ্ত সুদ হিসাব করে তা সংশয়পূর্ণ আয় হিসেবে ব্যাংকের বৈধ আয় থেকে পৃথক করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

দশম অধ্যায়

ম্যানুয়ালে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা (Glossary)

অদীয়াহ্
(اَلْوَدِيْعَةُ)
অদীয়াহ্ আরবি শব্দ। এর অর্থ ত্যাগ করা, ছেড়ে দেয়া, আমানত রাখা, গচ্ছিত রাখা ইত্যাদি। নিজের সম্পদ অপরের হেফাজতে অর্পণ করাকে আল অদীয়াহ্ বলে। এ পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে তার অর্থ জমা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহককে তার জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে তবে তার জমাকৃত অর্থের বিনিময়ে কোনো লাভ সে পায় না আবার প্রতিষ্ঠানের কোনো লোকসানও তাকে বহন করতে হয় না।

ইবরা
(إِبْرَاءٌ)
ইবরা শব্দটি আরবি বারিআ (بَرِئَ) থেকে উদ্ভূত। অর্থ দায়মুক্ত করা, অব্যাহতি, মাফকরণ, মুক্তকরণ ইত্যাদি। পাওনার সম্পূর্ণ বা আংশিক মাফ করে দেয়াকে ইবরা বলা হয়।

ওয়াদ বিশশিরা'
(اَلْوَعْدُ بِالشِّرَاءِ)
ব্যাংকের কাছ থেকে গ্রাহকের পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারকে ওয়াদ বিশশিরা' বা ক্রয়ের অঙ্গীকার বলা হয়। এটি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কোন চুক্তি নয়; বরং পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার। অর্থাৎ গ্রাহকের আবেদনপত্র অনুযায়ী ব্যাংক পণ্য ক্রয় করার পর গ্রাহক উক্ত পণ্য ব্যাংক থেকে ক্রয় করে নেয়ার অঙ্গীকার (ওয়াদা) করবে। কারণ পণ্যের উপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল অর্জিত হওয়ার পূর্বে তা কারো কাছে বিক্রয় করা শরী'আহ্র দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

ক্ববদ
(اَلْقَبْضُ)
মালামাল ক্রয়ের পর তার উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দখল অর্জন করাকে ক্ববদ বলা হয়। পণ্যের ভিন্নতায় ক্ববদের ধরনও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ক্ববদ করার অর্থ হল ব্যয়-ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করা। সুতরাং যেভাবে সেই ক্ষমতা অর্জিত হবে সেটাই ক্ববদ বলে গণ্য হবে।

ক্বরদ হাসান
(قَرْضٌ حَسَنٌ)
ক্বরদ হাসান এমন এক ধরনের ঋণ যা কারো উপকারের জন্য বিনা শর্তে প্রদান করা হয়। এই ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার সুবিধাজনক সময়ে পরিশোধ করার অবকাশ থাকে।

ক্বালবুদ দাইন
(قَلْبُ الدَّيْنِ)
ক্বালবুদ দাইন অর্থ দায়কে বিনিয়োগে রূপান্তর করা।

জামানত
(ضَمَانَةٌ)
ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণের নিরাপত্তার জন্য ঋণদাতার কাছে কোনো সম্পদ গচ্ছিত রাখা।

ফতওয়া
(اَلْفَتْوٰى)
রায়, অভিমত, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ প্রদত্ত অভিমতকে ফতওয়া বলা হয়। যিনি এ ফতওয়া প্রদান করেন তাকে মুফতি বলা হয়। বিচারক

অথবা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, ক্বিয়াস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোকে এ অভিমত দিয়ে থাকেন।

বাই (اَلْبَيْعُ)

আরবি বাই শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্রয়-বিক্রয়। ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কোন সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের পরিবর্তন অথবা বিক্রয়যোগ্য কোন সম্পদের বিনিময়ে কোন বস্তুর মালিকানা হস্তান্তর করা।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগিনানী 'হিদায়া' নামক গ্রন্থে বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একটি দ্রব্যের বিপরীতে অপর একটি দ্রব্যের বিনিময় করাকে বাই বলা হয়।' এ ধরনের বেচাকেনাকে বাই মুতলাক (اَلْبَيْعُ الْمُطْلَقُ) বা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

বাই ইসতিসনা' (بَيْعُ الْإِسْتِصْنَاعِ)

ক্রেতার নির্দেশ বা অর্ডার অনুযায়ী নির্দিষ্ট মালামাল প্রস্তুত করে ক্রয়-বিক্রয়কে বাই ইসতিসনা' বলা হয়। সাধারণত কোন জিনিস তৈরি বা নির্মাণ করে দেয়ার জন্য অপরপক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বা অর্ডার দানকে বাই ইসতিসনা' বলে।

বাই মুরাবাহা (بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ)

আভিধানিক অর্থে বাই মুরাবাহা বলতে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়কে বুঝায়। পারিভাষিক অর্থে, প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা প্রথম মূল্যের (ক্রয়-মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলা হয়।

বাই মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট

বাই মুরাবাহ পোস্ট ইমপোর্ট আধুনিক কালের ব্যাংকিংয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি পরিভাষা। আমদানি পণ্যে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যাংক মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট পদ্ধতি অনুশীলন করে থাকে। বিনিয়োগ গ্রাহক বিদেশ থেকে যে ধরনের পণ্য আমদানি করতে চান তার বিবরণসহ ইসলামী ব্যাংকের নিকট তা আমদানি করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন। কাঙ্ক্ষিত মালামাল বিদেশ থেকে ক্রয় করে ব্যাংক তার নিকট মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট পদ্ধতিতে বিক্রয় করে।

বাই মুয়াজ্জাল (بَيْعُ الْمُؤَجَّلِ)

বাই মুয়াজ্জাল ইসলামী ব্যাংকের একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। মুয়াজ্জাল আরবি আজল (أَجَلٌ) থেকে উদ্ভূত। আজল শব্দের আভিধানিক অর্থ বিলম্ব, বাকি আর মুয়াজ্জাল শব্দের অর্থ বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, বাকি, নগদের বিপরীত। পারিভাষায় বাই মুয়াজ্জাল হলো এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যেখানে পণ্যটি নগদে হস্তান্তর এবং মূল্য বাকিতে অর্থাৎ ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে/মেয়াদে পরিশোধ করা হয়।

বাই সালাম (بَيْعُ السَّلَمِ)

অভিধানিক অর্থে বাই সালাম অর্থ হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। অগ্রিম মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ে হস্তান্তরযোগ্য কোন নির্ধারিত বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করাকে বাই সালাম বলে।

বাই সরফ (بَيْعُ الصَّرْفِ)

সরফ আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে রূপান্তর করা, স্থানান্তর করা, বৃদ্ধি হওয়া ইত্যাদি। মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়কে অথবা, স্বর্ণ, রৌপ্য বা মুদ্রার পরস্পর বিনিময় করাকে বাই' সরফ বলা হয়। একই বৈঠকে দু'জন তাদের মালিকানাধীন জিনিসকে বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর করে বিধায় একে বাই' সরফ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

মাসালিহ মুরসালা (اَلْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ)	সার্বিক জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো সাধারণ নস (দলিল) বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় গৃহীত সিদ্ধান্তকে এমন কোনো মৌলিক নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেয়ার নাম মাসালিহ মুরসালা। যেসব বিষয়ে শরী'আহর সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান আছে সেসব বিষয় মাসালিহ মুরসালার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কোনো বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ, শরী'আহর উদ্দেশ্য পূরণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাই মাসলিহ মুরসালার উদ্দেশ্য।
মু'আমালাহ (اَلْمُعَامَلَةُ)	সাধারণভাবে মু'আমালার অর্থ লেনদেন। ইসলামী শরী'আহর পরিভাষায় কেবল আর্থিক লেনদেনকে মু'আমালাহ বলে।
মুশারাকা (اَلْمُشَارَكَةُ)	মুশারাকা মূলত একটি অংশীদারি কারবার। ব্যাংক এবং গ্রাহক পুঁজি ও ব্যবস্থাপনা উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে যে ব্যবসা পরিচালনা করে। মুশারাকাকে সরাসরি অর্থায়ন (direct financing) পদ্ধতিও বলা হয়। ব্যবসায়ে লাভ হলে চুক্তি মোতাবেক উভয়ের মধ্যে বণ্টন করে নেয় এবং লোকসান হলে মূলধন মোতাবেক উভয়ে বহন করে।
মুশারাকা মুতানাকিসা (اَلْمُشَارَكَةُ الْمُتَنَاقِصَةُ)	ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা পদ্ধতিকে মুশারাকা মুতানাকিসা বলা হয়।
মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ শিরা (اَلْمُرَابَحَةُ لِلْآمِرِ بِالشِّرَاءِ)	ক্রেতার অনুরোধে বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে সম্মত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক বিক্রয় করাকে **'মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্ শিরা'** অর্থাৎ 'ক্রেতার আদেশ ও প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে মুরাবাহা' বলা হয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে বলে একে ব্যাংকিং মুরাবাহাও বলা হয়ে থাকে।
মুদারাবা (اَلْمُضَارَبَةُ)	মুদারাবা শব্দটি 'দারবুন' (ضَرْبٌ) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। আরবি ভাষায় শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- প্রহার করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেয়া, পরিভ্রমণ করা ইত্যাদি। পরিভাষায়, মুদারাবা এমন ধরনের ব্যবসা যেখানে দু'টি পক্ষ থাকে। মুনাফার উদ্দেশ্যে এক পক্ষ মূলধন সরবরাহ করে আর অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায়ে লাভ হলে উভয়পক্ষের মধ্যে পূর্ব শর্তানুসারে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী (সাহিবুল মাল) কে তা বহন করতে হয়। মুদারিবের শ্রম ও সময় লোকসান হবে। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে মুদারিবের অবহেলা প্রমাণিত হলে কিংবা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কারণে লোকসান হলে তা মুদারিবকে বহন করতে হবে।
মুদারাবা মুতলাকাহ (اَلْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ)	শর্তহীনভাবে পরিচালিত সাধারণ মুদারাবাকে ইসলামী শরী'আহর পরিভাষায় মুদারাবা মুতলাকাহ বলা হয়।

মুদারাবা মুকাইয়াদাহ (اَلْمُضَارَبَةُ اَلْمُقَيَّدَةُ)	মুদারাবা কারবারে সাহিবুল মাল মুদারিবের উপর কোন শর্ত আরোপ করলে তাকে মুদারাবা মুকাইয়্যাদাহ্ বলা হয়। এটি শরী'আহ্ অনুমোদিত একটি ব্যবসা পদ্ধতি।
মিলকিয়াত (اَلْمِلْكِيَّةُ)	কোনো সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব। কোনো সম্পত্তি ব্যবহার, ভোগ ও স্থানান্তরের অধিকার।
যাকাত (اَلزَّكَاةُ)	যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রকরণ, প্রবৃদ্ধি, প্রশংসা ইত্যাদি। পরিভাষায়, কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট (নিসাব) পরিমাণ মালের মালিক হলে, তার নির্ধারিত অংশ (শতকরা ২.৫০ ভাগ) নির্ধারিত খাতে (মাসারিফে যাকাত) ব্যয় করাকে যাকাত বলে।
রিবা (اَلرِّبٰوا)	সুদের কুরআনী পরিভাষা হচ্ছে রিবা। রিবা অর্থ বৃদ্ধি, অতিরিক্ত সংযোজন, প্রবৃদ্ধি। তবে ইসলামে সব ধরনের বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধিকে রিবা বলে গণ্য করা হয়নি। ইসলামে সেই বৃদ্ধিকে রিবা বলা হয়েছে যা প্রদত্ত ঋণের উপর শর্ত হিসেবে আদায় করা হয়।
শরী'আহ (اَلشَّرِيْعَةُ)	শরী'আহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পানি পান করার ঘাট, চলার পথ ইত্যাদি। শরী'আহ্ বলতে সে সব পথনির্দেশকে বুঝায়, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহগণের প্রতি জারি করেছেন। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিমগণ কীভাবে জীবন যাপন করবেন তারই পথ নির্দেশকে শরী'আহ বলা হয়।
সাহিবুল মাল (صَاحِبُ الْمَالِ)	মুদারাবা কারবারে মূলধন সরবরাহকারীকে সাহিবুল মাল বলা হয়।
সুন্নাহ (اَلسُّنَّةُ)	রীতি, নিয়ম, পথ ইত্যাদি। পরিভাষায় রাসূল সা.-এর যেসব কথা ও কাজকর্মের বিবরণ এবং কার্যকলাপের অনুমোদন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে তাকে সুন্নাহ বলা হয়। এটি ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস।
হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (اَلْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ تَحْتَ شِرْكَةِ الْمِلْكِ)	হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ককে আরবীতে ইজারা বিল বাই তাহ্তা শিরকাতিল মিল্ক বলা হয়। এ পদ্ধতিটি মূলত তিনটি বিনিয়োগ পদ্ধতির সমন্বিত রূপ। একটি হচ্ছে 'ইজারা' (ভাড়া), আরেকটি 'বাই' (ক্রয়-বিক্রয়) এবং অন্যটি 'শিরকাতুল মিল্ক' (মালিকানায় অংশীদারিত্ব)। এ পদ্ধতির আয়কে বলা হয় ভাড়া (Rent)। এ পদ্ধতিতে পক্ষগুলো প্রথমে যৌথভাবে কোন সম্পদের মালিকানা অর্জন করে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে/সম্পদে প্রত্যেক পক্ষ তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের অনুপাতে সম্পদের মালিকানা লাভ করে। এক পক্ষ অপরপক্ষের নিকট তার অংশ ভাড়া এবং ক্রমান্বয়ে বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-১

আরবি টেক্সট্ ও রেফারেন্সসমূহ

১.১ **শরী'আহ্র পারিভাষিক সংজ্ঞা**

مَا سَنَّهُ اللهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّيْنِ وَأَمَرَهُمْ بِاتِّبَاعِهِ .[১]

১.২ **ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য**

(ক) فَإِنَّ الشَّرِيْعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ .[২]

(খ) اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .[৩]

(গ) لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .[৪]

১.৩ **মুদারাবা বৈধ হওয়ার দলিল**

(ক) كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رُطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ . فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ" [৫]

(খ) وَكَذَا بُعِثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَتَعَاقَدُوْنَ الْمُضَارَبَةَ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ وَذٰلِكَ تَقْرِيْرٌ لَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ . وَالتَّقْرِيْرُ أَحَدُ وُجُوْهِ السُّنَّةِ .[৬]

---

১ আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ্, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫, ২৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭

২ ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন 'আন রাব্বিল 'আলামীন, দারুল হাদীস, কায়রো, ২০০৬, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫

৩ সূরা আন্ নাহল : আয়াত-৯০

৪ সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২৫

৫ বাদাইউস সানা'ঈ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কিতাবুল মুদারাবা

৬ বাদাইউস সানা'ঈ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৯

১.৪ বাই মুরাবাহা বৈধ হওয়ার দলিল

(ক) وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۔[৭]

(খ) عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"۔[৮]

(গ) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَى كَبْشًا بِدِينَارٍ وَبَاعَهُ بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ فَجَاءَ بِهَا وَ بِالدِّينَارِ الَّذِي اسْتَفْضَلَ مِنَ الآخَرِ فَتَصَدَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّينَارِ فَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ ۔[৯]

১.৫ বাই মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার দলিল

(ক) وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۔ [১০]

(খ) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ ۔[১১]

১.৬ বাই সালাম বৈধ হওয়ার প্রামাণিকতা

(ক) وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۔[১২]

(খ) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۔[১৩]

(গ) أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ مَضْمُونٌ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۔[১৪]

---

৭ সূরা আল বাকারাহ্ : আয়াত-২৭৫

৮ সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ২১৮৫ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

৯ সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৩৩৮৬ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

১০ সূরা আল বাকারাহ্ : আয়াত-২৭৫

১১ সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩৯৭১ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত)

১২ সূরা আল বাকারাহ : আয়াত-২৭৫

১৩ সূরা আল বাকারাহ : আয়াত-২৮২

১৪ কিতাবুল মুগনী, ইমাম ইবনে কুদামা ও তাফসীরে ইবনে কাসির

(ঘ) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يَسْلِفُوْنَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ ـ[১৫]

১.৭ বাই ইসতিসনা'র প্রামাণিকতা

عَنْ أَبِي حَازِمٍ. قَالَ أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ. فَقَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ ـ " أَنْ مُرِيْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ. يَعْمَلُ لِيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا. فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ. فَجَلَسَ عَلَيْهِ ـ[১৬]

১.৮ বাই সরফ

(ক) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ " ـ[১৭]

(খ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيْعُوْا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ "[১৮]

১.৯ ইজারা বৈধ হওয়ার দলিল

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ـ[১৯]

---

[১৫] সহিহ বুখারি, হাদীস নং : ৩৪৬৩ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

[১৬] সহিহ বুখারি, কিতাবুল বুয়ু, বাবুন্নাজ্জার, হাদীস নং : ২০৯৪ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

[১৭] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩৯১৮ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত)

[১৮] সহিহ বুখারি, হাদীস নং : ২১৭৭, সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩৯৪৬ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

[১৯] সূরা আল কাসাস : আয়াত-২৬

১.১০ বাই বৈধ হওয়ার দলিল

(ক) وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۔[২০]

(খ) فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ ۔[২১]

১.১১ শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে ইজারা ও 'ইজারা মুনতাহিয়া বিততামলিক' এর বৈধতা

(ক) قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ۔[২২]

(খ) لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا۔[২৩]

(গ) مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ ۔[২৪]

(ঘ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ".[২৫]

১.১২ মুশারাকা বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল

(ক) وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۔[২৬]

(খ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ " إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "[২৭]

(গ) مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي أَيْ لَا يُخَالِفُ وَلَا يُنَازِعُ۔[২৮]

(ঘ) يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا۔[২৯]

---

[২০] সূরা আল বাকারাহ : আয়াত-২৭৫
[২১] সূরা আননিসা : আয়াত-১২
[২২] সূরা আল কাসাস : আয়াত-২৬
[২৩] সূরা আল কাহফ : আয়াত-৭৭
[২৪] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ও জামিউস সুন্নাহ ওয়া শুরুহিহা, হাদীস নং : ২০৬৯৪
[২৫] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ২৪৪৩ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)
[২৬] সূরা ছোয়াদ : আয়াত-২৪
[২৭] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৩৩৮৩ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)
[২৮] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪২৫
[২৯] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৩৩৮৩ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

১.১৩ মুদারাবা বৈধ হওয়ার দলিল

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيْ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رُطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ . فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ"[৩০]

১.১৪ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অপরিহার্যতা

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.[৩১]

১.১৫ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির মর্যাদা

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ.[৩২]

১.১৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির নীতিমালা

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْعُقُوْدِ اَلْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ . إِلَّا مَا جَاءَ نَصٌّ صَرِيْحُ الثُّبُوْتِ صَرِيْحُ الدَّلَالَةِ يَمْنَعُهُ وَيُحَرِّمُهُ فَيُوْقَفُ عِنْدَهُ . وَهَذَا بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ الَّتِيْ تُقَرِّرُ: أَنَّ الْأَصْلَ فِيْهَا اَلْمَنْعُ حَتَّى يَجِيْئَ نَصٌّ مِنَ الشَّارِعِ لِئَلَّا يَشْرَعَ النَّاسُ فِي الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ.[৩৩]

---

৩০ বাদাইউস সানা'ঈ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কিতাবুল মুদারাবা

৩১ সূরা আন-নাহল : আয়াত-৪৩

৩২ সূরা আল আহযাব : আয়াত-৩৬

৩৩ ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন 'আর রাব্বিল 'আলামীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৫ ও বাইউল মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরা', ইউসুফ আল কারাদাভী, পৃষ্ঠা : ১৩

পরিশিষ্ট-২

সুদ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি
সুদ বা রিবা বিষয়ে আল কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ

০১. **সুদে বরকত নেই; বরকত আছে যাকাতে**

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ۔

'এবং মানুষের ধন-সম্পদের মধ্যে (মিশে তোমাদের সম্পদ) বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তোমরা সুদের ভিত্তিতে যা কিছু (মানুষকে) দিয়ে থাকো, তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং (এটি যারা করে) তারাই বৃদ্ধিকারী।'[১]

০২. **সুদের কারণে ইহুদিদের শাস্তি হয়েছিল**

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۙ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا۔

'এবং যারা ইহুদি হয়েছে তাদের জুলুমের কারণে আমি তাদের ওপর হারাম করেছিলাম এমন কিছু পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য (পূর্বে) হালাল ছিল এবং অনেককে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে– এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা (গ্রহণ করতে) তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং মানুষের ধন-সম্পদ বাতিল পন্থায় গ্রাস করার কারণে। এবং তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।'[২]

০৩. **চক্রবৃদ্ধি সুদ নিষিদ্ধ**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ۔

'ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা দ্বিগুণ-বহুগুণে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো এবং তোমরা সে আগুনকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।'[৩]

---

১. সূরা আররূম : আয়াত-৩৯

২. সূরা আন নিসা : আয়াত-১৬০-১৬১

৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩০-১৩১

০৪. ক্রয়-বিক্রয় হালাল আর সুদ হারাম

(ক) اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

'যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) কেবল সেই ব্যক্তির দাঁড়ানোর মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়। এটি এ কারণে যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই, অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। এরপর যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছে গেছে এবং সে (সুদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, তবে যা অতীত হয়েছে তা তারই এবং তার বিষয়টি আল্লাহরই কাছে (সমর্পিত)। আর যারা পুনরাবৃত্তি করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।'[৪]

(খ) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ۔

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ্ কোনো অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না।'[৫]

(গ) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত (নামায) কায়েম করেছে ও যাকাত প্রদান করেছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে প্রতিদান এবং তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।'[৬]

০৫. সুদ না ছাড়লে আল্লাহ ও রাসূল স.-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা

(ক) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

'ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সুদ থেকে যা বাকি (পাওনা) রয়েছে তা ছেড়ে দাও– যদি তোমরা মু'মিন হও।'[৭]

---

৪. সূরা আল বাকারাহ : আয়াত ২৭৫

৫. সূরা আল বাকারাহ : আয়াত ২৭৬

৬. সূরা আল বাকারাহ : আয়াত ২৭৭

৭. সূরা আল বাকারাহ : আয়াত ২৭৮

(খ) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ۔

'কিন্তু যদি তোমরা তা না করো, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের ঘোষণা জেনে নাও, আর যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই জন্য (বৈধ হবে), তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।'[৮]

(গ) وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔

'এবং যদি সে (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি) অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দাও। আর সদকা (মাফ) করে দেয়া তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।'[৯]

(ঘ) وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۔

'এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। এরপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তার প্রতিফল পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।'[১০]

---

৮. সূরা আল বাকারাহ : আয়াত ২৭৯

৯. সূরা আল বাকারাহ : আয়াত ২৮০

১০. সূরা আল বাকারাহ : আয়াত ২৮১

সুদের ব্যাপারে আল হাদীসের উদ্ধৃতি

[আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত]

০১. **সুদী লেনদেনের জন্য অভিসম্পাত**

(ক) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদী লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তিনি বলেছেন (পাপের দিক থেকে) তারা সকলেই সমান।'[১১]

(খ) عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ.

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা ও এর লেখক এবং সাদাকা প্রদানে বাধাদানকারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করতেন।[১২]

০২. **সুদখোরের শাস্তি**

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا.

সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আজ রাতে (মি'রাজের রাতে) আমি দু'জন লোককে দেখলাম। তারা আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে একটি পবিত্র ভূমিতে গেল, অতঃপর আমরা চলতে চলতে একটা রক্ত নদীর তীরে পৌঁছলাম। নদীর মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়েছিল আর নদীর তীরে অন্য একজন লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি

---

[১১] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩৯৪৮ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত)

[১২] সুনানু নাসায়ী, হাদীস নং : ৫১০৩ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করলো। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখে পাথর ছুঁড়ে মারছে, ফলে সে (পূর্বস্থানে) ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি প্রশ্ন করলাম, এ লোকটি কে? (কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে)? তারা (আমার সাথের লোক দু'জন) বললো, নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে একজন সুদখোর।[১৩]

০৩. সুদ ক্ষতিকর

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ "الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ"

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন : (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, (২) জাদু বিদ্যা শিক্ষা ও প্রদর্শন করা, (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতিমের মাল গ্রাস করা, (৬) ধর্মযুদ্ধে পলায়ন করা এবং (৭) কোন সতী-সাধ্বী রমণীকে অপবাদ দেয়া।'[১৪]

০৪. সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ-

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ না করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদেরকে জান্নাতের কোন নিয়ামত ভোগ করার সুযোগও দেবেন না। এরা হলো : (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, (২) সুদখোর, (৩) অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল ভক্ষণকারী এবং (৪) পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।'[১৫]

---

১৩. সহিহ বুখারি, হাদীস নং : ৩০৮৫ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

১৪. সহিহ বুখারি, হাদীস নং : ২৭৬৬ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

১৫. মুসতাদরাকি হাকিম (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

০৫. সুদের ব্যাপকতা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ"

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের মাঝে অবশ্যই এমন একটি সময় আসবে যখন প্রত্যেকেই সুদ গ্রহণ করবে। আর কেউ যদি সুদ গ্রহণ না করে তাহলে সুদের ধুলা হলেও তার কাছে পৌছবে।'[১৬]

০৬. সুদে বরকত নেই

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ"

ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়ালো, শেষ পর্যন্ত তা হ্রাস পাবেই।'[১৭]

০৭. রিবা ফদল (পণ্য বিনিময়ে সুদ) প্রসঙ্গ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ"

আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সোনার সাথে সোনা, রুপার সাথে রুপা, গমের সাথে গম, যবের সাথে যব, খেজুরের সাথে খেজুর এবং লবণের সাথে লবণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান সমান এবং হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে। এরূপ বিনিময়ে যে বেশি বা কম দেয় বা নেয়, সে সুদি কারবার করে। এ ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান।'[১৮]

---

[১৬] সুনানু নাসায়ী, হাদীস নং : ৪৪৫৫ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

[১৭] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ২২৭৯ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

[১৮] সহিহ মুসলিম, হীাদস নং : ৩৯৫৬ (আল হাদীস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে সংগৃহীত)

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত